আল-ফিরদাউস
সংবাদ সমগ্র

জুন, ২০১৯ঈসায়ী

আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

জুন, ২০১৯ঈসায়ী

সূচিপত্র

৩০শে জুন, ২০১৯

জয় শ্রী রাম’ না বলায় চলতি সপ্তাহতেই এক মাদরাসা শিক্ষককে ট্রেন থেকে ফেলে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। তাবরেজ আনসারিকে হত্যা করা হয় নৃশংসভাবে পিটিয়ে।

আর এবার মসজিদ থেকে ফেরার পথে জাতিগত প্রতিহিংসার শিকার হলো ভারতের মুসলিম যুবক। মাথায় টুপি পরার অপরাধে বেধড়ক মারা হলো তাকে। একই সঙ্গে ‘জয় শ্রী রাম’ বলতেও বাধ্য করা হয়েছে। ভারতের উত্তর প্রদেশের কিদওয়াই নগরে এ নৃশংস ঘটনা ঘটেছে।

ইন্ডিয়া টুডের বরাতে জানা যায়, গত শুক্রবারের নামাজ শেষে ১৬ বছরের মুহম্মদ তাজ বাড়ি ফিরছিলেন। এ সময় বাইকে করে বেশ কয়েকজন যুবক এসে তাকে ঘিরে ধরে। এরপরই তাজের টুপি খুলে ফেলে দেওয়া হয়। ‘জয় শ্রীরাম’ বলার জন্যে বাধ্য করে। না বলায় তার উপর হামলে পরে কতগুলো উগ্রবাদী হিন্দু। আবার কলকাতায় হাফেজে কুরআনের উপরও হামলা করেছে তারা। এভাবে আর কতদিন হামলা চলবে। আতংক বিরাজ করছে ভারত জুড়ে।

দেশের সব পর্যায়ে বাড়ানো হয়েছে গ্যাসের দাম। ফলে বাণিজ্যক,শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সার,বিদ্যুৎসহ সবক্ষেত্রেই বেড়েছে গ্যাসের দাম। আগামীকাল ১লা জুলাই থেকে গ্যাসের দাম বাড়ানোর এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। আজ রোববার, রাজধানীর কারওয়ান বাজারে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন-বিইআরসির প্রধান কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

নতুন এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আবাসিক ক্ষেত্রে এক চুলা গ্যাসের দাম ৭৫০ টাকা থেকে ৯২৫ টাকা এবং দুই চুলার ক্ষেত্রে ৮০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৯৭৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর মিটার যুক্ত চুলায় প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১২.৬০ টাকা। সিএনজি ৩২ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪৩ টাকা করা হয়েছে।

এছাড়া শিল্প ও বিদ্যুত খাতেও বাড়ানো হয়েছে গ্যাসের দাম। গড়ে প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের দাম বেড়েছে ৯ টাকা ৮০ পয়সা।

এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে গ্যাস বিতরণ কোম্পানিগুলো কমিশনের কাছে গ্যাসের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব দেয়। কোম্পানিগুলো গ্যাসের দাম গড়ে ১০২ ভাগ বাড়ানোর প্রস্তাব করে। এরপর, মার্চ মাসে গণশুনানি করে

কমিশন। শুনানির ৯০ দিনের মধ্যে দামের বিষয়ে ঘোষণা দেয়ার নিয়ম রয়েছে। সেই নিয়ম অনুযায়ী আজ রবিবার গ্যাসের দাম বাড়ানোর ঘোষণা দেয় বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন।

এর আগে, বাসাবাড়িতে গ্যাসের দাম ৬৬ শতাংশ বাড়াতে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের কাছে প্রস্তাব দেয় গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানিগুলো।

এব্যাপারে বিশ্লেষকগণ বলেছেন, জনবিচ্ছিন্ন সরকার জনগণের উপর বেপরোয়া শোষণ চালাচ্ছে। নতুনকরে জ্বালানী গ্যাসের দাম ৩২.৮ শতাংশ বৃদ্ধি জনগণের উপর সরকারের চরম জুলুমের বহি:প্রকাশ। আবাসিক, বাণিজ্যিক, বিদ্যুৎ, সিএনজি, শিল্পখাতসহ সকল ক্ষেত্রে নতুনকরে জ্বালানী গ্যাসের দাম বৃদ্ধিতে জনদুর্ভোগ আরো বৃদ্ধি পাবে। সাধারণ জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া সরকারের এই মূল্যবৃদ্ধি মরার উপর ঘাড়ার ঘাঁ- এর শামিল। সুতরাং বাংলাদেশের নিজস্ব জ্বালানী- গ্যাসের দাম বৃদ্ধি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও গণবিরোধী সিদ্ধান্ত।

সূত্র: লেটেস্টবিডিনিউজ

লালখান বাজারে আওয়ামী লীগের দু’ গ্রুপের সংঘর্ষে ১০ জন আহত হয়েছে।

আধিপত্য বিস্তার কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে ইট পাটকেল নিক্ষেপ ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এদের মধ্যে গুলিবিদ্ধ একজনসহ ৪ জনকে চমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকেলে খুলশী থানার লালখান বাজার মোড় থেকে বাঘঘোনা মোড় এলাকায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষ চলাকালে দোকান ভাঙচুরসহ মোটর সাইকেল জ্বালিয়ে দেয়া হয়।

আহতরা হল- মনির হোসেন (৪০), মো. সোহেল (২৩), মো. সুমন (১৮) ও ইমন হোসেন (১৭)। আহতদের মধ্যে মনির হোসেন গুলিবিদ্ধ হয়েছে বলে জানা গেছে

মিছিল নিয়ে লালখান বাজার এলাকায় ঢোকার সময় কাঁচাবাজারের কাছে তাদের ওপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করা হয়। এ সময় কয়েক রাউন্ড গুলির শব্দও শোনা যায়।

বড় কোনো পরিবর্তন ছাড়াই সংসদে পাস হলো অর্থবিল ২০১৯।
এব্যাপারে ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা বলেছে, বাজেট বরাদ্দের বেশির ভাগ লুটপাটে চলে যাচ্ছে।
এ বাজেট থেকে সরকারের চরিত্র আমরা দেখলাম। দেখলাম রাষ্ট্রের প্রায় লোকের কাছ থেকে সম্পদ পুঞ্জীভূত করে অল্পকিছু মানুষের হাতে দিয়ে দেয়া। তাই দু-একটি খাতে বরাদ্দ কিছু বাড়ানো কিংবা কিছুটা কমানো সরকারের মূল চরিত্রকে কোনোভাবেই প্রভাবিত করবে না।

কর নিয়ে সমালোচনা করে সে বলেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত পরোক্ষ কর ৭২ শতাংশ থেকে কমে ৩০ শতাংশে না আসবে,যতক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষাব্যয় জিডিপির ২ দশমিক ১ শতাংশ থেকে বেড়ে কমপক্ষে ৬ শতাংশে না দাঁড়াবে, যতক্ষণ পর্যন্ত স্বাস্থ্যব্যয় জিডিপির ১ শতাংশ থেকে বেড়ে ৫ শতাংশে না আসবে এবং ৪ কোটি দরিদ্র ও ২ কোটি হতদরিদ্র মানুষের দেশে সামাজিক নিরাপত্তা খাতের ব্যয় ১ শতাংশের পরিবর্তে ৩ শতাংশ না হবে, ততক্ষণ দেশের মূল জনগোষ্ঠীকে এই বাজেট কোনোভাবেই প্রভাবিত করতে পারবে না।

সে আরো বলেছে, যতটুকু বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে তার বেশির ভাগই চলে যাচ্ছে লুটপাটে। যে কারণে আমরা এখন ব্যাংক খাতে দেখি হাহাকার। ১ লাখ ১০ হাজার কোটি টাকার ওপর থাকে মন্দঋণ। এক দশকে পাচার হয়ে যায় সাড়ে ৬ লাখ কোটি টাকা। সে টাকায় বেগমপাড়া তৈরি হয় কানাডায় অথবা মালয়েশিয়ায় তৈরি হয় সেকেন্ড হোম। দুইদিন আগেই খবর এসেছে সুইস ব্যাংকে নাকি বাংলাদেশিদের ১ বছরে ১৩০০ কোটি টাকা জমা হয়েছে। অথচ দেখা যাচ্ছে দিনের শেষে সেই ধনীদের তোষণকারী ও গরিবদের বিপক্ষে যাওয়া বাজেট।

ইসলামী শাসন ব্যাবস্থা না থাকায় প্রায় সব দেশই নারীদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে গেছে। তবে নারীদের জন্য সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক দেশের তালিকার সবার উপরে রয়েছে ভারত।

সম্প্রতি নারীর জন্য বিপজ্জনক ১০টি দেশের তালিকা প্রকাশ করেছে লন্ডনভিত্তিক চ্যারিটি প্রতিষ্ঠান থমসন রয়টর্স ফাউন্ডেশন।

ছয়টি মানদণ্ড নির্ধারণ করে জাতিসংঘের ১৯৩ দেশে এই জরিপ চালনো হয়। এশিয়ার ছয়টি, আফ্রিকার তিনটি এবং উত্তর আমেরিকার একটি দেশের নাম তালিকায় আসে।

জরিপে এ বছরের ২৬ মার্চ থেকে ৪ মে পর্যন্ত পৃথিবীজুড়ে নারীদের পরিস্থিতি নিয়ে কাজ করা মোট ৫৪৮ জন বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। অনলাইনে, ফোনে এবং সরাসরি কথা বলে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

যেসব বিশেষজ্ঞদের মতামত নেওয়া হয়েছে তারা দীর্ঘ দিন থেকে ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া এবং প্রশান্ত এলাকায় নারীদের অধিকার নিয়ে কাজ করছেন। এদের মধ্যে ছিলেন শিক্ষক, সরকারের নীতি-নির্ধারক, স্বাস্থ্যকর্মী,, উন্নয়ন ও সহায়তাকর্মী এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধি।

জরিপে মানদণ্ডগুলো ছিল— স্বাস্থ্যসেবা; অর্থনৈতিক অবস্থান বা সম্পদের পরিমাণ; সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যবাহী কাজে অংশগ্রহণ; যৌন সহিংসতা ও যৌন নির্যাতন; সহিংসতা (যৌন নির্যাতন ছাড়া) ও মানবপাচার।

বিশেষজ্ঞদের মতামত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, নারীদের জন্য সবচেয়ে বিপদজনক দেশ ভারত। এখানে নারীদের ওপর সবচেয়ে বেশি যৌন নির্যাতন হয়। ক্রীতদাস হিসেবে নারীর ব্যবহারও এখানে বেশি। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র নারীর জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি যৌন সহিংসতা।

২০১২ সালের নির্ভয়া কাণ্ডের কথাই মনে করিয়ে দেয় নারীর জন্য কতটা বিপদজনক এই দেশটি। ২৩ বছরের তরুণীকে রাতে বাসে একা পেয়ে চালক এবং অন্যান্য যাত্রীরা ধর্ষণের পর হত্যা করে। এমনিভাবে, মুসলিম শিশু আসিফাকে পাষাণ্ড হিন্দুরা মন্দিরে আটকে রেখে ধর্ষণের পর মাথা থেতলে হত্যা করেছিল।
নারীর প্রতি অপরাধের মাত্রা বেড়েই চলেছে দেশটিতে। সরকারি হিসাব অনুয়ায়ী, ২০০৭ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত নারীর সঙ্গে হওয়া অপরাধের মাত্রা আগের বছরগুলোর তুলনায় শতকরা ৮৩ ভাগেরও বেশি বেড়েছে। যার অর্থ দাঁড়ায়, এই বছরগুলোতে ভারতে প্রতি ১৫ মিনিটে একজন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন।

ভারতে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার বিপক্ষে সচেতনতা বাড়লেও খুব একটা লাভ হয়নি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এর কারণ হলো হিন্দুদের প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা বদ্ধমূল নানা কুপ্রথার চর্চা। এসবের মধ্যে রয়েছে কন্যা শিশুহত্যা, গৌরি দান, যৌনদাসত্ব, পারিবারিক ক্রীতদাসত্ব বা অধীনতা, মানবপাচার এবং সাম্প্রদায়িক হত্যা।

২৯শে জুন, ২০১৯

আল-কায়দা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন পরিচালিত "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের জানবায মুজাহিদগণ কুফফার বাহিনীর বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছেন।

সেই ধারাবাহিকতায় আজ ২৯শে জুন সিরিয়ার সাহলুল-ঘাব অঞ্চলের "আল-মাশারিয়" এলাকায় কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ/শিয়া সন্ত্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে মুজাহিদগণ অভিযান চালান। এসময় কুফ্ফার রাশিয়ার একটি ড্রোন ভূপাতিত করেছেন মুজাহিদগণ।

আল-কায়দা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাসুদ-দ্বীন এর নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনিন" অপারেশন রুমের মুজাহিদগণ আজ সিরিয়ার ৩টি এলাকায় কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ/শিয়া সন্ত্রাসী জোট বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান পরিচালনা করছেন।

মুজাহিদদের অভিযানের স্থানগুলো হচ্ছে সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় হামা সিটির "ফাওরু" ও সাহলুল-ঘাব অঞ্চলের "আল-মাশারিয় এবং বাইতু-হুসুন" এলাকা ।

এসকল স্থানে মুজাহিদদের হামলায় বেশ কিছু মুরতাদ ও কাফের সেনা হতাহত হওয়ার সংবাদও জানা যাচ্ছে।

আল-ফাতাহ্ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় গত ২৪ ঘন্টায় আফগানিস্তান জোড়ে প্রায় ৫৫টি অভিযান পরিচালনা করেছেন ইমারতে ইসলামিয়ার তালেবান মুজাহিদগণ।

মুজাহিদগণ আজ ২৯শে জুন তাদের সফল অভিযানগুলো পরিচালনা করেছেন আফগানিস্তানের ২১টি প্রদেশে।

তালেবান মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ জানান যে, মুজাহিদদের পরিচালিত এসকল অভিযানে আফগান মুরতাদ বাহিনীর উচ্চপদস্থ ৯ কমান্ডারসহ ১৯৮ সেনা ও পুলিশ সদস্য নিহত হয়। আহত হয় আরো ২ কমান্ডারসহ ৮৫ আফগান মুরতাদ বাহিনীর সদস্য এবং তালেবানদের নিকট আত্মসমর্পণ করে আরো ৬ আফগান সেনা।

মহান আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ও অনুগ্রহে মুজাহিদগণ ১টি জেলা ও ৯টি সামরিক পোস্ট বিজয় করতে সক্ষম হন।

অন্যদিকে মুরতাদ আফগান বাহিনীর ২৪টি ট্যাংক, হ্যাম্বি ও রেঞ্জার গাড়ি ধ্বংস করেন তালেবান মুজাহিদগণ।

মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেন ২৪টি মোটরসাইকেলসহ ২৬টি ভারী যুদ্ধাস্ত্র ও অনেক সরঞ্জামাদি।

বিপরীতে মুরতাদ আফগান বাহিনীর হামলায় ইনশাআল্লাহ শাহাদাত বরণ করেন ৪জন তালেবান মুজাহিদ এবং আহত হন আরো ৬জন তালেবান মুজাহিদ।

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার পদুয়ায় সড়কের পাশ থেকে এক নবজাতককে উদ্ধার করা হয়েছে। গত শুক্রবার (২৮ জুন) রাতে স্থানীয় মাদরাসা সড়কের চেইল্লাতলী এলাকা থেকে ওই কন্যা শিশুকে উদ্ধার করা হয়।

গতকাল রাত ৮টার দিকে মাদরাসা সড়ক দিয়ে বাজারে যাওয়ার সময় সড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাতপরিচয় শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনতে পান আমিন শরীফ নামের একজন পথচারী। পরে নবজাতকটিকে দেখতে পেয়ে তিনি স্থানীয় লোকজনকে খবর দেন। খবর পেয়ে আশপাশের লোকজন জড়ো হয়ে শিশুটিকে উদ্ধার করে।

তারা শিশুটিকে গোসল করিয়ে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। এ সময় হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান শিশুটি সুস্থ ও স্বাভাবিক আছে। শনিবার (২৯ জুন) সকাল পর্যন্ত শিশুটির পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। ফুটফুটে এ কন্যা শিশুটিকে রাতের আঁধারে কারা রাস্তায় ফেলে গেল-সেই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে এলাকাবাসীর মনে। এদিকে খবর পেয়ে রাতেই নিঃসন্তান এক দম্পতি ওই নবজাতককে নিয়ে গেছে।
বিশ্লেষকগণের মতামত হল, নারী পুরুষের অবাধ মেলাশো, অবৈধ সম্পর্ক, পরকীয়ার কারণে এসকল নবজাতক ফেলে দেওয়ার ঘটনা ঘটছে।
যা বর্তমান জামানার নব্য জাহেলিয়্যাত ১৪ শত বছর পূর্বের আরব জাহেলিয়্যাতকে ও হার মানায়। তাঁরা কন্যা

সন্তান হলে নিজেদের জন্য অপমান মনে করত। অনেক সময় হত্যাও করে ফেলত।
বর্তমানেরও কন্যা সন্তানদের প্রতি চরম অবহেলা করা হয়। একদিকে নারীবাদীরা সমান অধিকারের স্লোগান তুলছে। অন্যদিকে, ইসলাম নারীদের যে সম্মান দিয়েছে তা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলেমেদ্বীন আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমী বলেছেন‘২০১৩ সালে শিক্ষার আধুনিকায়নের নামে নতুন একটি বাতিল বিষয়বস্তু ডারউইনের ‘বিবর্তনবাদ’ শিক্ষা নবম-দশম শ্রেণী থেকে শুরু করে মাস্টার্স শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই শিক্ষার মাধ্যমে কোমলমতি লক্ষ লক্ষ মুসলিম শিক্ষার্থীর মননে নাস্তিক্যবাদের বীজ এবং চিন্তা-চেতনার বুনন চলছে। এই শিক্ষা চলতে থাকলে এমন আশংকা ভুল হবে না যে, কয়েক প্রজন্ম পর পশ্চিমা উন্নত দেশসমূহের মতো মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশ সকলের অগোচরেই নাস্তিক অধ্যুষিত রাষ্ট্রে পরিণত হবে। এই দেশেও বিয়ে বহির্ভূত যৌন জীবন লিভটুগেদার সামাজিক রূপ পাবে এবং সমকামিতাকে বৈধতা দেওয়ার জন্য আন্দোলন হবে’। বাংলাদেশের মুসলমান ও অভিভাবকদের জন্য এটা কতই না ভয়াবহ ও হতাশার বিষয় হবে।
গত (২৮ জুন) শুক্রবার এক বিবৃতিতে আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমী ২০১৩ সালের পরে পাঠ্যবইয়ে ‘বিবর্তনবাদ’ অন্তর্ভুক্তির নিন্দা জানান। অবিলম্বে ইসলামী বিশ্বাস ও জাতি বিনাশী ‘বিবর্তনবাদ’-এর শিক্ষা বাতিল ও নিষিদ্ধের দাবি জানান।

বিবৃতিতে তিনি উল্লেখ করেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি, সাধারণ বিজ্ঞান, নবম ও দশম শ্রেণী, পৃষ্ঠা নং- ১০০ থেকে ১১২ পর্যন্ত, জীব বিজ্ঞান, নবম ও দশম শ্রেণী, পৃষ্ঠা নং- ২৭০ থেকে ২৭৬ পর্যন্ত, জীব বিজ্ঞান ২য় পত্র, (গাজী পাবলিশার্স-ঢাকা), একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, পৃষ্ঠা নং- ২৮৭ থেকে ৩০০ পর্যন্ত, সমাজ বিজ্ঞান, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, পৃষ্ঠা নং- ২৫১ থেকে ২৫৬ পর্যন্ত পাঠ বিবর্তনবাদের আলোকেই লেখা হয়েছে। স্নাতক পর্যায়ে বির্বতনের উপর স্বতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ বই রয়েছে।

বিবৃতিতে আল্লামা কাসেমী আরো বলেন, বিবর্তনবাদের প্রতিপাদ্যবিষয় হলো, সৃষ্টিকর্তার ধারণা থেকে মানুষকে বের করে দেয়া। কারণ, ডারউইনবাদ বা নব্যডারউইনবাদ বা ঊাড়ষঁঃরড়হ-এর বক্তব্য- ‘সবকিছু প্রকৃতি থেকে সৃষ্টি হয়েছে। একটি ভাইরাস, এরপর একটি ব্যাকটেরিয়া, এর থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন বছর ধরে একটি থেকে অপরটি, এমন করে করে সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীজগত সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ ও বানরের পূর্বপুরুষ একই ছিল’।

তিনি বলেন, বিবর্তনবাদ মতে, সৃষ্টিকর্তার ধারণা ভিত্তিহীন। তাই বিবর্তনবাদ সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করে না। পৃথিবীর প্রচলিত কোন ধর্মকেই স্বীকার করে না। বরং ধর্মকে উল্লেখ করেছে ‘মানুষের চিন্তা- চেতনার ফসল’ হিসেবে। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর সমাজ বিজ্ঞান বইয়ে ২৫১ থেকে ২৫৬ পৃষ্ঠায় আমাদের ছেলে-মেয়েদেরকে এরকমই পড়ানো হচ্ছে।

আল্লামা কাসেমী বলেন, পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ ডক্টরাল বিজ্ঞানী বিবর্তনবাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তারা নিশ্চিত করেছেন, পৃথিবীতে কখনো এভাবে বিবর্তনের মতো ঘটনা ঘটেনি। বিবর্তন ঘটে প্রজাতির বয়স, আকৃতি, বৈশিষ্ট্য-এর উপরে। কিন্তু বিবর্তনের দ্বারা নতুন প্রজাতির কখনো উদ্ভব হয় না। পৃথিবীর প্রায় ৯৯%

মেডিকেল ডাক্তারগণ মানুষ ও বানরের পূর্বপুরুষ যে এক, এটা স্বীকার করেন না। কোষ বিজ্ঞান বা আণবিক বিজ্ঞান দ্বারা বিবর্তনকে প্রমাণ করা যায় না। বিবর্তন যদি কোন প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু হতো, তবে উন্নত দেশসমূহ যেমন- আমেরিকা, ইসরাইল, তুরস্ক, রুমানিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া প্রমুখ দেশে বির্বতন শিক্ষাকে নিষিদ্ধ করা হতো না। প্রশ্ন হল- এত বিরোধ থাকার পরেও কেন পৃথিবীতে এই শিক্ষা অব্যাহত রয়েছে। বেশিরভাগ বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এটা শিক্ষার রাজনৈতিকিকরণ। মানুষকে নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শিক চেতনাবোধ থেকে বের করে আত্মকেন্দ্রিক ভোগবাদে মশগুল রাখার জন্য এই বিবর্তনবাদের শিক্ষা পুঁজিবাদের কাছে খুবই জনপ্রিয় অস্ত্র।

তিনি বলেন, উন্নত দেশসমূহের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর দশটি দেশের ৬০% শিক্ষিত মানুষ সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। তারা তাদের দেশে পাঠ্যক্রমে ১৯ দশকের শেষদিকে বিবর্তন চ্যাপ্টার অর্ন্তভুক্ত করেছিল। যার ফলে নাস্তিকতা অকল্পনীয় হারে বেড়েছে। ঐ সমস্ত দেশে সমকামিতা, পর্ণো, মদ, জুয়া সব বৈধ। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ২০০০ বা এর পরে বিবর্তন শিক্ষা শুরু করেছে। যার ফলে বর্তমানে নাস্তিকতা প্রচুর বেড়েছে। গত ১ বছরে ভারতে ২টি জিনিস বৈধ হয়েছে- ১। সমকামিতা ২। পরকীয়া। কেন ঐসব দেশে এগুলো বৈধ, এগুলো যে পাপাচার বা নিকৃষ্ট, তা তো ধর্মীয় বই-পুস্তকে উল্লেখ রয়েছে। মানুষ যদি সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস না করে, তবে সে কেন এগুলো মানতে যাবে। এসব বিষয়ে বৈধতার জন্য ঐসমস্ত দেশের সরকার এখন বাধ্য হচ্ছে জনগণের চাহিদার কারণে।

আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমী বলেন, আমাদের দেশে ২০১৩ সালের পর থেকে গত ৬ বছর ধরে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতকোত্তর স্তরে বিবর্তনবাদ পড়ানো হচ্ছে। যার কারণে দেশের তরুণ শিক্ষিত শ্রেণীর একটা অংশের মধ্যে নাস্তিক্যবাদি চিন্তা-চেতনা প্রচুর বেড়েছে। আরো যদি সামনে ৮/১০ বছর এভাবে চলতে থাকে, তাহলে এদেশেও প্রায় ৩০% মানুষ সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করবে না। এখন যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা এগুলো পড়ছে তারা আগামীতে বাবা মা হবে। বাবা মা যদি সৃষ্টিকর্তার ধারণায় সন্ধিহান থাকেন, তবে সন্তানরা কী করবে? অর্থাৎ পরবর্তী প্রজন্ম সবগুলো মাধ্যম থেকে নাস্তিক্যবাদ ধারণা পাবে। পরিশেষে এরাও একসময়ে ধর্মীয় বিধিনিষেধ মানবে না। ধর্মীয় বিয়ে মানবে না। বিয়ে ছাড়াই একসাথে বসবাস করবে। মদ, জুয়ার বিধিনিষেধ মানবে না। সমকামিতার বৈধতা নিয়ে আন্দোলন হবে। লোকজন আল্লাহ, রাসূল, ইসলাম নিয়ে কটূক্তি করবে। শেষে ধর্মভীরু মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে বড় ধরনের দ্বন্দ্ব বেঁধে যাবে। যা একটি নিশ্চিত গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত হবে। এর জন্য তখনকার সরকার দৃশ্যত: দায়ী থাকবে না। কারণ, নীরবেই বিবর্তনবাদের শিক্ষার কারণে জেনারেল শিক্ষিতদের মধ্যে বিশাল নাস্তিক্যবাদি চিন্তার জনগোষ্ঠী তৈরি হয়ে যাবে।

আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমী বলেন, এভাবে পুরো জাতির এত বড় সর্বনাশ আমরা করতে দিতে পারি না। আমরা এমন জাতি বিনাশী উদ্যোগ চুপচাপ দেখে যেতে পারি না। তিনি এ বিষয়ে দেশের আলেম সমাজ, অভিভাবকমহল, রাজনীতিবিদ ও জনসাধারণকে সচেতন ও সোচ্চার হওয়ার তাগিদ দেন ।

সূত্র: উম্মাহ নিউজ

পাকিস্তানের শক্তিশালী জিহাদি জামাআত হিজবুল আহরার গত ২৮শে জুন পাকিস্তানের বাজুর এজেন্সি ও বানু জেলায় পৃথক দুটি অভিযান পরিচালনা করেছেন।

হিজবুল আহরার এর পক্ষ হতে জানানো হয় যে, বাজুর এজেন্সীতে পরিচালিত মুজাহিদদের হামলায় হতাহত হয় কমপক্ষে ৭ নাপাক সেনা।

অন্যদিকে, বানু জেলায় "ওয়লী সর্দার" নামক আরেক মুরতাদ পাকিস্তানীকে টার্গেট করে হামলা চালান মুজাহিদগণ।যার ফলে সে ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

আল-কায়দা সোমালিয়ান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ সোমালিয়ার বুলুবার্দি ও দাইনসোর শহরে দুটি পৃথক হামলা চালিয়েছেন।

আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদদের উক্ত হামলা দুটিতে ৪ সোমালিয় মুরতাদ সেনা নিহত ও আরো এক সেনা আহত হয়।

গত ২৮শে জুন সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় হামা সিটির "আল-জাবিন" এলাকায় কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ ও কাফের শিয়া সন্ত্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালনা করেন মুজাহিদদের সম্মিলিত "ফাতহুল মুবিন" অপারেশন রুমের মুজাহিদগণ।

আলহামদুলিল্লাহ, আল-জাবিন এলাকায় মুজাহিদদের উক্ত সফল অভিযানে কমপক্ষে ২০ কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ ও কাফের শিয়া সন্ত্রাসী নিহত এবং আরো ৩০ এরও অধিক সেনা আহত হয়।

সিরিয়া যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হলো লাতাকিয়া সিটি । রাশিয়ান ও আসাদ বাহিনী গত দুমাস যাবত লাতাকিয়া সিটির কাবিনা ফ্রন্টে এত অধিক বোমা বর্ষণ করেছে যে, উক্ত অঞ্চলের ভৌগলিক অবস্থাই বদলে গেছে। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে এতো ভয়াবহ ও শক্তিশালী হামলার পরেও আসাদ বাহিনী এক মিটার ভূমিও অগ্রসর হতে সক্ষম হয়নি আলহামদুলিল্লাহ।

আরও বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে এতো ভয়াবহ বোমাবর্ষণের মাঝে কোনো প্রাণীরই জীবিত থাকার কথা নয়। অথচ এর মাঝেই মুজাহিদিন আসাদ বাহিনীর শত শত নুসাইরী কুকুরকে হত্যা ও আহত করে এখনও সম্পূর্ণভাবে টিকে আছেন আলহামদুলিল্লাহ। কাবিনাহ ফ্রন্টে যেন সরাসরি আল্লাহ তায়ালার সাহায্য বর্ষিত হচ্ছে।

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় গতকাল ২৮শে জুন আফগানিস্তানের ১৯টি প্রদেশে প্রায় ৫০টি অভিযান পরিচালনা করেছেন ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায তালেবান মুজাহিদগণ।

আফগানিস্তানের ১৯টি প্রদেশে মুজাহিদদের চালানো ঐসকল হামলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর ১২৬ সদস্য নিহত এবং আরো ৬৮ মুরতাদ সদস্য আহত হয়।
এছাড়াও ৮ সেনা বন্দী এবং আরো ৬ সেনা মুজাহিদদের নিকট আত্মসমর্পণ করে।

মহান আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে মুজাহিদগণ তাদের ঐসকল সফল অভিযানের মাধ্যমে ১০টি পোস্ট বিজয় করেন। ধ্বংস করেন মুরতাদ বাহিনীর ১৮টি ট্যাংক, হ্যাম্বি ও রেঞ্জার-গাড়ি। ৩৩টিরও অধিক অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্রসহ অনেক হালকা ও মাঝারি অস্ত্র গনিমত লাভ করেন মুজাহিদগণ। আলহামদুলিল্লাহ।

বিপরীতে মুরতাদ বাহিনীর হামলায় ইনশাআল্লাহ শাহাদাতবরণ করেন ৩জন মুজাহিদ এবং আহত হন আরো ৭জন মুজাহিদ।

২৮শে জুন, ২০১৯

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় আফগানিস্তানের গজনী প্রদেশের দাহিক জেলায় একটি সফল ও বরকতময়ী অভিযান পরিচালনা করেছেন ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায মুজাহিদগণ। এতে, কুফফার বাহিনীর ৬১ সেনা নিহত হয়েছে বলে জানা যায়।

গত ২৭ জুন রাতে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদগণ এক অসাধারণ সফল অভিযানের মাধ্যমে আফগান মুরতাদ বাহিনী হতে গজনী প্রদেশের দাহিক জেলা পুনরায় পরিপূর্ণভাবে বিজয় করেছেন।

এসময় মুজাহিদদের তীব্র হামলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর কমান্ডারসহ ৩৫ সেনা নিহত হয়, আহত হয় আরো অনেক সেনা। এছাড়াও মুরতাদ বাহিনীর ৩টি হাম্বি ও ২টি ট্যাংক করা হয়।

আলহামদুলিল্লাহ, এই অভিযানে কোন মুজাহিদ হতাহত ছাড়াই জেলাটি বিজয় ও অনেক গনিমত লাভ করেন তালেবান মুজাহিদগণ।

অন্যদিকে প্রদেশটির কারাহবাগ জেলায় মুজাহিদদের অপর একটি হামলায় নিহত হয় ২৬ আফগান মুরতাদ সেনা। এখানেও মুজাহিদদের হামলায় ধ্বংস হয়ে যায় মুরতাদ বাহিনীর আরো ৩টি ট্যাংক।

কাশ্মীরে আল কায়েদা সমর্থিত আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের ৪ জন মুজাহিদ গত ২৩ জুন পুলওয়ামা জেলার শোপিয়ান এলাকায় ভারতীয় মুশরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে অংশ নেন। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর এই ৪ জন মুজাহিদ শাহাদাত লাভ করেন।
এই চারজন মুজাহিদ হচ্ছেন- শওকত আহমদ মীর (আরশাদুল হক্ক), হাফিজে কুরআন আজাদ আহমদ গান্ডি (সামিউল্লাহ হক্ক), সুহাইল ইউসুফ ভাট (হুজাইফা হক্ক), রাফি হাসান (আমানুল হক্ক), রহিমাহুমুল্লাহ।

অতঃপর, গত ২৬শে জুন আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের মুখপাত্র আবু উবাইদাহ রহিমাহুল্লাহ(আসল নাম- শাবির আহমদ মালেক) কাশ্মীরের ট্রাল এলাকায় ভারতীয় মাল'উন বাহিনীর সাথে এক লড়াইয়ে শাহাদাতবরণ করেছেন।
ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন।

আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের অফিসিয়াল প্রচারমাধ্যম 'আল-হুর মিডিয়া'র পক্ষ থেকে এই ৫ জন মুজাহিদের শাহাদাতে একটি শোকবার্তা প্রকাশ করা হয়েছে।
শোকবার্তায় অনুযায়ী, আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের শহীদ আমির জাকির মুসা রহিমাহুল্লাহ কাশ্মীরে 'হয় শরিয়ত নয় শাহাদাত' এর যে পথ দেখিয়ে গেছেন, আনসারের প্রত্যেক মুজাহিদ সেই লক্ষ্যে নিজেদের রক্ত কুরবানী করে যাবেন ইনশাআল্লাহ্।

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় গত ২৭শে জুন আফগানিস্তানের ২৪টি প্রদেশে প্রায় ৫৭টি অভিযান পরিচালনা করেছেন ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায তালেবান মুজাহিদগণ।

আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদদের পরিচালিত এসকল সফল হামলায় ৬ কমান্ডারসহ ১৪৪ আফগান মুরতাদ সেনা ও পুলিশ সদস্য নিহত হয়। আহত হয় ২ কমান্ডারসহ ৭২ আফগান মুরতাদ সেনা ও পুলিশ সদস্য। এছাড়াও ৯ সেনা বন্দী ও আরো ৭ সেনা আত্মসমর্পণ করে মুজাহিদদের নিকট।

বিপরীতে মুরতাদ আফগান বাহিনীর হামলায় ১১জন মুজাহিদ ইনশাআল্লাহ্ শাহাদাতবরণ করেন এবং আরো ৯জন মুজাহিদ আহত হন।

এসময় মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ আফগান বাহিনীর ১৮টি ট্যাংক, হাম্বি ও ২টি রেঞ্জার গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়।

মুজাহিদগণ ৮টি পোস্ট বিজয়সহ ১টি হাম্বি ও অনেক যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাবের মুজাহিদগণ ২৭ জুন সোমালিয়ার মারাকা ও বুলুমারির শহরে দুটি সফল পৃথক হামলা চালিয়েছেন।

আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলাদ্বয়ের ফলে কমপক্ষে ৯ সোমালিয়ান মুরতাদ সেনা নিহত ও আহত হয়। এছাড়াও মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী হতে বেশ কিছু অস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

গত ২৫শে জুন পশ্চিম আফ্রিকার দেশ তাশাদ (চাদ) এর নাগুবুওয়া এলাকায় একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন আল-কায়াদা পশ্চিম আফ্রিকান শাখা জামাআত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন এর একদল জানবায মুজাহিদ।

আফ্রিকা ভিত্তিক একটি সংবাদ মাধ্যম হতে জানা যায় যে, আল-কায়দা মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় তাশাদের কমপক্ষে ১১ কুফফার সেনা নিহত হয়। নিহত সেনাদের মাঝে ৩ কমান্ডারও রয়েছে।

২৭শে জুন, ২০১৯

আল-ফাতাহ্ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় গত ২৬শে জুন আফগানিস্তানের রোজগান প্রদেশে ক্রুসেডার মার্কিন ও আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় ২ মার্কিন ক্রুসেডারসহ অনেক আফগান মুরতাদ সেনা নিহত হয়। নিহত মার্কিন ক্রুসেডাররা হল-
ঝমঃ. গরপযবধষ ই. জরষু
ঝমঃ. ঔধসবং এ. ঔড়যহংঃড়হ.

এর আগে গত ২৪শে জুন মুজাহিদদের অন্য আরেকটি সফল হামলায় নিহত হয় "কাইফিন ইয়ালী মিন নিউজিরসী" নামক আরেক মার্কিন ক্রুসেডার।

সিরিয়ায় আল-কায়দা মানহাযের জিহাদী গ্রুপ কাতায়িবুল ফাতাহ্ ব্রিগেডের মুজাহিদগণ আজ ২৭শে জুন সকাল বেলায় সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় হামা সিটির আল-হাওয়িয গ্রামে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছেন।

দীর্ঘদিন যাবত রাশিয়া ও নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর অবরোধের কারণে গ্রামটিতে ঢুকতে পারেননি মুজাহিদগণ, অবশেষে আজ সকালে মুজাহিদগণ গ্রামটিতে প্রবেশ করতে সক্ষম হন। বর্তমানে গ্রামটিতে মুরতাদ শিয়া নুসাইরী বাহিনীর সাথে তীব্র লড়াই চলছে মুজাহিদদের।

আল-কায়দা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের পরিচালিত "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনিন" অপারেশন রুমের মুজাহিদগণ মহান আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও সাহায্যে বর্তমানে সিরিয়ার সাহলুল-ঘাব অঞ্চলের "আল-মাশারিয়" এলাকায় কুখ্যাত মুরতাদ শিয়া সন্ত্রাসী জোট বাহিনীর বিরুদ্ধে হালকা ও ভারী যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা তীব্র লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

গত ২৬শে জুন পাকিস্তানের পাখতুন অঞ্চলের "নৌশাহরাহ্" জেলায় পাকিস্তানী মুরতাদ পুলিশ বাহিনীর উপর হামলা চালান হিজবুল আহরার এর মুজাহিদগণ।

আলহামদুলিল্লাহ্, হিজবুল আহরার এর জানবায মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় কমপক্ষে ৬ পুলিশ সদস্য হতাহত হয়, যাদের মাঝে আসফান্দিয়ার ও আসাদ নামক দুই পুলিশ সদস্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

আল-কায়দা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাসুদ-দ্বীন এর নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের জানবায মুজাহিদগণ গত ২৬শে জুন সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় হামা সিটির "আতশান" এলাকায় এক অসাধারণ অভিযান পরিচালনা করেছেন। মহান আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে মুজাহিদগণ তাদের উক্ত অভিযানে সফল হন।

ঐ অভিযানের মাধ্যমে ২৭ এরও অধিক নুসাইরী শিয়া সন্ত্রাসী জোট বাহিনীর সদস্যকে হত্যা ও আরো ৭ এরও অধিক সন্ত্রাসীকে গুরুতর আহত করেন। এছাড়াও মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী হতে অনেক যুদ্ধাস্ত্রও গনিমত লাভ করেন।

বিপরীতে কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর হামলায় ইনশাআল্লাহ শাহাদাতবরণ করেন ৪ জন জানবায মুজাহিদ এবং আহত হন আরো ২ জন মুজাহিদ।

হামলাটির ফটো রিপোর্ট দেখুন- **ফটো রিপোর্ট।। ২৪শে শাওয়াল ১৪৪০ হিজরী।। সিরিয়ার উত্তর হামা অঞ্চলে নুসাইরীদের উপর হুররাস আদ-দ্বীনের মুজাহিদিনের হামলার পূর্বে সমবেত হওয়া, প্রস্তুতি পর্ব, নুসাইরী ঘাঁটিতে প্রবেশ এবং আক্রমণ!**

সিলেট-ঢাকা মহাসড়কে চারলেনের কাজ দ্রুত বাস্তবায়ন, রেল লাইন সংস্কার ও সিলেট-ঢাকা বিরতিহীন ট্রেন চালুসহ ৫ দফা দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (২৬ জুন) রাজধানীর শাহবাগে জালালাবাদ ছাত্র কল্যাণ সমিতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এসময় রেললাইন দ্রত সংস্কারের দাবির পাশাপাশি তারা প্রশ্ন রাখেন, রেল লাইনে বাঁশ কেন?

মানববন্ধনে ৫ দফা দাবি পেশ করেন সভাপতি মো. শাহরিয়ার। দাবিগুলো হলো- ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক চারলেনের কাজ দ্রুত বাস্তবায়ন, ঢাকা-সিলেট রোডে দুটি বিরতিহীন ট্রেন চালু, ব্রিটিশ আমলের জরাজীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ রেললাইন সংস্কার, কুলাউড়ার রেল দুর্ঘটনায় নিহতের ক্ষতিপূরণ ও আহতদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা, আজমপুর স্টেশন থেকে সিলেট পর্যন্ত ডাবল লাইন স্থাপন, মিটারগেজ ট্রেন পরিবর্তন করে ব্রডগেজ ট্রেন স্থাপন।

কাশ্মীর মুজাহিদিনের পবিত্র রক্তে রঙ্গিন হচ্ছে। শহীদের কাফেলায় শামিল হচ্ছেন আল্লাহর প্রিয় বান্দারা। কিছুদিন আগে দখলদার হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় সেনাদের সাথে এক লড়াইয়ে শাহাদাতবরণ করেছিলেন কাশ্মীরের আল-কায়েদা সমর্থিত জিহাদী তানযিম আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের আমীর কমান্ডার জাকির রশিদ ভাট মূসা রহিমাহুল্লাহ। এবার তাঁরই অনুগামী হয়ে শাহাদাতবরণ করলেন আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের মুখপাত্র শাবির আহমদ মালিক ওরফে আবু উবাইদাহ রহিমাহুল্লাহ।

কাশ্মীরভিত্তিক বার্তাসংস্থাগুলোর বরাতে জানা যায়, গতকাল ২৬শে জুন বুধবার ভারতীয় দখলদার সন্ত্রাসী হিন্দুত্ববাদী সেনাদের সাথে এক লড়াইয়ে শাহাদাতবরণ করেছেন আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের মুখপাত্র আবু উবাইদাহ রহিমাহুল্লাহ। কাশ্মীরের পুলওয়ামার ট্রাল অঞ্চলে তিনি শাহাদাতবরণ করেছেন।

তিনি আগে ‘লশকরে তৈয়্যবা’ নামক মুক্তিকামী দলে ছিলেন। পরবর্তীতে শহীদ আমীর জাকির মূসা রহিমাহুল্লাহ এর নেতৃত্বে আল-কায়েদা সমর্থিত আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের কাতারে শামিল হোন। সর্বশেষ, গতকাল ২৬শে জুন তিনি তাঁর পূর্ববর্তীদের ন্যায় শহিদানের কাতারে কাতারবদ্ধ হন।

তাঁর গ্রামের বাড়িতেই জানাযার সালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার সালাতে অংশ নিতে সেখানে উপস্থিত হন হাজার হাজার কাশ্মীরী মুসলিম।

আল্লাহ তাঁকে জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদা দান করুন।

পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানে গত বুধবার ২৬শে জুন একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের জানবায মুজাহিদগণ।

বিস্তারিত সংবাদ হতে জানা যায় যে, তালেবান মুজাহিদগণ পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর ২টি গাড়ি লক্ষ্য করে সফল বোমা হামলা চালান। যার ফলে ৭ নাপাক সেনা নিহত ও ১০ সেনা গুরুতর আহত হয়।

এর আগে উক্ত অঞ্চলে মুজাহিদদের মাইন হামলায় নিহত হয় আরো ৩ সেনা।

এদিকে গত ২৬ জুন পাকিস্তানের বাজুর এজেন্সীতে মুজাহিদদের স্নাইপার হামলায় নিহত হয় আরো ২ পাকিস্তানী সেনা এবং আহত হয় একাধিক সেনা।

আল-কায়দার অন্যতম আরব উপদ্বীপ শাখা আনসারুশ শরিয়াহ্ এর একজন জানবায মুজাহিদ গত ২৫শে জুন মঙ্গলবার ইয়েমেনের বায়দা প্রদেশের "মাসুরাহ" এলাকায় আরব আমিরাতের মুরতাদ "নুখবাহ" ব্রিগেডের উপর একটি সফল ইস্তেশহাদী হামলা চালিয়েছেন।

যার ফলে আরব আমিরাতের মুরতাদ বাহিনীর অনেক সন্ত্রাসী সেনা হতাহত হয়।

তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের ঞঐএ গ্রুপের সাথে যুক্ত একজন জানবায মুজাহিদ ২৬ জুন পাকিস্তানের লুরালাই পুলিশ স্টেশনে সফল ইস্তেশহাদী হামলা পরিচালনা করেছেন।

তালেবান মুজাহিদদের শাহাদাত প্রত্যাশী উক্ত মুজাহিদ নাপাক পুলিশ বাহিনীর স্টেশনে এমন সময় ইস্তেশহাদী হামলাটি চালিয়েছেন, যখন সকাল বেলায় প্রায় ১৫০ পুলিশ সদস্য হাজিরা দেওয়ার জন্য একত্রিত হয়েছিল।

উক্ত ইস্তেশহাদী মুজাহিদ প্রথমে নিজের ফিদায়ী জ্যাকেট নিয়ে মুরতাদ বাহিনীর ভিতরে ঢুকে তা বিস্ফোরিত করেন। যার ফলে ১০ এরও অধিক মুরতাদ সদস্য হতাহত হয়।

এরপর বাহিরে অপেক্ষারত আরো দুজন মুজাহিদ ভিতরে প্রবেশ করে নাপাক মুরতাদ বাহিনীর সদস্যদেরকে টার্গেট করে হত্যা করতে শুরু করেন। যা প্রায় ৩ঘন্টা পর্যন্ত চলতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত এই দুই জানবায মুজাহিদও শাহাদতবরণ করেন।

মহান আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও সাহায্যে মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় ৪০ এরও অধিক নাপাক পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো অনেক।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদগণ গত ২৫শে জুন আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় আফগানিস্তানের ২১টি প্রদেশে ৪৭টি অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদদের এসকল সফল অভিযানে আফগান মুরতাদ বাহিনীর ৯ কমান্ডারসহ ৯৪ মুরতাদ সেনা নিহত হয় এবং আরো ৪৪ আফগান মুরতাদ সামরিক বাহিনীর সদস্য আহত হয়। এছাড়াও মুজাহিদদের হাতে বন্দি হয় আরো ৮ মুরতাদ সেনা। অন্যদিকে মুজাহিদদের হাতে আত্মসমর্পণ করেছে আরো ৪৪ আফগান সেনা।

মুজাহিদগণ তাদের এসকল অভিযানগুলোর মাধ্যমে মুরতাদ বাহিনী হতে ১১টি পোস্ট বিজয়, ১৩টি সামরিকযান ও ট্যাংক, ৪৪টি বিভিন্ন ধরণের যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

২৬শে জুন, ২০১৯

শুক্রবার রাস্তায় মুসলিমদের জুমার নামাজ পড়ার বিরোধিতায় এবার পথে নামলো ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ার বিজেপি যুব মোর্চার নেতাকর্মীরা। রাস্তায় মুসলিমদের শুক্রবারের নামাজের প্রতিবাদে তারা রাস্তা আটকিয়ে হনুমান চালিশা (মন্ত্র) পাঠ করেছে।

ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, হাওড়ার বালিখালে বজরংবলি মন্দিরের সামনে গতকাল শখানেক বিজেপি কর্মী রাস্তায় বসে হনুমান চালিশা পাঠ করে।

বিজেপি যুব মোর্চার হাওড়া জেলা সভাপতি ওমপ্রকাশ সিং বলেছে,‘যতদিন না রাস্তায় নামাজ পড়া বন্ধ হবে, ততদিন আমরাও রাস্তা আটকে হনুমান চালিশা পড়ব।’

জেলা বিজেপির বক্তব্য, ধর্মীয় রীতিনীতি পালনের থাকলে তা বাড়িতে করাই ভালো। রাস্তা আটকে মানুষকে বিপদে ফেলা উচিত নয়।

ওমপ্রকাশ সিং আরো বলেছে,‘ধর্মীয় আচার আচরণ পালনের জায়গা হল মন্দির, মসজিদ, গুরুদ্বার বা চার্চ।

তারই প্রতিবাদে প্রতীকী আন্দোলন হিসেবে জিটি রোড বন্ধ করে বিজেপি যুব মোর্চার পক্ষ থেকে পাঁচ বার হনুমান চালিশা পাঠ করা হয়।

বিজেপি যুব মোর্চার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ভবিষ্যতে রাস্তা জুড়ে নামাজ পড়া বন্ধ না হলে, প্রত্যেক মঙ্গলবার জেলার সমস্ত হনুমান মন্দিরের সামনে রাস্তা বন্ধ করে হনুমান চালিশা পাঠ করা হবে।

খবরে বলা হয়েছে গতকালের বিজেপির প্রতীকী আন্দোলনে পাঁচ মিনিটের জন্য জিটি রোড বন্ধ হয়ে যায়। পাঁচ বার হনুমান চালিশা পাঠ করা হয়। তাতে ব্যাপক যানজট হয়ে যায়।

গেরুয়া শিবিরের হুঁশিয়ারি, রাস্তায় বসে হনুমান চালিশা পাঠের জন্য যদি গ্রেপ্তার করা হয়, তাতেও এই কর্মসূচি থেকে সরবে না দল।

তৃণমূল কংগ্রেস হাওড়া জেলার (সদর) সভাপতি তথা সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায় বলেছে্‌ওআমরা এই নামাজ জন্মের আগে থেকে দেখে আসছি। এর সঙ্গে অযথাই তৃণমূলকে জড়ানোর চেষ্টা করছে বিজেপি। এটা একটা ধর্মীয় রীতি। বিজেপি এ সব করে রাজ্যে বিশৃঙ্খলার পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে।

উল্লেখ্য, ভারতে সাম্প্রতিক সময়ে ইসলাম ও মুসলিমদের উপর একের পর এক আঘাত হেনে চলেছে উগ্র হিন্দু সম্প্রদায়। এর আগে তারা মুসলিমদের মসজিদসমূহেও হামলা করেছে, মুসলিমদেরকে নামাজ আদায় থেকে বিরত রাখার জন্য বহু চেষ্টা তারা করেছে। এই হিন্দুত্ববাদীরাই মসজিদ তৈরিতে বাধা দিচ্ছে, আর এর কারণেই মসজিদে জায়গা না হওয়ায় রাস্তায় নামাজ আদায় করতে বাধ্য হচ্ছেন ভারতীয় মুসলিমরা।

এক লক্ষেরও বেশি মানুষকে অসমের (অংংধস) খসড়া নাগরিক তালিকা (ঘজঈ) থেকে বাদ দেওয়া হল। বুধবার এই তালিকা (ঘধঃরড়হধষ জবমরংঃবৎ ড়ভ ঈরঃরুবহং) প্রকাশিত হয়েছে। মোট ১.০২ লক্ষ মানুষের নাম প্রকাশিত হল নাগরিক পঞ্জির সংযোজিত বহিষ্কার খসড়া তালিকায়। গত বছরের জুলাইতে প্রকাশিত তালিকায় তাঁদের নাম ছিল। কিন্তু এবার অন্তর্ভুক্তির জন্য অনুপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হলেন তাঁরা। অসমের নাগরিক তালিকা ১৯৫১ সালের পরে আর সংশোধিত হয়নি। বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করতেই এই তালিকা সংশোধন করা হচ্ছে। যাঁদের নাম তালিকায় রয়েছে, তাঁদের আলাদা আলাদা করে জানানো হবে বাড়ির ঠিকানায় চিঠি দিয়ে।

৩০ জুলাই প্রকাশিত তালিকায় দেখা গিয়েছিল ৪০ লক্ষের উপরে মানুষের নাম ওই তালিকায় নেই। এ নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া ও বিতর্ক দেখা দেয়। তালিকায় তাঁদের নাম পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। খসড়া তালিকায় ২.৯ কোটি মানুষের নাম রয়েছে। আবেদন জমা পড়েছিল ৩.২৯ লক্ষ মানুষের।
সূত্র: এনডি টিভি

সরকারি দলের নেতাদের বক্তৃতায় শুধু দেশের উন্নয়নের মিথ্যা বুলি আওড়াতে শুনা যায়। এ বিষয়ে বিশিষ্ট আইনজীবী ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ ড. শাহদীন মালিক বলেছেন, জনগণকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে কোনো দেশই উন্নতি করতে পারে না। উন্নতি করলেও সেই উন্নয়ন টেকসই হয় না। তিনি বলেন, সরকার মুখে উন্নয়ণের কথা বললেও দেশে এখন যে উন্নতি হচ্ছে তা হলো বিয়ে বাড়িতে একদিনের আলো জ্বালানোর মতো। বিয়ে শেষ তো সব শেষ।

তিনি বলেন, গত এক বছরের কিছু বেশি সময়ের মধ্যে দেশে ৩৭৮ জনকে ক্রসফায়ারের নামে আইনশৃংখলা বাহিনীর লোকজন বিনা বিচারে খুন করেছে। দেশের মানুষকে অধিকারহীন করে রাখা হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

আজ বুধবার সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) মিলনায়তনে মৌলিক অধিকার সুরক্ষা কমিটি আয়োজিত 'নির্যাতন রোধের দায় দায়িত্ব' শীর্ষক আলোচনায় তিনি একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল, ব্যারিস্টার সারা হোসেন, মানবাধিকার কর্মী নূর খান লিটন, শিরিন হক, অ্যাডভোকেট হাসনাত কাইয়ুম, র‍্যাবের গুলিতে পা হারানো ঝালকাঠির ছাত্র লিমন হোসেন, ঢাবির কোটা বিরোধী আন্দোলনের নেতা আতাউল্লাহ প্রমুখ। বিভিন্ন সময়ে গুম হওয়া ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

শাহদীন মালিক আরো বলেন, সরকার যদি জনগণকে কথা বলার মতো অধিকার থেকেই বঞ্চিত করে তাহলে ২০৪১ কেন ২০৬১ সালেও কোনো কিছুই হবে না। তাই প্রথমে জনগণকে তার নিরাপত্তাসহ সব ধরনের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। তারপরেই কেবল উন্নয়নের স্বপ্ন দেখতে হবে।

তিনি বলেন, উন্নয়নের মহাসড়কের লম্বা লম্বা কথা মুখে হয়তো সহজে বলা যায়, কিন্তু বাস্তবায়ন করা কঠিন।

সরকার নিজেই প্রতিনিয়ত সংবিধান লংঘন করছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, রিমান্ডের নামে আদালত থেকেই আদেশ দেয়া হচ্ছে, আবার রিমান্ডে নিয়ে অন্যায় আচরণ করা হচ্ছে। নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না দিতে চাইলে অন্যায় ভাবে টর্চার করে জবানবন্দি নেয়া হচ্ছে।
সূত্র: নয়া দিগন্ত

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার লালন বাজার থেকে নন্দলালপুরের চর এলঙ্গী পর্যন্ত কোটি টাকা ব্যয়ে ১ হাজার ৬০০ মিটার দীর্ঘ এই সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে।
গত শনিবার সড়ক নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। রোববার থেকেই পাথর-বিটুমিন উঠে যাচ্ছে। হাত দিয়েই তোলা যাচ্ছে। কাজের মান নিয়ে এলাকাবাসী প্রতিবাদ করলেও কেউ কর্ণপাত করছেন না।

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদগণ পারওয়ান প্রদেশে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

বিস্তারিত সংবাদ হতে জানা যায় যে, তালেবান মুজাহিদদের একটি ইউনিট আফগানিস্তানের পারওয়ান প্রদেশের কুলাইজ পার্বত্যঅঞ্চলে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। উক্ত অঞ্চলটি নিয়ন্ত্রণ করত শিয়াদের আ্ঞ্চলিক কয়েকটি গ্রুপ। এলাকাটিতে বসবাস করে প্রায় ৬০০টি পরিবার, যাদের মাঝে ২৫০টি

পরিবারই হচ্ছে শিয়া। আর এ কারণে এলাকাটিকে খুব দাপটের সাথেই নিয়ন্ত্রণ করে আসছিল শিয়াদের আঞ্চলিক সন্ত্রাসী গ্রুপগুলো।

আলহামদুলিল্লাহ, মহান আল্লাহ তায়ালার সাহায্যে আঞ্চলিক শিয়া সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোর সাথে তীব্র লড়াইয়ের পর এলাকাটির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন তালেবান মুজাহিদগণ।

আল-কায়দা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাসুদ-দ্বীন এর পরিচালিত অপারেশন রুম "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন" এর জানবায মুজাহিদগণ গত ২৫ শে জুন হামা সিটির "আতশান" এলাকায় কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া/ মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

মহান আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ও অনুগ্রহে মুজাহিদদের উক্ত সফল ও বরকতময়ী অভিযানে কমপক্ষে ১৫ নুসাইরী মুরতাদ সেনা নিহত হয়েছে।

সর্বশেষ সংবাদ হচ্ছে উক্ত এলাকায় এখনো মুরতাদ বাহিনীর সাথে তীব্র লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন আল-কায়দার জানবায মুজাহিদগণ।

গত ২৪ জুন সোমবার, আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ ইসলামী বিধান অনুযায়ী কয়েকজন জিনাকারীর উপর শরয়ী বিধান কার্যকর করেছেন।

বিস্তারিত সংবাদ হতে জানা যায় যে, মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত সোমালিয়ার জুবা প্রদেশের একটি আদালত ব্যভিচার করার অপরাধে গত সোমবার ইসলামি বিধান অনুযায়ী অবিবাহিত এক যুবক ও এক যুবতীর উপর জনসম্মুখে বেত্রাঘাত করেন।

এছাড়াও সোমালিয়ার জামামি শহরে হামেলা (গর্ভবতী) হওয়ার কারণে অন্য এক জিনাকারিনী মহিলার উপর হদের বিধান স্থগিত করেছে ইসলামী আদালত।

২৫শে জুন, ২০১৯

আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাবের মুজাহিদগণ সোমালিয়ার বাসুসা শহরে গতকাল ২৫শে জুন মঙ্গলবার কুফ্ফার বুন্তাল্যান্ড সন্ত্রাসী সেনাদের বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পক্ষ হতে জানানো হয় যে, মঙ্গলবার বাসুসা শহরের "আফ-আরার" এলাকায় কুফ্ফার বুন্তাল্যান্ড সেনাদের সমবেত হওয়ার স্থানে মুজাহিদগণ উক্ত সফল অভিযানটি পরিচালনা করেন। এসময় কুফ্ফার বাহিনীকে লক্ষ্য করে বেশ কিছু বোমা হামলা চালান মুজাহিদগণ। যার ফলে বুন্তাল্যান্ড কুফ্ফার বাহিনীর কমপক্ষে ১৯ সেনা হতাহত হয়।

শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান ধর্মগুরু এক টেলিভিশন সাক্ষাতকারে মুসলিমদের পাথর মেরে হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

ডেইলি পাকিস্তানের বরাতে জানা যায়, শ্রীলঙ্কাতে ইস্টার সানডের হামলার পর থেকেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা বৃদ্ধি পেয়েছে, সেখানে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা ঘৃণাভিত্তিক বিবৃতি প্রকাশ করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়িয়ে চলছে।

শ্রীলঙ্কার বৃহত্তম বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের প্রধান ধর্ম গুরু সম্প্রতি তার অনুসারীদের মুসলমানদের পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছে।

শ্রীলঙ্কার জাতীয় টিভিতে দেয়া এক সাক্ষাতকারে বৌদ্ধ ধর্ম গুরু সিরি ঘানা দারানানা থিও অভিযোগ করে বলেছে, কর্ণগালা জেলার একজন মুসলিম ডাক্তার চার হাজার বৌদ্ধ নারীকে নিজের বস করে ব্যবহার করেছে।

তারা খুব খারাপ, তাদের কে যেখানে পাও পাথর মারো। আরো বলেছে, শ্রীলঙ্কার কোনো সরকারী প্রতিষ্ঠানের মুসলিমদের চাকরি দেয়া উচিত না।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সিরি ঘানা শ্রীলংকার প্রাচীনতম বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান। তার ভাষণের সময় সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ উত্থাপন করে। একটি মুসলিম রেস্তোরাঁ সম্পর্কে বলেছে, যারা এ হোটেল থেকে খায়, তাদের বাচ্চারা কোনো দিন মানুষ হবে না।

তার বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিপক্ষে নানান কটূক্তী করেছে। এদিকে দেশটির কয়েকটি মানবাধীকার সংস্থা বৌদ্ধ চরমপন্থী দ্বারা মুসলমানদের সম্পত্তি জোড়দখল ও ক্ষতিগ্রস্ত করা বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে।

উল্লেখ্য, শ্রীলঙ্কার জনসংখ্যার ২ মিলিয়নেরও বেশি। যার মধ্যে ৭০ শতাংশ বৌদ্ধ। আর মাত্র ১০ শতাংশ মুসলমান। বৌদ্ধরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে সহিংসতা করছে। তাদের নৃশংস হামরায় এ পর্যন্ত অনেক মুসলিম নিহত হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে শ্রীলঙ্কায় আত্মঘাতী হামলার পরেও পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে শুরু করেছে, কিন্তু শ্রীলংকান সরকার কারফিউ প্রয়োগ করে পরিস্থিতিটি জোরদার করেও কোনো ভালো ফলাফল পাচ্ছে না বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞরা।
সূত্র: বাসিরাত অনলাইন

দেশের সরকারী দলের নেতাদের বক্তৃতা শুনলে মনে হয় শুনলে মনে হয়, দেশ উন্নয়নের জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু বাস্তবতা তাঁর ভিন্ন। তাই একমাত্র এদেশেই সম্ভব লোহার বদলে বাঁশ দেওয়া।
ঢাকা-সিলেট রেলপথের হবিগঞ্জ জেলার শায়েস্তাগঞ্জ রেলস্টেশন থেকে প্রায় এক কিলোমিটার পশ্চিমে একটি ঝুঁকিপূর্ণ রেলসেতু রয়েছে। রেললাইনের স্লিপার যাতে খুলে না যায় সেজন্য বাঁশ দিয়ে পেরেক মেরে আটকানো হয়েছে।

এই সেতুর ওপরে স্লিপারগুলোকে আটকে রাখতে একাধিক বাঁশ দিয়ে পেরেক মারা হয়েছে। কিন্তু এই বাঁশ কাঠামোগতভাবে কতটা শক্ত? প্রশ্ন উঠেছে।

একই এলাকা থেকে আসা একটি ভিডিও-তে দেখা যায়, অল্প বয়সী দুটি ছেলে রেললাইনের বেহাল দশা দেখাচ্ছে। এরইমধ্যে ট্রেন চলে আসলে তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তাদের 'আল্লাহ আল্লাহ' বলতে শোনা যায়। ভিডিও-তে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, ট্রেন যাওয়ার সময় লাইনের দুই পাতের সংযোগস্থলটি ভয়ংকরভাবে ওঠা-নামা করছিল। ট্রেন চলে যাওয়ার পর দেখা গেলো সংযোগ স্থাপনকারী নাটগুলো ঢিলে হয়ে গেছে। একটি নাট রীতিমতো অনুপস্থিত ছিল আগে থেকেই।

সোশ্যাল মিডিয়ায় এ নিয়ে তুমুল ঝড় বইছে।ছবিতে উল্লেখিত সেতুটির অবস্থান শায়েস্তাগঞ্জ, বড়চর ও কদমতলীর দুই সিএনজি ফিলিং স্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানে।

জানা গেছে, সেতুটিতে সর্বমোট ৪০টি স্লিপার রয়েছে। তার মধ্যে ১৫টি স্লিপার পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। যেকোনো সময় নষ্ট স্লিপারগুলো ভেঙে আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ৪০টি স্লিপারের উভয় পাশে রেল ট্র্যাকের সাথে ৪০টি করে মোট ৮০টি নাট সংযুক্ত থাকার কথা। কিন্তু সেখানে নাট রয়েছে মাত্র ৩৫টি। অর্থাৎ ৪৫টি স্লিপারে কোনো ধরনের নাট নেই। যার কারণে ট্রেন যখন আসা যাওয়া করে তখন প্রায় সময়ই ওই স্লিপারগুলো একে অপরের সাথে জমে বিশাল ফাঁকা স্থানের সৃষ্টি করে। রেল শ্রমিকরা ওই জায়গায় বাঁশ বা কাঠ দ্বারা স্লিপারগুলোকে অস্থায়ীভাবে আটকিয়ে রেখেছেন। যা ছবিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

স্বাভাবিকভাবেই সেতুটি ট্রেনের জন্য অত্যাধিক ঝুঁকিপূর্ণ। আকস্মিক দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য সেতুটি অতিশিগগির মেরামত জরুরি। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়ভাবে তরুণরা সোচ্চার।

(সোশাল নেটওয়ার্কে ভাইরাল হওয়া ছবিগুলো শেয়ার করেছেন নাজমুল হাসান নামের একজন)

নারী নির্যাতন, ধর্ষণ এখন প্রতিদিনের ঘটনা। তাই নারীদের নির্যাতন কমাতে, সহশিক্ষা বন্ধ হলে নারী নির্যাতনের ঘটনা অনেক কমে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন হেফাজতে ইসলামের আমীর ও দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরসার মহাপরিচালক আল্লামা শাহ আহামদ শফী।

তিনি বলেন, স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরুষ ও নারীদের আলাদাভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি মেয়ে শিক্ষার্থীরা মেয়ে শিক্ষকের কাছে পড়াশোনা করলে নারী ঘঠিত অপরাধ কমে আসবে।

গতকাল (২৪ জুন) সোমবার নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার দাশেরগাঁও জামিয়াতুন নূর আল ইসলামিয়া মাদ্রাসার নতুন ভবন উদ্ধোধনকালে আল্লামা শাহ আহামদ শফী এ কথা বলেন।

আল্লামা শফী বলেন, ছেলে হোক আর মেয়ে হোক। সন্তান আল্লাহর দান। অন্তত একটি সন্তানকে আল্লাহর রাস্তায় কোরআন হাদিসের আলোকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে।
কিন্তু দু:খজনক বিষয় হল, উনার এ বক্তব্যকে আমলে না নিয়ে ইসলাম বিদ্বেষী সরকারী মহল থেকে এবিষয়টিকে অযুক্তিক সাবস্ত করে, এটা মেনে নিলে দেশ প্রস্তরযুগে ফিরে যাবে বলে মন্তব্য করা হচ্ছে।

মুসলিম যুবকদের গলা কাটার হুমকি দিয়েছে ভারতের আদিলাবাদ থেকে নির্বাচিত বিজেপির সংসদ সদস্য সোয়ম বাপু রাও। তার এমন অসংলগ্ন বক্তব্যে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয়েছে হায়দরাবাদ ও আদিলাবাদে।

এক আদিবাসী নারীর ওপর মুসলিম যুবকের উৎপীড়নের মিথ্যা অভিযোগ এনে, সকল মুসলিম যুবকদের গলা কেটে ফেলার হুমকি দিয়েছে বিজেপির এ সংসদ সদস্য।

প্রসঙ্গত, বাপু রাও বিজেপিতে এ বছরই যোগ দিয়েছে।
হিন্দুদের মুসলিম বিদ্বেষ নতুন কিছু না। তবে আগে কিছুটা অপ্রকাশ্য ছিল। এখন দ্বিতীয় মেয়াদে মোদীর হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে মুসলিম বিদ্বেষ যেন তাঁদের কাজে কর্মে কথা বার্তায় উথলে পড়ছে।

এমনিতেই বিদ্যুৎ সংযোগের গ্রাহকদের ভোগান্তির শেষ নেই। তাঁর সাথে নতুন করে, করের আওতা বাড়াতে এবার বাজেটে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য কর শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) সার্টিফিকেট বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করেছে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। এটি বাস্তবায়িত হলে দেশের দরিদ্র মানুষের হয়রানি বাড়বে। একই সঙ্গে কর্মঘণ্টা অপচয়ের পাশাপাশি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে জনগণ।

বর্তমানে বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা সারাদেশে ৩ কোটি ৩৪ লাখ। এর মধ্যে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের গ্রাহক সংখ্যা ২ কোটি ৬৪ লাখ। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের এই গ্রাহকের মধ্যে ১ কোটি ২০ লাখ লাইফ লাইন গ্রাহক। অর্থাৎ এসব গ্রাহক মাসে ৫০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন। প্রস্তাবিত বাজেটের অর্থবিলে প্রস্তাব করা হয়েছে যে, বিদ্যুৎ সংযোগ থাকলেই কর শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) নিতে হবে। কিন্তু লাইন লাইফ গ্রাহকেরা খুবই দরিদ্র। অনেকেই দিনমজুর। তাদের পক্ষে টিআইএন করা কষ্টদায়ক ও অমানবিক। তাছাড়া টিআইএন থাকলে প্রতিবছর আয়কর রিটার্ন জমা দিতে হয়। যা ওই দরিদ্র শ্রেণি লোকদের জন্য হয়রানিমূলক, কর্মকালের অপচয় এবং তারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এদিকে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য টিআইএন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই বলে মনে করছে বিদ্যুৎ বিভাগ। বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তারা বলছেন, আবাসিকের ক্ষেত্রে একজন বাড়িওয়ালা বা ভাড়াটিয়ার টিআইএন নম্বর না-ও থাকতে পারে। এ ছাড়া, নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের ক্ষেত্রে এমনিতেই অনেক কাগজপত্র জমা দিতে হয়। নতুন করে আরও একটি জটিল বিষয় যুক্ত হলে সংযোগ পেতে গ্রাহকদের আরও সমস্যা হবে। তারা বলছেন, এটি বাস্তবায়ন হলে নিম্নবিত্তরা সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়বে।

জানা গেছে, আবাসিকে বিদ্যুতের সংযোগের জন্য আবেদনপত্রের সঙ্গে আবেদনকারীর দুই কপি সত্যায়িত রঙিন ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র বা পাসপোর্টের ফটোকপি, জমির দলিল বা লিজের সত্যায়িত ফটোকপি, ১০ তলার বেশি হলে অগ্নিনির্বাপণ সনদ, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভার মধ্যে হলে ভবন নির্মাণের বৈধ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের ফটোকপি ও দুই কিলোওয়াটের বেশি গ্রাহকের বিদ্যুৎ লোড হলে সৌর প্যানেল স্থাপনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কারো ভবন নির্মাণের বৈধ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না থাকলে অনাপত্তিপত্র দিয়েও বিদ্যুৎ সংযোগ নেয়া যায়। এ ছাড়া বাণিজ্যিক ও শিল্প সংযোগের ক্ষেত্রে আবেদনপত্রের সঙ্গে পরিবেশ অধিদফতরের ছাড়পত্র, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ছাড়পত্রের কপিও জমা দিতে হয়।

গত ১৩ জুন ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। 'সমৃদ্ধ আগামীর পথযাত্রায় বাংলাদেশ : সময় এখন আমাদের, সময় এখন বাংলাদেশের' শিরোনামে প্রস্তাবিত বাজেটের আকার ধরা হয়েছে ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কোটি টাকা। দেশের ৪৮ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বাজেট এটি। বর্তমানে সংসদে প্রস্তাবিত বাজেটের নানা দিক নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা চলছে। প্রস্তাবিত বাজেট পাস হবে আগামী ৩০ জুন। ১ জুলাই থেকে কার্যকর হবে নতুন অর্থবছরের নতুন বাজেট।
সূত্র: জাগোনিউজ২৪.কম

রাজনৈতিক প্রভাব, সদিচ্ছার অভাব ও নেতিবাচক দিকে গুরুত্বারোপ না থাকার কারণে জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার চর্চা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। সরকারি কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করা হলেও তাদের দুর্নীতি কমেনি। তাদের প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তার বিপরীতে সঠিক জবাবদিহিতা নেই বলে জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। গত রোববার রাজধানীর ধানমন্ডিতে টিআইবি আয়োজিত 'জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার : নীতি এবং চর্চা' শীর্ষক এক গবেষণা প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে জনপ্রশাসন সম্পর্কিত ১১টি কৌশলের ওপর গবেষণা ও তার তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এতে জনপ্রশাসনের নিয়োগে রাজনৈতিক প্রভাব, পদোন্নতিতে মেধা ও যোগ্যতার পুরস্কার না দিয়ে গোয়েন্দা প্রতিবেদন, ওএসডিকে (বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) এখন ভিন্নার্থে দেখা এবং চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ যথেষ্ট হারে বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য তুলে ধরা হয়।

গবেষণা প্রসঙ্গে টিআইবি জানায়, ২০১৮ সালের জুন থেকে ২০১৯ সালের মার্চ পর্যন্ত গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। গুণগত গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করে এই গবেষণার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ,

সাংবাদিক, দুদক কর্মকর্তা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে কর্মরত (ক্যাডার, নন-ক্যাডার) ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। গবেষণার ধারণাপত্র প্রণয়নসহ গবেষণাটি বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে জনপ্রশাসন সম্পর্কিত খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন টিআইবির ট্রাস্টি বোর্ডের মহাসচিব অধ্যাপক ড. পারভীন হাসান, টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, উপদেষ্টা নির্বাহী ব্যবস্থাপনা অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান।

গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রণয়ন ও উপস্থাপন করেন টিআইবির গবেষণা ও পলিসি বিভাগের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মহুয়া রউফ এবং গবেষণাটির তত্ত্বাবধানে ছিলেন সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহজাদা এম. আকরাম। এ সময় শুদ্ধাচার কৌশলে জনপ্রশাসন সম্পর্কিত নীতিসমূহ পর্যালোচনা এবং সেগুলোর চর্চার বিষয়ে গবেষণা করে জনপ্রশাসনে দক্ষ জনবল ও নিয়মতান্ত্রিক পদোন্নতি নিশ্চিত করা, অসন্তোষের ঝুঁকি নিরসন, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং সার্বিকভাবে জনস্বার্থে ৯ দফা সুপারিশ তুলে ধরা হয়।

এই গবেষণার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলা হয়, জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনায় বিদ্যমান আইনি কাঠামো ও সংশ্লিষ্ট আইনের চর্চাসমূহ পর্যালোচনা করা। গবেষণায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে জনপ্রশাসন সম্পর্কিত ১১টি কৌশল বাস্তবায়ন যেসব আইন ও নীতিকাঠামো দ্বারা পরিচালিত সেগুলো পর্যালোচনা করা হয়। পাশাপাশি জনপ্রশাসনের কার্যক্রমে এসব আইন ও নীতি প্রয়োগের চর্চাসমূহও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের প্রথম শ্রেণির সরকারি কর্মকর্তা যাদের নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতি, শৃঙ্খলাজনিত বিষয়, মূল্যায়ন, প্রণোদনা ইত্যাদি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, তারা এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

গবেষণায় বলা হয়, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২ প্রণীত হওয়ার ৬ বছর পার হলেও এতে জনপ্রশাসন সম্পর্কিত ১১টি কৌশলের মধ্যে প্রণোদনা ও পারিতোষিক, প্রশিক্ষণ, যৌক্তিক বেতন কাঠামো, সরকারি চাকরি আইন প্রণয়ন, সরকারি সেবায় ই-গভর্নেন্স প্রবর্তন এই ৫টি কৌশলের চর্চা সন্তোষজনক। অন্যদিকে বার্ষিক কর্ম মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন বাস্তবায়ন এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ‘কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা’ প্রণয়ন- এ তিনটি কৌশলের চর্চা এখনো শুরু হয়নি। আবার রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রভাবের কারণে কোনো কোনো কৌশলের চর্চা ফলপ্রসূ হচ্ছে না (প্রতিযোগিতামূলক পদোন্নতি) এবং প্রশাসনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। প্রশাসনে রাজনীতিকরণ উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় পেশাগত উৎকর্ষে ঘাটতির ব্যাপক ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সময়ক্ষেপণের ফলে জনপ্রশাসনে প্রায় প্রতি বছরই গড়ে ২০ শতাংশ পদ খালি থাকে।

গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, ৫টি কৌশলের চর্চা সন্তেষজনক হলেও সেগুলো বাস্তবায়ন ও তার পরবর্তী আরো কিছু চ্যালেঞ্জ এখনো বিদ্যমান। যেমন- প্রণোদনা ও পারিতোষিক ব্যবস্থার আওতায় নানা ধরনের পদক, পুরস্কার, বেতন-বোনাস ও পেনশন বৃদ্ধি, স্বল্প সুদে গৃহ ও গাড়ি ঋণ প্রদান এবং অবসরে যাওয়ার বয়সসীমা

বৃদ্ধির মতো ইতিবাচক কৌশলসমূহ বাস্তবায়ন হলেও শুদ্ধাচার বৃদ্ধির পথে বাস্তব কোনো অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। বেতন বৃদ্ধির ফলে দুর্নীতি কমেছে তারও কোনো সুনির্দিষ্ট উদাহরণ নেই। 'সরকারি চাকরি আইন ২০১৮' অনুযায়ী, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গ্রেফতার না করার বিধান বৈষম্যমূলক ও সাংবিধানিক চেতনার পরিপন্থী। এ ছাড়া এই আইনে চাকরির মেয়াদ ২৫ বছর পূর্ণ হলে যেকোনো সময় চাকরি থেকে অবসর প্রদানেরও বিধান রাখা হয়েছে।

গবেষণায় দেখা যায়, শুদ্ধাচার কৌশলের অংশ হিসেবে 'জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ পলিসি ২০০৩' প্রণীত হলেও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ ও প্রাপ্ত নম্বরের সাথে পদোন্নতির কোনো সম্পর্ক নেই। আবার সরকারি সেবায় ই-গভর্নেন্স প্রবর্তন ও প্রসারে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮' প্রণয়ন করা হলেও এখনো মন্ত্রণালয়গুলোতে অ্যানালগ পদ্ধতিতে ফাইল আদান-প্রদান হয়। বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে ই-সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সমন্বিত কার্যক্রমের ঘাটতি রয়েছে। এ ছাড়া যৌক্তিক বেতন কাঠামো নির্ধারণে সর্বশেষ অষ্টম জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ ঘোষণা করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী সরকারি কর্মকর্তারা বেতন-ভাতা পেলেও দুর্নীতি হ্রাসে দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, ১১টি কৌশলের মধ্যে যে তিনটি কৌশলের চর্চা এখনো শুরুই হয়নি তার মধ্যে অন্যতম হলো, সরকারি-বেসরকারি সংস্থার কোনো কর্মকর্তার অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষায় প্রণীত 'জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন, ২০১১' ও 'জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৭'। এ আইন ব্যবহার করে এখনো কোনো অভিযোগ প্রদানের তথ্য পাওয়া যায়নি।

সংশ্লিষ্টদের মতে, এ আইন বাস্তবায়নে বাধা হিসেবে কাজ করছে সহায়ক পরিবেশের অভাব, আস্থার ঘাটতি, বিপদে পড়ার আশঙ্কা। দ্বিতীয়টি নতুন কৃতী-ভিত্তিক কর্ম মূল্যায়ন পদ্ধতির খসড়া প্রণীত হলেও দীর্ঘ ছয় বছরেও তা চূড়ান্ত হয়নি। আর তৃতীয়টি হলো, শুদ্ধাচার কৌশলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের 'কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা' প্রণয়নের উল্লেখ থাকলেও এখন পর্যন্ত 'কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা'র খসড়া প্রণীত হয়েছে মাত্র।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, নীতি ও কৌশলে শূন্য পদে নিয়োগ এবং যোগ্যতা অনুযায়ী পদোন্নতি প্রদানের উল্লেখ থাকলেও এ দুই ক্ষেত্রেই ব্যাপক ঝুঁকি বিদ্যমান। বিশেষ করে বর্তমানে জনপ্রশাসনে ২৩ শতাংশ পদ শূন্য থাকলেও এসব পদে নিয়োগের বিশেষ কোনো প্রস্তুতি নেই। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্ষমতাসীন দলের 'নিজের লোক' হওয়া বিশেষ প্রধান যোগ্যতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া রাজনৈতিক বিবেচনায় ও বিশেষ তদবিরে পদায়ন প্রকট আকার ধারণ করেছে। সততা, মেধা, দক্ষতা, জ্যেষ্ঠতা, প্রশিক্ষণ ও সন্তোষজনক চাকরি বিবেচনাক্রমে পদোন্নতির বিধান থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা উপেক্ষিত হয়। সংশ্লিষ্ট বিধিমালায় না থাকা সত্তেও প্রশাসনে পদোন্নতির ক্ষেত্রে 'গোয়েন্দা রিপোর্ট' যুক্ত থাকায় এটি অপব্যবহার ও রাজনৈতিক বিবেচনায় পদোন্নতির ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কান্নিংয়ের বাসিন্দা বিশ বছর বয়সী মুহাম্মদ শাহরুখ হালদার। তিনি বৃহস্পতিবার বিকালে হুগলিতে তার মাদরাসায় যাচ্ছিলেন, একটি লোকাল ট্রেনে করে অন্যান্য সময়ের মত

তখনও তিনি কান্নিং থেকে রওয়ানা দিয়েছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে উগ্রবাদী হিন্দু জনতার বিদ্বেষের শিকার হয়ে আহত হন।

ই-নিউজরুম নামে একটি বার্তাসংস্থা মুহাম্মদ শাহরুখ হালদারের সাথে ফোনে কথা বলে জানিয়েছে, শাহরুখ যে ট্রেনে করে মাদরাসায় যাচ্ছিল সেটি ঢাকুরিয়া পৌঁছালে অনেক লোক হিন্দুত্ববাদী স্লোগান দিতে থাকে এবং উগ্রতা ছড়াতে থাকে। একসময় উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা ট্রেনের ভেতরে শাহরুখদের কম্পার্টমেন্টে ঢুকে।

ট্রেন যখন বাল্লিগঞ্জে পৌঁছে তখন উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা টুপিওয়ালা এবং দাঁড়িওয়ালা লোকদেরকে বিরক্ত করতে থাকে। একসময় তারা শাহরুখকে এসে জিজ্ঞাসা করে, কেন তিনি টুপি পড়েছে এবং দাঁড়ি রেখেছে। এসময় তারা শাহরুখকে 'জয় শ্রী রাম' স্লোগান দিতেও বলে। কিন্তু, শাহরুখ কোন প্রতিউত্তর না দিলে ঐ উগ্র হিন্দুরা তাঁকে আঘাত করতে থাকে।

শাহরুখ জানান, পার্ক সার্কাসে ট্রেনটি প্রবেশ করলে তারা আমাদেরকে ট্রেন থেকে ফেলে দেয়। স্থানীয় কিছুলোক এসময় আমাদেরকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এসেছিলেন।

যাইহোক, এ ধরণের ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে নতুন নয়। গতবছর এক মুসলিম ভিক্ষুককে হাওরার কাছে গেরুয়া সন্ত্রাসীরা মারধর করেছিল। মুসলিম ভিক্ষুকের অপরাধ ছিল তিনি হিন্দুত্ববাদীদের জাতীয় সংগীত জানেন না!

এভাবে, ভারতের প্রতিটা রাজ্যেই মুসলিমদের উপর চলছে নির্যাতন। সম্প্রতি এ নির্যাতনের ঘটনা আশংকাজনক হারে বেড়ে চলেছে।

লক্ষীপুরে আওয়ামী লীগের ৭০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে তুচ্ছ ঘটনা কেন্দ্র করে দুইপক্ষের সংঘর্ষে ১০ জন আহত হয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল ১১টায় সদর উপজেলার চন্দ্রগঞ্জে সংঘর্ষ হয়।

আহতরা হল, যুবলীগ নেতা আব্দুর রাজ্জাক রিংকু, তাজু ভূঁইয়া, রোমেল, সৌরভ, পারভেজ, ছাত্রলীগ নেতা কাজী বাবলু, মামুন, শাহাদাত, ফিরোজ ও পুলিশের এসআই সোহেল মিয়াসহ ১০ জন।পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, আওয়ামী লীগের ৭০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সকালে চন্দ্রগঞ্জ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ আয়োজিত র‍্যালি পরবর্তী আলোচনা সভা চলছিল।
এ সময় স্লোগান দেওয়াকে কেন্দ্র করে থানা ছাত্রলীগের আহ্বায়ক কাজী বাবলু সমর্থিত গ্রুপের সঙ্গে ইউনিয়ন যুবলীগের কর্মীদের বাকবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে তুচ্ছ ঘটনা কেন্দ্র করে দুইপক্ষের সংঘর্ষ হয়েছে। উভয়পক্ষ চেয়ার ছোড়াছুড়ি, হাতাহাতি, ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ও পরে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন, তাদের নিজেদের দলের লোকদের প্রতিই কোন শ্রদ্ধা ভক্তি নাই। অন্যদের প্রতি কীভাবে থাকবে। তারা এমন এক উগ্র দলে পরিণত হয়েছে যাদের দলগতভাবে ভাল কোন আদর্শ নেই। এমন কি তাদের নূন্যতম মানবতাও নেই। তারা মূলত ক্ষমতালোভী। ক্ষমতার জন্য তারা নিরপরাধ লোকদের উপরও

আঘাত হানতে কুণ্ঠিত হয় না, নিজের দলীয় সঙ্গীদের উপর হামলা করতেও দ্বিধাবোধ করে না। তাদের আচার-আচরণ সন্ত্রাসীদেরও হার মানায়।

আল-কায়দা পশ্চিম আফ্রিকান শাখা জামাআ'ত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের জানবায মুজাহিদদের বিরুদ্ধে বড় ধরণের অভিযান শুরু করার ঘোষণা দিয়েছে কাফের রাষ্ট্র ফ্রান্স।

গত ২২শে জুন আল-কায়দার জানবায মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত নাইজার সীমান্তে মালির লাইবাতুকু প্রদেশে এই অভিযান পরিচালনার ঘোষণা দেয় ফ্রান্স। কুফ্ফার ফ্রান্সের সাথে এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেছে ব্রিটেন, নাইজার, নাইজেরিয়া, ফ্রান্স ও মালির মুরতাদ বাহিনীসহ আফ্রিকার কয়েকটি দেশের সামরিক বাহিনী।

সর্বশেষ সংবাদে জানা যায়, বর্তমানে প্রদেশটিতে কুফ্ফার ও মুজাহিদ, হক ও বাতিলের মাঝে তীব্র লড়াই চলছে। মুজাহিদগণ মহান আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে খুব দৃঢ়তার সাথেই আফ্রিকার সম্মিলিত কুফ্ফার বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

সকলে মুজাহিদদের দৃঢ় থাকার ও বিজয়ের জন্য দোআ' করুন ইনশাআল্লাহ, আপনাদের নেক দোআ'য় আপনাদের মুজাহিদ ভাইদেরকে ভুলবেন না।

২৪শে জুন, ২০১৯

পুলিশ বাহিনী সেবার নামে মানুষকে নানা ভাবে হয়রানি করছে। জনগণ তাঁদের হাতে আরো বেশি জুলুমের শিকার হওয়ার ভয়ে মুখ খুলতে পারে না। কিন্তু তাঁদের অত্যাচার এতই বেড়ে গেছে যে জনগণ আর মুখ বুজে সহ্য করতে পারছে না।
দৈনিক সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত সূত্রে জানা গেছে, সোনাগাজী মডেল থানার সাবেক ওসি মোয়াজ্জেম হোসেনের নানা কুকীর্তি বিষয়ে মুখ খুলতে শুরু করেছেন উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের ভুক্তভোগীরা। মাদক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সখ্য, থানা এলাকায় দালাল সিন্ডিকেট, চাঁদা আদায়ের জন্য ক্যাশিয়ার নিয়োগ, মাদক মামলা দিয়ে নিরীহ জনগণকে জেলহাজতে প্রেরণ, সব ধরনের ছোট বড় যানবাহন থেকে মাসহারা আদায়সহ সকল ধরনের অপকর্মে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছিল বিতর্কিত ওসি মোয়াজ্জেম হোসেন।

সোনাগাজী ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদরাসার অধ্যক্ষ সিরাউদ্দৌলার বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে মামলা করার পর নুসরাত জাহান রাফির পাশে দাঁড়ায়নি সোনাগাজী মডেল থানার তৎকালীন অফিসার ইনচার্জ মোয়াজ্জেম হোসেন (বরখাস্ত)। উল্টো রাফির পরিবারের সদস্যদের বিভিন্নভাবে হেনস্তা করেছিল

রাফির শ্লীলতাহানির ঘটনার পর জেরা করার নামে তাকে হয়রানি করে মোবাইল ফোনে সেই দৃশ্য ধারণ করেছিল ওসি মোয়াজ্জেম হোসেন। এরপর ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে তিনি ছড়িয়ে দেন।

অনুসন্ধান চালিয়ে জানা গেছে, অধ্যক্ষ সিরাউদ্দৌলাকে অভিযোগ থেকে রেহাই দিতে ঘটনা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে চেয়েছিলেন ওসি মোয়াজ্জেম। এ কারণে রাফির শরীরে আগুন দেওয়ার পরও তিনি ঘটনাটিকে আত্মহত্যার চেষ্টা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এবং এ ঘটনাটি আত্মহত্যার চেষ্টা বলে বিভিন্ন গণমাধ্যমে বক্তব্য দিয়েছিলেন।

রাফিকে ওসির জিজ্ঞাসাবাদের ভিডিও চিত্রে দেখা যায়, ওসির বিব্রতকর প্রশ্নে রাফি লজ্জায় পড়ে। নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে রাফি কেঁদে কেঁদে বলে, আলিম প্রথম বর্ষে পড়ার সময় তার গায়ে হাত দেয় একজন (নূর উদ্দিন)। অধ্যক্ষ সিরাজ পিয়নের মাধ্যমে তাকে ডাকেন। এরপর শরীরে হাত দেয়। ওসি রাফিকে তখন বলে,‘হাত দেওয়ার চেষ্টা করেছে?’ রাফি বলে,‘না, দিয়েছেন। ’ ওসি তখন বলেন,‘তুমি নিজে গেছ?’

এদিকে স্থানীয় ভুক্তভোগীরা বলছেন, সিরাজকে রক্ষা করতে তাঁর সহযোগীদের পক্ষ নিয়ে বিচারের দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলন দমন করতে চেষ্টা করেছিল ওসি মোয়াজ্জেম। সোনাগাজীতে ১৫ মাস ওসি থাকা অবস্থায় চাঁদাবাজি ও অপকর্মের সিন্ডিকেট তৈরি করেছিল। এর আগে সে ফেনীর ছাগলনাইয়া ও সদর থানায় ওসি ছিল। ছাগলনাইয়া থানায়ও অভিযোগ ওঠায় তাঁকে প্রত্যাহার করা হয়েছিল। সেখানে সোনার বার উদ্ধার করে গায়েব করে ফেলার অভিযোগ ছিল তাঁর বিরুদ্ধে।
২০১২ সালে ছাগলনাইয়ার কাশিপুর গ্রামের একটি বাড়িতে মামলার তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ ওঠে। ওই বাড়ি থেকে সপ্তম শ্রেণিতে পড়া ১৩ বছরের এক শিশুকে আটক করে ১৮ বছর বলে গ্রেপ্তার দেখায়। অভিযোগটি প্রমাণিত হওয়ায় ওসিকে স্ট্যান্ড রিলিজ করা হয়।

সোনাগাজী শহরের রিকশাচালক মোশারফ হোসেন ও জয়নাল আবদিন ওসি মোয়াজ্জেম দুর্নীতির বিষয়ে বলে, সোনাগাজী শহরে ব্যাটারিচালিত প্রতিটি রিকশার কাছ থেকে মাসে ২০০ টাকা করে চাঁদা নিতেন ওসি মোয়াজ্জেম। দরিদ্র রিকশাচালকদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবাদ করেছিল পৌরসভার মেয়র অ্যাডভোকেট রফিকুল ইসলাম খোকন। তখন ওসি সাফ জানিয়ে দেয়, টাকা না দিলে রিকশা চলবে না। রিকশাচালকরা এতে ক্ষুব্ধ হয়ে একদিন ধর্মঘটও ডেকেছিল। শেষে উপায় না পেয়ে টাকা দিয়েই রিকশা চালু করে তারা।

সোনাগাজী মডেল থানার পুলিশ ক্লিয়ারেন্স নিতে সরকারি খাতে ৫০০ টাকা জমা দেওয়ার পরও ২ হাজার ৭০০ টাকার বেশি দেওয়ার নিয়ম চালু করেছিলেন ওসি মোয়াজ্জেম। সে নিজেই নিত ১ হাজার। বাকি টাকা পুলিশ সুপার ও অন্য অফিসাররা ভাগ-বাটোয়ারা করে নিত বলে অভিযোগ রয়েছে।

উপজেলার আমিরাবাদ ইউনিয়নের পোল্ট্রি ব্যবসায়ী মো. শামিম বলেন, ২০১৮ সালে কোরবানির ঈদের ২দিন আগে ওসি মোয়াজ্জেমের নির্দেশে আমাকে কোনো ধরনের অভিযোগ ছাড়া অন্যায়ভাবে একদিন থানায় আটকে রেখে মিথ্যা মামলার ভয় দেখিয়ে আমার পরিবারের সদস্যদের নিকট ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা আদায় করে।

সোনাগাজীর উত্তর চরচান্দিয়া গ্রামের নুরুল আমিন ও আবদুল মান্নান জানিয়েছে, মিথ্যা মামলায় জড়ানোর ভয় দেখিয়ে ওসি মোয়াজ্জেম গত জানুয়ারি মাসে তাদের নিকট থেকে জোর করে দুই লাখ টাকা করে আদায় করেছে।

সোনাগাজী সদর ইউনিয়নের মনগাজী বাজারের ব্যবসায়ী নূর ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, ওসি মোয়াজ্জেম আমাকে অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকার মিথ্যা অজুহাতে দুইদিন থানায় আটকে রেখে আমার পরিবারের সদস্যদের নিকট থেকে ২ লাখ ২০ হাজার টাকা আদায় করে।

এছাড়াও খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ওসি মোয়াজ্জেমের নির্দেশে তার নিয়োগপ্রাপ্ত ক্যাশিয়ার কনস্টেবল আবুল খায়ের মাদক ব্যবসায়ী, যানবাহন, ইটভাটা, করাতকল, বাজার ব্যবসায়ী, বালুমহল, মৎস্য আড়ৎসহ সমগ্র থানা এলাকা থেকে চাঁদা উঠিয়ে তাকে এনে দিত।

নাম প্রকাশের অনিচ্ছুক এক ইউপি চেয়ারম্যান বলেন, কোনো বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটলে ওসি মোয়াজ্জেম থানায় মামলা নিতে চাইতে না। ভুক্তভোগীরা খুব বেশি বিরক্ত করলে সে ডাকাতির ঘটনা চুরির মামলা হিসাবে রজু করতো।

মোটকথা,সেবার আড়ালে ওসি সব ধরণের অপরাধের সাথে জড়িত ছিল। এখন উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের ভুক্তভোগীরা ঐসকল কুকীর্তি বিষয়ে মুখ খুলতে শুরু করেছেন।
সূত্র: কালের কণ্ঠ

আফগানিস্তানের জাওজান ও ফারইয়াব প্রদেশে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান জানবায মুজাহিদগণ দুটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

তালেবান মুজাহিদদের অফিসিয়াল সংবাদ মাধ্যম হতে জানা যায় যে, গত রবিবার দ্বিপ্রহরের সময় জাওজান প্রদেশের খানকাহ নামক জেলায় দুটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন মুজাহিদগণ, যার ফলে ২৩ এরও অধিক আফগান মুরতাদ সেনা হতাহত হয়।

অন্যদিকে ফারইয়াব প্রদেশে মুজাহিদদের অন্য একটি হামলায় ১৭ এরও অধিক মুরতাদ সেনা নিহত হয়।

উভয়স্থানে মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় মুরতাদ আফগান বাহিনীর ৪টি ট্যাংক ধ্বংস হয়ে যায়।

আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ আজ ২৪জুন সোমালিয়ার কালবিউ শহরে কেনিয়ার কুফ্ফার বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পক্ষ হতে জানানো হয় যে, মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় কমপক্ষে ১০ কেনিয়ান কুফ্ফার সেনা নিহত হয়। এছাড়াও মুজাহিদদের বোমা হামলায় ধ্বংস হয়ে যায় মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিকযান।

আজ ২৪শে জুন আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাবের মুজাহিদগণ সোমালিয়ায় বেশ কিছু অভিযান পরিচালনা করেছেন।

মুজাহিদদের পরিচালিত সফল অভিযানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, সোমালিয়ার কাসমায়ু ও ওয়ানলাউয়িন শহরে পরিচালিত অভিযানগুলো। সেখানে প্রায় ৩ মুরতাদ সেনা নিহত এবং ৭ এরও অধিক মুরতাদ সেনা আহত হয়।

এছাড়াও মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিকযান ধ্বংস করতেও সক্ষম হন মুজাহিদগণ।

পুলিশের আলোচিত উপ-মহাপরিদর্শক (ডিআইজি) মিজানুর রহমান এবং তার স্ত্রী, ভাই ও ভাগ্নের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। ৩ কোটি ৭ লাখ টাকার সম্পদেরর তথ্য গোপন এবং ৩ কোটি ২৮ লাখ টাকা অবৈধ সম্পদের অভিযোগে এ মামলা করা হয়।

সোমবার দুদকের ঢাকা সমন্বিত জেলা কার্যালয়-১ এ সংস্থাটির পরিচালক মনজুর মোর্শেদ বাদী হয়ে মামলাটি (মামলা নম্বর ১) দায়ের করেন।

এই মামলার মাধ্যমে দুদক নিজ কার্যালয়ে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া শুরু করে।

এর আগে দুদকের প্রধান কার্যালয়ে কমিশন সভায় মামলাটি অনুমোদন দেওয়া হয়।

মামলার আসামিরা হল- পুলিশের উপ-মহাপরিদর্শক (ডিআইজি) মিজানুর রহমান, তার স্ত্রী সোহেলিয়া আনার রত্না, ভাগ্নে পুলিশের এসআই মাহমুদুল হাসান ও ছোট ভাই মাহবুবুর রহমান।

গতকাল রোববার দুদকের চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ ডিআইজি মিজানের সম্পদের অনুসন্ধান হওয়ার কথা জানিয়েছে।

গত বছরের ৩ মে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে ডিআইজি মিজানকে জিজ্ঞাসাবাদ করে দুদক। প্রথমে অনুসন্ধান কর্মকর্তা ছিলেন দুদকের উপ-পরিচালক ফরিদ আহমেদ পাটোয়ারী। পরে এই দায়িত্ব পান এনামুল বাছির।

ফটো রিপোর্ট ।।২০শে শাওয়াল, ১৪৪০হিজরী ।। আলেপ্পো, লাতাকিয়া এবং হামার পল্লী অঞ্চলে তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের মুজাহিদিনের রিবাতের দায়িত্বপালন!

https://alfirdaws.org/2019/06/24/24056/

সিলেট থেকে ঢাকাগামী উপবন এক্সপ্রেস ট্রেন রবিবার রাত ১১.৫০ মিনিটে কুলাউড়ার বরমচাল রেলক্রসিং এলাকায় ব্রিজ ভেঙ্গে লাইনচ্যুত হয়ে বড় ধরনের দুর্ঘটনায় ট্রেনের পেছনের ৫টি বগি ছিটকে নিচের জমিতে পড়েছে।
এতে ঘটনাস্থলেই ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে এবং অন্তত ২৫০ জন যাত্রী আহতে হয়েছেন। এদের মধ্যে অনেকের অবস্থা গুরুতর।
এখন পর্যন্ত ৩ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী মুহিবুর রহমান জাহাঙ্গীর জানান, তিনি ট্রেনের শেষ বগিতে ছিলেন। এই বগির ৫/৬ জন ঘটনাস্থলে মারা গেছেন।

তবে যাত্রীরা জানিয়েছে, কালভার্টটি আগে থেকেই অনেক নড়বড়ে ছিল। এমনিভাবে দেশের অন্যান্য স্থানেও এমন ঝুঁকিপূর্ণ রেলপথ রয়েছে। দায়িত্বশীলদের এ ব্যাপারে কোন ভ্রুক্ষেপই নেই। ফলে নানা সময় যাত্রীরা দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন।

পাকিস্তানের ঐতিহাসিক লাল মসজিদ নামটি শুনলেই মনে হয় আরেক কারবালার ঘটনা। চোখের সামনে ভেসে আসে হোসাইনের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) উত্তরসূরীদের ত্যাগ ও কুরবানির নজরানা। ২০০৭ সালে এই লাল মসজিদ এবং এর সাথে সংযুক্ত জামিয়া হাফসা মাদরাসায় আমেরিকার কাছে ঈমান বিক্রেতা গাদ্দার পারভেজ মোশাররফ সামরিক অভিযান চালিয়ে লাল মসজিদের সম্মানিত খতিব আল্লামা গাজি আব্দুর রশিদ রাহি. সহ শত শত শিক্ষার্থীকে শহীদ করে দেয়।

সেই ঐতিহাসিক লাল মসজিদ সংযুক্ত জামিয়া হাফসা মহিলা মাদ্রাসা গত দুদিন ধরে সেখানকার পুলিশ-প্রশাসন অবরুদ্ধ করে রেখেছে। কারেন্ট, গ্যাস, সব কিছুর সংযোগ কেটে দেয়া হয়েছে। গতকাল পর্যন্ত বাহির থেকে নিয়ে আসা বোনদের খাবারও আটকে রাখা হয়েছিল।

স্থানীয় লোকেরা মাদরাসায় খাবার নিয়ে যেতে চাইলে প্রশাসন তাদেরকেও প্রবেশ করতে দেয়নি।

এই অবরোধের মূল কারণ তো সেটাই যার ভিত্তিতে পাকিস্তান ভারত থেকে পৃথক হয়েছিল। আল্লাহর বিধানের বাস্তবায়ন চাওয়া। তাছাড়া পাকিস্তানে সংগঠিত প্রতিটি অপরাধের বিরুদ্ধে জামিয়ার সাথে সংশ্লিষ্টরা সর্বোচ্চ সোচ্চার ছিলেন। শহিদান আর গাজিদের রক্ত থেকে দ্বীনের সিপাহসালারই জন্ম নিবে, এই চিরন্তন সত্য ত্বগুত সরকার ভাল করেই জানে। তারা কখনোই এই প্রতিষ্ঠানকে সহ্য করবে না। তাই এবার সুকৌশলে প্রতিষ্ঠানটিকে ধ্বংসের পায়তারা করছে তারা।

২০০৭ সালে লাল মসজিদ এবং জামিয়া হাফসাকে রীতিমতো ধ্বংস করার পর ২০০৮ সালে সুপ্রিম কোর্টের রায় ছিল, সরকার মসজিদ - মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে দিবে। কারেন্ট বিল, গ্যাস বিলসহ বেশ কিছু ব্যয় তাদের দায়িত্বে থাকবে। কিন্তু ১২ বছরের মধ্যে এ ব্যাপারে সরকারের তেমন কোন পদক্ষেপ প্রতিষ্ঠানের নজরে আসেনি। তখন মাদরাসা কর্তৃপক্ষ লাল মসজিদ সংলগ্ন জায়গাতে কিছু ঘর তৈরি করে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করে। সেখানে একটি দারুল ইফতাও চালু হয়। সর্বশেষ, ২০১১ সালে উলামাদের সাক্ষরসহ সরকার জামিয়া হাফসাকে একটি জায়গা দেয়। শর্ত হল, লাল মসজিদের পুরাতন জায়গায় তারা জামিয়া হাফসা প্রতিষ্ঠা করবে না। সেই জায়গার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। শর্ত মেনে নিয়ে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ সেখানে কোটি টাকা খরচ করে মাদ্রাসার একটি ভবন তৈরি করেন। কিন্তু কিছুদিন আগে সেই জায়গাটাও সরকার নিয়ে যায় কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই। সেখান থেকে তাদের সরিয়ে দেয়া হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম আবার লাল মসজিদ সংলগ্ন রুমগুলোতে শুরু করা হয়। গত ঈদের সময়ও ছাত্রীরা এখানে অবস্থান করে। ছুটিতে কিছু ছাত্রী বাসায় গেলে যখন ফেরার সময় হয়, তখন সরকার আরেক খেলা দেখায়! লাল মসজিদের খতিব মাওলানা আমেরকে দিয়ে ঝামেলা সৃষ্টি করে। সে ইফতা বিভাগের রুমগুলো বন্ধ করে দেয়। এক কথায় দারুল ইফতা বন্ধ করে দেয়। আর প্রশাসন এই মর্মে অবরোধ চালু করে যে, গাজী আব্দুল আজীজ দাঃবাঃ দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেন।

এর মাধ্যমে সরকার একটি দ্বীনি মামলাকে চাচা-ভাতিজার মামলা হিসেবে উপস্থাপন করছে। যেন সাধারণ মুসলিম জনতাকে বিভ্রান্ত করে চুপ রাখা যায়।আর হচ্ছেও তাই। অনেকেই বিষয়টাকে ব্যক্তিগত মামলা হিসেবে দেখছে। অথচ পুরো বিষয়টিই দ্বীনি এবং আদর্শিক। ইসলাম ও কুফরের লড়াই। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল পূর্বে লাল মসজিদ এবং জামিয়া হাফসাকে শহীদ করার সময় প্রচলিত দ্বীনি শ্রেণী থেকে তেমন সাড়া শব্দ পাওয়া যায়নি।(কেউ কেউ তো মৌনসম্মতিও প্রকাশ করেছিল) এবারও তাঁদের নিরবতা উম্মতকে ভাবিয়ে তুলছে। আল্লাহর পানাহ!

এরপর জামিয়া হাফসার (মহিলা মাদরাসা) প্রিন্সিপাল উম্মে হাসান আজ সকালে সকলের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে মাদরাসা হাফসার অফিসিয়াল প্যাডে একটি সাহায্যনামা লিখে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করেন। সেখানে তাদের অবস্থার কথাও আলোচনা করা হয়।

অতঃপর বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে পাকিস্তান সরকার নড়েচড়ে বসে।

ঘটনার সর্বশেষ আপডেইট সংবাদ হচ্ছে, আজ সকালে প্রশাসন মাদরাসার ভেতরে খাবার পাঠানোর অনুমতি দিয়েছে কিন্তু বাকি সব ধরণের সংযোগ বিচ্ছিন্নসহ অবরোধ এখনো জারি আছে।

মাদরাসার পক্ষ থেকে এক অডিও বার্তায় পাকিস্তান ও সারা বিশ্বের মুসলিমদের কাছে সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তাঁদের কবুল করে সবর এবং কুওয়াত দান করুন। হক্বের উপর অবিচল রাখুন। আমীন।

২৩শে জুন,২০১৯

আসামের পর এবার ঝাড়খণ্ড। জোর করে ‘জয় শ্রীরাম’ বলানোর পর চোর ‘আখ্যা’ দিয়ে এক মুসলিম যুবককে পিটিয়ে খুন করল উগ্রবাদী হিন্দু জনতা। পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার আগে ১৮ ঘণ্টা ধরে বেধড়ক পেটানো হয় ওই যুবককে। জোর করে 'জয় শ্রীরাম' বলতে বাধ্য করা হয়। এ তথ্য জানিয়েছে টাইমস অব ইন্ডিয়া।

গত ২২ জুন শনিবারে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে ২৪ বছর বয়সী তবরেজ আনসারি। ঝাড়খণ্ডের খারসাওয়ানে ঘটেছে এই ঘটনা। গণপিটুনির বহু ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, এক উগ্র হিন্দু তবরেজকে একটি কাঠের লাঠি দিয়ে নৃশংসভাবে পেটাচ্ছে। আক্রান্ত যুবক ছেড়ে দেওয়ার আকুতি নিয়ে হাত জোড় করলেও তাতে কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই ওই ব্যক্তির।

আর একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, জোর করে তবরেজকে বলানো হচ্ছে 'জয় শ্রী রাম' ও 'জয় হনুমান'।

জানা গিয়েছে, ১৮ জুন তবরেজকে বেধড়ক পেটানোর পর পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তখন থেকে তিনি বিচারবিভাগীয় হেফাজতে ছিলেন। তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় ২২ জুন তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তারপর তিনি ঐদিনই মৃত্যুবরণ করেন।

পুনেতে দিনমজুরের কাজ করতেন তবরেজ। ঈদে পরিবারের সঙ্গে কাটাতে তিনি গ্রামে গিয়েছিলেন। সেই সময়ই তাঁর বিয়ের আয়োজন করেছিল পরিবার।

১৮ জুন তিনি দুই ব্যক্তির সঙ্গে জামশেদপুর রওনা দেন। ওই দু জন তাঁকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তা বুঝতে পারেনি তবরেজ। বহু লোকজনের মধ্যে পড়ে গেলে ওই দু জন পালিয়ে যায়। আর মাঝখানে পড়ে যায় ছেলেটি।

ভিডিওতে বলতে শোনা গিয়েছে, 'তুই এই বাড়িতে ঢুকবি?' ছেলেটি বলেন যে তিনি কিছু জানেন না। ওই দু জন তাঁকে নিয়ে গিয়েছে। তবে সেই কথা কেউ শুনতে চায়নি।

আজ ২৩ জুন কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার গাণাহগার এলাকায় দখলদার উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় সন্ত্রাসী বাহিনীর সাথে লড়াই হয় কাশ্মীরের জনপ্রিয় জিহাদী জামা'আত আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের মুজাহিদদের।

এসময় ভারতীয় সন্ত্রাসী বাহিনীর সাথে তীব্র লড়াইয়ে একে একে (ইনশাআল্লাহ) শাহাদাতবরণ করেন ৪ জন জানবায মুজাহিদ। শহিদ মুজাহিদগণ হলেন-

১) শহিদ শওকত আহমেদ রহিমাহুল্লাহ.- চান্দারপুর পুলওয়ামা জেলা।

২) শহিদ আযাদ রহিমাহুল্লাহ- বামানু পোলওয়ামা জেলা।

৩) শহিদ সোহাইল ইউসূফ রহিমাহুল্লাহ- শোপিয়ান জেলা ।

৪) শহিদ রাফী হাসান মির রহিমাহুল্লাহ -কারাল শোপিয়ান জেলা। তাকাব্বালাল্লাহুম।

আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের সমর্থক একটি চ্যানেল থেকে শোক বার্তা জানিয়ে বলা হয়-
বর্তমান সময়ে এ ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই মানুষ দুঃখিত হবে। কিন্তু এটা আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে, ঐ মুজাহিদ ভাইয়েরা শাহাদাত লাভের মাধ্যমে তাঁদের দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন। তাদের পবিত্র রক্ত ভঙ্গুর তেহরিকে প্রাণসঞ্চার করেছে।

হে আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের সাহায্যকারীরা!
আপনারা শোকে বিহ্বল হয়ে পিছিয়ে যাবেন না। আর, এই মর্মে আনসারের আমির হারুন মূসা (হাফিজাহুল্লাহ) কে দেয়া আপনাদের অঙ্গীকারে অবিচল থাকুন। আমরা আমাদের শহীদদের শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।
হে শহীদদের (শওকত, আযাদ, সোহাইল এবং রাফী) মাতাগণ!
আপনারাই উম্মাহ'র বীরাঙ্গনা। আপনারা দুঃখিত হবেন না। আমরা আমাদের শহীদদের জন্য বিলাপ করিনা। বিইযনিল্লাহ, আমরা শহীদদের রক্তের বদলা নিব।

এভাবে, মুজাহিদগণের পক্ষ থেকে বদলা নেওয়ার ঘোষণা দিয়ে বার্তাটি শেষ করে আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের সমর্থক মিডিয়াটি।

এদিকে, শহীদ হওয়া চারজন মুজাহিদের জানাযায় অসংখ্য মানুষের ঢল নামে। কাশ্মীরের সাধারণ মুসলিমরা শহীদ মুজাহিদগণের জানাযায় শরীক হয়ে মুজাহিদিনের প্রতি নিজেদের সমবেদনা জানান।

গত ২২ জুন আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে দুটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

মুজাহিদদের পরিচালিত একটি হামলায় দেশটির মারাকা শহরে কমপক্ষে ৩ মুরতাদ সেনা হতাহত হয়।

অন্যদিকে, বুরাহকাবা শহরে মুজাহিদদের পরিচালিত অন্য একটি হামলায় সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর ২টি সামরিকযান ধ্বংস হয়ে যায়, যার ফলে অনেক মুরতাদ সেনা হতাহত হয়। হতাহতদের মাঝে উচ্চপদস্থ ২ কমান্ডারও রয়েছে।

পেট্রোবাংলায় নিয়োগ ও পদোন্নতিতে অনিয়মের প্রমাণ পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) টিম। রোববার পেট্রোবাংলায় অভিযান পরিচালনাকালে দুদক টিম অনিয়মের অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পায়।

দুদক জানায়, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দুদকের সহকারী পরিচালক শারিকা ইসলামের নেতৃত্বে একটি এনফোর্সমেন্ট টিম অভিযান চালায়। সেখানে দেখা যায় 'পেট্রোবাংলা কর্মকর্তা ও কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা-১৯৮৮ মোতাবেক নিয়োগ ও পদোন্নতির বিধিমালা অনুযায়ী' সহকারী পরিচালক হতে উপ-পরিচালক পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে কর্মকাল ন্যুনতম সাত বছর হলেও তিনজনকে পাঁচ বছর দুই মাস পরেই পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে, এমন প্রমাণ পায় দুদক টিম। টিম উক্ত পদোন্নতি ও অভিযোগ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নথি বিস্তারিত পর্যালোচনা করে কমিশনে প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে।

এদিকে, কুষ্টিয়ায় সেতু ও কালভার্ট নির্মাণকাজের দরপত্র কার্যক্রমে অনিয়মের অভিযোগে সেখানে অভিযান চালিয়ে সেখানে অনিয়ম পাওয়া গেছে।

দুদক জানায়, কুষ্টিয়া জেলার ছয়টি উপজেলার ১০৩টি সেতু/কালভার্ট নির্মাণ সংক্রান্ত দরপত্রের সিডিউল এক মাসেরও অধিক সময় পরে মাত্র একদিন সময় দিয়ে গত ২০ মে দরপত্র সিডিউল বিক্রি করা হয়। মাত্র একদিন সময়ের এ বাধ্যবাধকতা অপর্যাপ্ত এবং বিধিসম্মত নয় মর্মে দুদক টিমের কাছে প্রতীয়মান হয়। এ বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের গাফিলতি রয়েছে কি না তা যাচাইয়ের জন্য বিস্তারিত অনুসন্ধানের সুপারিশপূর্বক কমিশনে চিঠি পাঠিয়েছে অভিযান পরিচালনাকারী এনফোর্সমেন্ট টিম।

অপর এক অভিযানে সরকার কর্তৃক চাল সংগ্রহের প্রক্রিয়ায় সিন্ডিকেটের অভিযোগে নওগাঁ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের কার্যক্রম খতিয়ে দেখেছে দুদক। সমন্বিত জেলা কার্যালয়, রাজশাহীর একটি টিম আজ এ অভিযান পরিচালনা করে। দুদক টিম উক্ত অঞ্চলে স্থানীয় মধ্যস্বত্বভোগী কর্তৃক চাল সংগ্রহের প্রক্রিয়ায় সিন্ডিকেট করার প্রাথমিক প্রমাণ পায়।

এদিকে, শরীয়তপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিরুদ্ধে নানাবিধ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযান পরিচালনা করছে দুদক। দুদক টিম অভিযানকালে একজন কর্মচারীকে দপ্তরে অনুপস্থিত পায়। তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করে দুদক টিম। এছাড়া, উক্ত পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির প্রাক্তন এজিএম (অর্থ) পংকজ সিকদারের বিরুদ্ধে আগত অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ ও প্রাথমিক সত্যতা পায় দুদক টিম।

সূত্র: রাইজিংবিডি

দুর্নীতি দিন দিন শুধু বেড়েই চলছে। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্র চলছে দুর্নীতির অনুপ্রবেশ। কয়েক দফায় বাড়ানো হয়েছে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন। তবুও দুর্নীতি কমার কোনো দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই বলে জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। 'জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার: নীতি ও চর্চা' শীর্ষক এক গবেষণা প্রতিবেদনে এ কথা জানায় দুর্নীতিবিরোধী এই সংস্থাটি।

রোববার রাজধানীর ধানমণ্ডির মাইডাস সেন্টারে তাদের কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ গবেষণা প্রতিবেদনের তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরা হয়। জনপ্রশাসনের নিয়োগ, পদোন্নতি, ওএসডি (বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা), চুক্তিভিত্তিক নিয়োগসহ বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য তুলে ধরা হয় এই প্রতিবেদনে।

টিআইবির কর্মসূচি ব্যবস্থাপক মহুয়া রউফ প্রতিবেদনের তথ্য তুলে ধরে বলেন, রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রভাবের কারণে জাতীয় শুদ্ধাচারের কোনো কোনো কৌশলের চর্চা ফলপ্রসূ হচ্ছে না। প্রশাসনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

তিনি বলেন, শুদ্ধাচার কৌশলে জনপ্রশাসন সম্পর্কিত ১১টি কৌশলের মধ্যে পাঁচটি কৌশলের চর্চা সন্তোষজনক। তিনটি কৌশলের চর্চা এখনও শুরুই হয়নি।

তিনি আরো বলেন,়সাম্প্রতিক বছরগুলোয় জনপ্রশাসনে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের প্রবণতা বেড়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে যোগ্যতা নয়, ক্ষমতাসীনদের পছন্দ প্রাধান্য পাচ্ছে।'

মহুয়া রউফ বলেন, রাজনৈতিক বিবেচনাকে প্রাধান্য দিয়ে প্রশাসনের উপসচিব বা এর ওপরের পদে শূন্যপদের অতিরিক্ত কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেয়া হয়। রাজনৈতিক বিবেচনায় পদোন্নতির ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতার লঙ্ঘনও হয়।

তিনি বলেন, পদোন্নতি বিধিমালায় উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও প্রশাসনের পদোন্নতিতে গোয়েন্দা প্রতিবেদনকে অধিকতর প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। কোন গোয়েন্দা সংস্থা কী বিষয়ে কখন কী প্রতিবেদন দিচ্ছে, তা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জানার সুযোগ নেই।

মহুয়া রউফ আরো বলেন, গত নির্বাচনের আগে ৫৫ জেলায় নতুন ডিসি নিয়োগ করা হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটা ক্ষমতাসীনদের নির্বাচনী প্রস্তুতির অংশ। ডিসি পদায়নে গোয়েন্দা রিপোর্ট একটি কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এসব প্রতিবেদনে কর্মকর্তারা ক্ষমতাসীন দলবিরোধী কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল কিনা, তা বিবেচনায় আনা হচ্ছে।

সরকারি কর্মচারী আইনে গ্রেফতার সম্পর্কিত একটি ধারার সমালোচনা করে তিনি বলেন, এই ধারাটি দুর্নীতি প্রতিরোধে বাধার সৃষ্টি করবে। তাই তারা এ ধারাটি বাতিল করে আইনের সংশোধন চান।

এদিকে, সচেতন নাগরিকদের মতামত হল, শাসক শ্রেণীদের প্রকাশ্য মদদে এক দল সরকারী কর্মচারিরা, দুর্নীতির মাধ্যমে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের রক্ত শোষণ করে নিজেরা কালো টাকার পাহাড় গড়ছে। তাই দুর্নীতি বন্ধ করতে হলে এই সরকার ব্যাবস্থাকেই পাল্টাতে হবে।

সূত্র: নয়া দিগন্ত

সামীম মোহাম্মদ আফজাল ইসলামিক ফাউন্ডেশনের (ইফা) মহাপরিচালক (ডিজি) হওয়ার পর থেকেই একের পর এক ইসলাম বিরোধী কাজ করেছে। যার ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম অনেক আন্দোলনও করেছিলেন। ইসলাম বিদ্বেষী সরকার নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে।

দুর্নীতি, অনিয়ম ও বিনা কারণে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বহিষ্কার ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। যা চেয়েছে, তা-ই করেছে। মন্ত্রণালয় কিংবা ফাউন্ডেশনের কারও কথায় গুরুত্ব দেয়নি। এক সপ্তাহ ধরে এই সামীম মোহাম্মদ আফজালের অব্যাহতির দাবিতে উত্তপ্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশন। সংস্থাটির ২৭ পরিচালকের মধ্যে ২০ জনই সামীম মোহাম্মদ আফজালের অব্যাহতি চেয়ে অনড় অবস্থানে রয়েছেন।

তবে কেনাকাটা-নিয়োগবাণিজ্যসহ নানা অনিয়মের অভিযোগে তদন্তের মুখোমুখি হতে হচ্ছে ইফা মহাপরিচালক সামীম মোহাম্মদ আফজালকে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে নিয়োগ পান সামীম মোহাম্মদ আফজাল। এর পর ভুয়া সনদ/লিখিত পরীক্ষায় কম মার্ক পাওয়া সত্ত্বেও নিয়োগ দেয় ভাগ্নে-ভাতিজা-শ্যালিকাসহ ঘনিষ্ঠজনদের। এ ১০ বছরে ইসলামিক ফাউন্ডেশনে স্বজন ছাড়াও সিন্ডিকেট তৈরি করে লাগামহীন দুর্নীতি, অনিয়ম, বিনা কারণে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বহিষ্কার আর স্বেচ্ছাচারীর অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। এ নিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ও ধর্ম মন্ত্রণালয়ে দুটি অভিযোগ জমা পড়েছে। মন্ত্রণালয় ও দুদক এ বিষয়ে আলাদাভাবে তদন্ত শুরু করেছে।

ধর্ম মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি সূত্রে জানা যায়, ২০০৯ সালে নিয়োগের পর ভাগ্নি ফাহমিদা বেগমকে সহকারী পরিচালক, সিরাজুম মুনীরাকে মহিলা কো-অর্ডিনেটর অফিসার, ভাগ্নে এহসানুল হককে বায়তুল মোকাররম মসজিদের পেশ ইমাম, ভাতিজা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে সহকারী পরিচালক, শাহ আলমকে উৎপাদক ব্যবস্থাপক, রেজোয়ানুল হককে প্রকাশনা কর্মকর্তা, মিসবাহ উদ্দিনকে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, শ্যালিকা ফারজিমা শরমীনকে আর্টিস্টসহ নিকটাত্মীয়দের বিভিন্ন পদে নিয়োগের অভিযোগ সামীম মোহাম্মদ আফজালের বিরুদ্ধে। ডিজির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগে বলা হয়, গত ১০ বছরে ইফায় ৬ শতাধিক কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়। এ সময়ে নিয়োগে আর্থিক লেনদেন, স্বজনপ্রীতি, নিময়নীতি তোয়াক্কা না করেই দৈনিক ভিত্তিতে আড়াইশ কর্মচারী নিয়োগ দেয়।

গত দেড় বছর আগে মসজিদভিত্তিক শিশু, গণশিক্ষায় কওমি ও আলিয়া নেসাবের ২০২০ জন শিক্ষক নিয়োগকালে ঘুষ গ্রহণের অভিযোগে তৎকালীন প্রকল্পপ্রধান জোবায়ের আহমেদ ক্ষুব্ধ হন। এ নিয়ে তৎকালীন ধর্ম মন্ত্রণালয়ের তখনকার সচিব মো. আবদুল জলিলের সঙ্গে ডিজির দ্বন্দ্ব হয়। যে কারণে ইবতেদায়ী পর্যায়ে

নিয়োগ এখনো আটকে আছে। দুদক ও মন্ত্রণালয়ে আসা অভিযোগে বলা হয়, ইফা ডিজি সামীম মোহাম্মদ আফজাল নারিন্দার মশুরীখোলা দরবারের পীর শাহ মোহাম্মদ আহছানুজ্জামানের মুরিদ।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে 'বোগদাদী কায়দা' আমপাড়া নামে যুগ যুগ ধরে পুস্তক ছাপা হলেও লেখক হিসেবে নতুন করে পীরের নাম বসিয়ে দেয় ডিজি। এ জন্য পীরকে ১৪ লাখ টাকা রয়ালিটি দেওয়া হয়। ডিজি নিজেও ইফার প্রকাশনায় ২৫টি পুস্তক লিখে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। এসব পুস্তক ইসলামিক ফাউন্ডেশনে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ও সারাদেশে থাকা ইফা পরিচালিত পাঠাগারে কেনা বাধ্যতামূলক করেছে। আবার ইফার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকীর প্রেসে বই ছাপিয়ে তাকে ৭০ লাখ টাকা আর্থিক সুবিধা দেওয়া হয়।

অভিযোগে বলা হয়, সামীম মোহাম্মদ আফজালের হিসেবে পরিচিত জালাল আহমেদকে সংস্থাটির তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদ উপসচিবের পদে ৮ বছর রাখা হয়। ডিজির পর সেই একমাত্র কর্মকর্তা, যে একই পদে এত বছর থাকছে। জালাল আহমেদ ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির পরিচালকের দায়িত্ব পেলেও তাকে একই পদে রাখা হয়। ডিজির দুর্নীতির সহায়ক হিসেবে পরিচিত পরিচালক হারুনুর রশিদ, তাহের হোসেন, সাহাবউদ্দিন খান ও হালিম হোসেন খান।

হারুনুর রশিদ ও তাহের হোসেন যথাক্রমে ২০১২ ও ২০১৩ সালের অবসরগ্রহণ করলেও ২০১৮ সাল পর্যন্ত তারা অফিস করে বদলিবাণিজ্যে যুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন সভায় এ সময়ে অংশ নিয়ে সম্মানী পেয়েছেন। অবসরগ্রহণের পর তারা সরকারি গাড়ি, চালক ও জ্বালানি ব্যবহার করেছেন। মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষায় ফিল্ড সুপারভাইজার নিয়োগে ডিজির ঘনিষ্ঠজন এবিএম শফিকুল ইসলাম ও মজিব উল্লাহ ফরহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে সারাদেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ইফার অর্থায়নে ৫৬০ মডেল মসজিদ নির্মিত হচ্ছে। এসব মসজিদের জন্য সাইনবোর্ড তৈরি করা হয়। প্রতিটি সাইনবোর্ডের ব্যয় ধরা হয় ১ লাখ ১৪ হাজার টাকা। সারাদেশের জেলা অফিসারদের নির্দেশনা দিয়ে ঢাকা থেকে ডিজির স্ত্রীর বড় ভাই মনার মাধ্যমে কাজগুলো করানো হয়।

সূত্র বলছে, ২০১০ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেসের মেশিন ক্রয়ে ১ কোটি ৭৯ লাখ ৮৮ হাজার টাকা বিল পরিশোধ করা হলেও মেশিন কেনা হয় ৪৫ লাখ টাকায়। কাগজপত্রে প্রেসের মেশিনটিকে হাইডেলবার্গ জার্মানির দেখানো হলেও মূলত এটি চীনের তৈরি।
এসকল দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা ও নানা অনিয়মের অভিযোগ এবং সপ্তাহকালব্যাপী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্দোলনের পরও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের (ইফা) মহাপরিচালক (ডিজি) সামীম মোহাম্মদ আফজালকে স্বপদে বহাল রাখার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে সরকার।

সামীম মোহাম্মদ আফজালের পদত্যাগের দাবিতে গত সপ্তায়জুড়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কার্যালয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সারা দিন অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন।

সামীম মোহাম্মদ আফজালকে শিগগিরই ছুটিতে পাঠানো হচ্ছে; চলতি সপ্তাহে তার স্থলে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম-সচিবকে আপাতত দায়িত্ব দেয়া হতে পারে- এমন আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার অবস্থান কর্মসূচি স্থগিত করেন ইফার আন্দোলনরত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

এ প্রক্ষাপটে, গত শনিবার ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গভর্নস এর সভা থেকে ডিজির পদত্যাগের কথা থাকলেও আগামী ডিসেম্বর মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত স্বপদেই বহাল থাকছে বলে গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আলহাজ শেখ মো. আবদুল্লাহ।
সূত্র: দৈনিক আমাদের সময়

পল্লী বিদ্যুতের কর্মকর্তাদের অবহেলা! দীর্ঘ এক বছর থেকে পল্লী বিদ্যুতের তারটি খুঁটি থেকে ছিঁড়ে পড়ে ছিল। একাধিকবার লাইনম্যানসহ কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরও তারটি সরানোর ব্যবস্থা করা হয়নি। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে জানা যায়, দিনাজপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর বিদ্যুতের খুঁটি থেকে ছিঁড়ে পড়ে থাকা তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শুকুর আলী শুকরু (৫৫) নামের এক দিনমজুরের মৃত্যু হয়েছে।

গত শনিবার (২২ জুন) সকাল ১১টায় উপজেলার শিবনগর ইউনিয়নের রাজারামপুর ফকিরপাড়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
জানা যায়, সকালে শুকুর আলী আব্দুর রহিমের আম বাগানে চারা গাছের পরিচর্যা করছিলেন। এ সময় বাগানের মধ্যে খুঁটি থেকে ছিঁড়ে পড়ে থাকা পল্লী বিদ্যুতের তার হাত দিয়ে সরাতে গেলে বিদ্যুতায়িত হন। পরে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়।

ঘটনাস্থল সংলগ্ন পিটিকল কোম্পানির গার্ড আবু তাহের বলেন, দীর্ঘ এক বছর থেকে পল্লী বিদ্যুতের তারটি খুঁটি থেকে ছিঁড়ে ওই বাগানে পড়ে আছে। একাধিকবার লাইনম্যানসহ কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরও তারটি সরানোর ব্যবস্থা করা হয়নি। সকাল ১১টায় দুর্ঘটনা ঘটলেও পল্লী বিদ্যুতের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে এসেছে বেলা ২টায়।
এ নিয়ে এলাকায় প্রচণ্ড শোক এবং ক্ষোভ চলছে।
এলাকাবাসীর বক্তব্য হল, পল্লী বিদ্যুতের কর্মকর্তাদের অবহেলায় একটি প্রাণ ঝরে গেল। তাদের অবহেলার দরুন আরো বড় যেকোন সমস্যা হয়ে যেতে পারে।

খুন, গুম, ধর্ষণ এগুলো এখন বাংলাদেশের প্রতিদিনের ঘটনা। কখন কী হয়ে যায় এ নিয়ে জনমনে সর্বদা আতংক বিরাজ করে।
জান মালের কোন নিরাপত্তা নেই, রহস্যজনক কারণে বাংলাদেশে হঠাৎ করেই মানুষ নিখোঁজ হয়ে যায়। প্রিয়জন তাদের খবর পাওয়ার আশায় বুক বেঁধে আছেন। কিন্তু তারা কোনো খোঁজ পাচ্ছেন না প্রিয়জনের। ফলে তাদেরকে বেদনা সঙ্গে নিয়েই বেঁচে থাকতে হচ্ছে। তাদেরই একজন ফারজানা আক্তার। তিনি বলেন,

আমার ছেলের বয়স এখন প্রায় ৬ বছর। কিন্তু সে এখনও তার পিতার মুখ দেখতে পায় নি। অনলাইন আল জাজিরায় ‘বাংলাদেশে কেন এত মানুষ গুম হন? শীর্ষক এক ভিডিও প্রতিবেদনে এসব কথা তুলে ধরা হয়েছে।

এতে বলা হয়, জোরপূর্বক গুমের জন্য বেশির ভাগ পরিবারের সদস্যরা রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন এজেন্সিকে দায়ী করেন। কিন্তু সরকার এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে। তবু নিখোঁজ প্রিয়জন কোথায় আছেন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তার উত্তর পাওয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরে আহ্বান জানিয়েছে আসছে ‘মায়ের ডাক’। নিখোঁজ ব্যক্তিদের মা, বাবা, ভাইবোন ও শিশুদের প্রতিনিধিত্ব করে মায়ের ডাক। তারা প্রিয়জনের সন্ধান চাইলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাদের আর্তনাদ ফাঁকা বুলিতে পরিণত হয়। মাসের পর মাস যায়। বছরের পর বছর।

আল জাজিরা আরো লিখেছে, গত কয়েক বছরে যেসব মানুষ নিখোঁজ হয়েছেন তার বেশির ভাগই বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির সদস্য। আরও আছেন ওইসব অধিকার বিষয়ক কর্মী, যারা ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সমালোচনা করেন। এপ্রিলে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর হিউম্যান রাইটস বলেছে, ২০০৯ সালের শুরু থেকে ২০১৮ সালের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে ৫০৭টি জোরপূর্বক গুম প্রামাণ্য হিসেবে উপস্থাপন করেছে নাগরিক সমাজ বিষয়ক গ্রুপগুলো। ৬২ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে মৃত অবস্থায়। বেশির ভাগ গুমের জন্য সন্দেহ করা হয় পুলিশ, ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ ও র‌্যাবকে।

কিন্তু সরকারের প্রথম সারির মন্ত্রীরা পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন ভ্রুক্ষেপই করে না। তারা গুমের রিপোর্টকে ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারণা বলে অভিহিত করছে।
তবে বিশ্লেষকগণের মতামত হল, এ সকল গুমের পিছলে সরকারী দলের পুরাপুরি হাত রয়েছে। তাঁরাই তাঁদের বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করতে অগণিত মানুষকে গুম করছে। পরে নিজেদের সুবিধামত অনেককে খুন করছে।

আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ ২৩শে জুন সোমালিয়ার বাইদাওয়ে শহরে একটি বরকতময়ী সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিনের পক্ষ হতে জানানো হয় যে, মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় ১৩ এরও অধিক সোমালিয় মুরতাদ সেনা নিহত হয়, আহত হয় আরো ৭ এরও অধিক মুরতাদ সেনা। হতাহতদের মাঝে উচ্চপদস্থ দুই কমান্ডারও রয়েছে বলে নিশ্চিত করা হয়েছে।

এসময় মুজাহিদদের সফল হামলায় মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিকযান ধ্বংস হয়ে যায়। এছাড়া, মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী হতে বেশ কিছু যুদ্ধাস্ত্র গণিমত লাভ করেন।

২২শে জুন,২০১৯

আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের নিকট গত ২০ জুন সোমালিয়ার জিযু প্রদেশ হতে ৭ সোমালিয় সেনা নিজেদের যুদ্ধাস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করেছে।

গত ২১ জুন সোমালিয়ায় দুটি পৃথক অভিযান পরিচালনা করেন আল-কায়দা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ।

যার মাঝে দেশটির বাইবুকুল প্রদেশের বাইদাওয়ে শহরে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত একটি হামলায় নিহত ও আহত হয় আফ্রিকান কুফ্ফার জোটের শরিক দেশ ইথিউপিয়ার ৫ এরও অধিক কুফ্ফার সেনা।

অন্যদিকে রাজধানী মোগাদিশুতে মুজাহিদদের অন্য একটি হামলায় নিহত হয় সোমালিয়ান মুরতাদ বাহিনীর "মুহাম্মাদ হুসাইন দাকনী" নামক এক উচ্চপদস্থ কমান্ডার।

আজ শনিবার ২২জুন সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন আল-কায়দা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন।

হারাকাতুশ শাবাবের পক্ষ হতে জানানো হয় যে, রাজধানীতে পরিচালিত মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় কমপক্ষে ১০ সোমালিয় মুরতাদ সেনা হতাহত হয়। এসময় মুজাহিদদের বোমা হামলায় মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিকযানও ধ্বংস হয়ে যায় বলে নিশ্চিত করা হয়েছে।

সিরিয়া, লাতাকিয়া: কুখ্যাত মুরতাদ আসাদ বাহিনীর চতুর্থ ডিভিশনকে লাতাকিয়ার কাবিনাহ ফ্রন্ট থেকে ৫৭ দিন ব্যাপী চলা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর প্রত্যাহার করা হয়েছে।

এই ৫৭ দিনব্যাপী চলা যুদ্ধে আসাদ বাহিনী মুজাহিদগণের নিয়ন্ত্রিত পর্বত ও গ্রামসমূহের উপর কয়েক হাজার বিমান, আর্টিলারী ও ট্যাংক শেল, ব্যারেল বোমা, মর্টার এবং ক্যামিকেল হামলা চালিয়েছে। এভাবে বহুবার সামনে অগ্রসরের চেষ্টা চালিয়েছে। যেগুলোর সবকিছুই ব্যর্থতায় রুপ নিয়েছে, আর আসাদ বাহিনীর শত শত সেনার হতাহতের কারণ হয়েছে।

এই ব্যর্থতা আর পরাজয়কে মাথায় নিয়েই আসাদ বাহিনী কাবিনাহ ফ্রন্ট থেকে পলায়ন করেছে বলে জানা গেছে।

এর মাধ্যমে আবারও প্রমাণ হলো, আল্লাহ তায়ালা মু'মিনদের অবশ্যই সাহায্য করবেন, যদি তাঁরা রবের উপর পরিপূর্ণ আস্থা রেখে ময়দানে দৃঢ় থাকেন।
তাই, আল্লাহর উপর সুদৃঢ় আস্থা রেখে কুফফার বাহিনীর মোকাবেলায় মুজাহিদিনের সঙ্গী হতে মুসলিম জাতির প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ ২২জুন শনিবার সকাল বেলায় কেনিয়ার জারিসা অঞ্চলের "ইউনবাস" এলাকায় এক অসাধারণ অভিযান পরিচালনা করেছেন ।

আল-শাবাব মুজাহিদদের পক্ষ হতে জানানো হয় যে, আল-কায়দার জানবায মুজাহিদদের কয়েক ঘন্টার তীব্র লড়াইয়ের পর কেনিয়ার কুফ্ফার সেনারা সামরিক ঘাঁটি ছেড়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। এসময় মুজাহিদদের হামলায় হতাহতের শিকার হয় অনেক কুফ্ফার সেনা।

আলহামদুলিল্লাহ, মহান আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে সফল এই অভিযানের ফলে মুজাহিদগণ সামরিক ঘাঁটি নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার পাশাপাশি "ইউনবাস" এলাকার উপরেও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

ভারতে চলছে ইসলামের বিরুদ্ধে হিন্দুদের প্রকাশ্য অভিযান। দেশটির বিভিন্ন রাজ্যে ইসলাম ও মুসলিমদের উপর আগ্রাসী হয়ে উঠেছে হিন্দুত্ববাদীরা।

সম্প্রতি ভারতের দিল্লি শহরের একটি মসজিদের সামনে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা জড়ো হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এসময় শত শত উগ্র হিন্দু নিকৃষ্ট ও আক্রমণাত্মক স্লোগান দিতে থাকে। এই উগ্র হিন্দুরা মসজিদ ধ্বংস করতে চায়।

হিন্দুদের এরূপ আগ্রাসনের ফলে মুসলিমরা পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে যান। কিন্তু, উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী মুসলিমদের অভিযোগ তো গ্রহণ করেইনি উল্টো মুসলিমদের বিরুদ্ধে এফআইআর লিপিবদ্ধ করেছে বলে জানায় ডকুমেন্টিং অপ্রেশন এগেইনস্ট মুসলিমস্।

দেখুন ভিডিও:

https://youtu.be/X0R6p_OtJEA

হিন্দুদের আগ্রাসনের কবলে ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়। ভারত থেকে প্রতিনিয়তই আসছে মুসলিমদের উপর আঘাত হানার সংবাদ।

সম্প্রতি ভারতের দিল্লি শহরে মুহাম্মাদ মুমিন নামক একজন মুসলিমকে ইচ্ছাকৃতভাবে গাড়ি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে বলে জানায় ডকুমেন্টিং অপ্রেশন এগেইনস্ট মুসলিমস্ নামক বার্তাসংস্থা।

আব্দুল মুমিন বলেন‚কিছু লোক উক্ত গাড়িতে বসাবস্থায় আমাকে "জয় শ্রী রাম" বলতে বলে। কিন্তু আমি তাদের এড়িয়ে যায়। তারপর, তারা আমাকে নিকৃষ্টভাবে গালিগালাজ করতে থাকে এবং এক পর্যায়ে গাড়ি দিয়ে আঘাত করে। আর গাড়ির আঘাতের ফলেই আমার এই ক্ষত!”

ভারতের উত্তর প্রদেশের গাজীয়াবাদে একটি মসজিদকে ঘেরাও করে রেখেছে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। এসময় তারা মসজিদে হামলার হুমকি এবং ‘জয় শ্রী রাম’ বলে আক্রমণাত্মক স্লোগান দিচ্ছে। এমনই একটি ভিডিও সম্প্রতি ছড়িয়ে পড়েছে। ডকুমেন্টিং অপ্রেশন এগেইন্সট মুসলিমস নামক বার্তাসংস্থা ভিডিও চিত্রসহ এ তথ্য শেয়ার করেছে।

ভিডিওটি দেখুন-

https://alfirdaws.org/2019/06/22/23999/

ভারতে উগ্র হিন্দুত্বের জোয়ার তুলে দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় এসেছে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি। তারপর থেকেই দেশটিতে সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর ক্ষমতাসীনদের অত্যাচার আশংকাজনকভাবে বেড়ে গিয়েছে। প্রায় সমগ্র ভারতজুড়েই নিগৃহীত হচ্ছেন মুসলমানরা।

এবার মুসলিম বিদ্বেষে সহিংসতার ঘটনা ঘটল আসাম রাজ্যে। গত মঙ্গলবার আসামের বরপেটা শহরে মুসলিমদের বেধড়ক মারধর করে ‘জয় শ্রীরাম’ বলতে বাধ্য করার ঘটনা ঘটল। মারধরের সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতে বিতর্ক শুরু হয়েছে রাজ্যজুড়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাতে বরপেটা শহরে অটোয় করে যাচ্ছিলেন কয়েকজন মুসলিম ব্যক্তি। আচমকা কয়েকজন তাদের অটো আটকায়। এরপর অটো থেকে তাদের নামিয়ে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। মারধরের পর ‘জয় শ্রীরাম’‚ভারত মাতা কী জয়’ বলে স্লোগান দিতেও বাধ্য করে। পুরো ঘটনাটির ভিডিও করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছেড়ে দেওয়া হয়। ভিডিওটি ভাইরাল হতে শোরগোল পড়ে যায় রাজ্যজুড়ে।

সূত্র: টিওআই।

জাওজান প্রদেশের পুনরাবৃত্তি ঘটলো এবার কুনার প্রদেশে। গত ২০জুন আফগানিস্তানের কুনার প্রদেশে মার্কিন ক্রুসেডাররা আবারও তাদের পোষ্য খারেজী আইএস সন্ত্রাসীদেরকে হেলিকপ্টারে করে উদ্ধার করে নিয়ে গেছে নিরাপদ স্থানে, যেমনিভাবে ইতিপূর্বে জাওজান প্রদেশ হতে প্রায় ২০০শত এরও অধিক আইএস সন্ত্রাসীদেরকে উদ্ধার করেছিল ক্রুসেডার বাহিনী।

বিস্তারিত সংবাদ হতে জানা যায় যে, তালেবানদের রেড ইউনিট ও স্থানীয় মুজাহিদগণ এক সপ্তাহ যাবৎ কুনার ও নুরিস্থান প্রদেশে আইএস সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে বড় ধরণের অভিযান শুরু করেছিলেন। উক্ত অভিযানে কুনার প্রদেশের জনগণও মুজাহিদদের সর্বাত্মক সহযোগীতা করেছেন। উক্ত অভিযানে ফিৎনাবাজ দায়েশ সন্ত্রাসীরা পরাজিত হয়ে নিজেদের ঘাঁটি থেকে পলায়ন করে পর্বত অঞ্চলে আশ্রয় নিতে থাকে এবং মুজাহিদরাও দায়েশ সন্ত্রাসীদের ধাওয়া করতে থাকেন। অবশেষে দায়েশের লিডার ও যোদ্ধারা কুনার প্রদেশের নুর গুল জেলার মাজার ভ্যালীর চারকানডো গ্রামে আশ্রয় নেয়।

তালিবান মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ (হাফিঃ) জানিয়েছেন, গত ২০শে জুন দিবাগত রাতে মুজাহিদরা খারেজী আইএসদের ধরতে প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন, আর এসময়ই ১০ এরও অধিক মার্কিন হেলিকপ্টার এবং শত শত স্থল বাহিনী উক্ত এলাকায় প্রবেশ করে এবং আইএস সন্ত্রাসীদেরকে তাদের সমস্ত সরঞ্জাম ও পরিবারসহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

দুনিয়ার সামনে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী যুদ্ধের স্লোগান দেওয়া ভণ্ড আমেরিকাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে সন্ত্রাসী এবং আফগানিস্তানে তাদের মিত্রে পরিণত আইএসকে সবরকমের সহযোগীতা ও সমর্থন প্রদানকারী। বিশ্ব সন্ত্রাসী আমেরিকা এই ফিৎনাবাজ খারেজীদেরকে প্রকৃত মুজাহিদদের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

২১শে জুন,২০১৯

ফটো রিপোর্ট।। ১৭ই শাওয়াল, ১৪৪০ হিজরী; ২০শে জুন, ২০১৯ ঈসায়ী।। আলেপ্পো, লাতাকিয়া এবং হামার পল্লী অঞ্চলে তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের মুজাহিদিনের রিবাতের দায়িত্বপালন ।

https://alfirdaws.org/2019/06/21/23975/

ভারতের হিন্দুত্ববাদী দলগুলো নিজেদের উগ্র হিন্দুত্ববাদকে রক্ষার জন্য পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরকেও প্রশিক্ষিত করে তুলছে। হিন্দুত্ববাদ ও কথিত দেশপ্রেম জাগাতে, নারীদের আত্মরক্ষার্থে দুর্গা বাহিনি গড়ছে সন্ত্রাসী গেরুয়া শিবির। প্রতিটি জেলাতেই একটি করে কমিটি গঠন করা হবে। গত ৩১ মে থেকে ৫ জুন

পর্যন্ত কলকাতা সহ ১৪টি জেলার ১৮২জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হল কৃষ্ণনগর শহরে। গেরুয়া শিবিরের নেতারা জানায়, ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সী পর্যন্ত মেয়েরা দুর্গা বাহিনীতে থাকবে এবং ৩০ থেকে ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত মহিলারা মাতৃশক্তি বাহিনিতে থাকবে।
তৃণমূল সুপ্রিমো বঙ্গ জননী বাহিনি গঠন করেছে। যার নেতৃত্বে রয়েছে সংসদ সদস্য কাকলি ঘোষদস্তিদার। এবার দুর্গা ও মাতৃশক্তি বাহিনি গড়ছে গেরুয়া শিবির। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্গা বাহিনির প্রতিটি জেলায় একটি করে কমিটি থাকবে। দুর্গা বাহিনি গড়তে গত ৩১ মে থেকে ৫ জুন পর্যন্ত কৃষ্ণনগরের সরস্বতী শিশু মন্দিরে একটি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাতে দক্ষিণবঙ্গের কলকাতা সহ ১৪টি জেলার ১৮২ জন প্রশিক্ষণ নিয়েছে। কলকাতা সহ ১৪টি জেলা হল মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, দুই উত্তর ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলি, দুই বর্ধমান, দুই মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া। মালদা থেকে উত্তরবঙ্গের জেলা গুলি নিয়ে উত্তরবঙ্গ হিসেবে ভাগ করা হয়েছে। ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সী মেয়েরা থাকবে দুর্গা বাহিনিতে। আর ৩০ থেকে ৫০ বছর বয়সী মহিলারা থাকবে মাতৃশক্তি বাহিনিতে। এই দুই বাহিনির কী কাজ হবে? গেরুয়া শিবিরের নেতারা জানায়, দুর্গা ও মাতৃশক্তি বাহিনিতে থাকা সদস্যরা সাধারণ মানুষের মধ্যে হিন্দুত্ববাদ ও দেশপ্রেম জাগাবে।

জানা গিয়েছে, বেশ কিছু জেলায় দুর্গা ও মাতৃশক্তি বাহিনির জেলা নেতৃত্বের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। তবে নদীয়া জেলায় এখনও করা হয়নি। দ্রুত দুর্গা ও মাতৃশক্তি বাহিনির নেতৃত্বের নাম ঘোষণা করা হবে বলে গেরুয়া শিবিরের নেতারা জানায়। প্রসঙ্গত, সারা রাজ্যেই গেরুয়া পতাকার উত্থান ঘটেছে।বঙ্গে বিজেপির উত্থানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নিজেদের সংগঠন আরও মজবুত করতে চায়। সেকারণেই দুর্গা ও মাতৃশক্তি বাহিনি গঠন বলে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মত।

দেশপ্রেম জাগাতে দুর্গা বাহিনিকে নামাতে তৎপর গেরুয়া শিবির। নেতারা বলছে, দুর্গা ও মাতৃশক্তি বাহিনি এলাকায় সংগঠন বাড়ালে আদতে লাভ হবে বিজেপিরই। আগামী নির্বাচন গুলিতে এর সুফল পাবে মোদির দল।
বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সুজন মুখোপাধ্যায় বলেছে, প্রতি জেলাতেই দুর্গা ও মাতৃশক্তি বাহিনি গঠন করা হচ্ছে। নদীয়া জেলায় এখনও নেতৃত্বের নাম ঘোষণা করা হয়নি। দুর্গা ও মাতৃশক্তি বাহিনির প্রশিক্ষণ হয়েছে। কলকাতা সহ ১৪টি জেলার ১৮২ জন প্রশিক্ষণ নিয়েছে। এই দুর্গা ও মাতৃশক্তি বাহিনির কাজ দেশপ্রেম জাগানো, আত্মরক্ষার্থে নারীদের এগিয়ে আসার সচেতনতা সহ একাধিক কাজ করবে তারা।
অন্যদিকে মুসলিম বিশ্লেষকদের মতামত হল হিন্দুরা নিজেদের রক্ষায় যেভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে তার তুলনায় মুসলিমরা এখনো সুখের নিদ্রায় শায়িত। তাঁদের নিজেদের রক্ষা করা কিংবা হিন্দুদের উগ্রবাদী আগ্রাসনে মুসলিমদের রীতি নীতি রক্ষা করার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কোন প্রস্তুতি নেই বললেই চলে। সূত্র: বর্তমান

জনগণের রক্ত চুষে টাকা আদায় করার নানা পলিসি বের করেছে বর্তমান আওয়ামী সরকার। কখনো তা উন্নয়নের নামে, কখনো করের নামে আবার কখনো বা ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু করার নামে জনগণের কাছ থেকে টাকা লুটের ব্যবস্থা করছে সরকার। তারই ধারাবাহিকতায় দেশে চালু করা হয়েছে প্রি-পেইড মিটার। এমনটিই মনে করছেন দেশের জনসাধারণ।

দেশের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি পল্লী বিদ্যুতের প্রি-পেইড মিটারে আগের চেয়ে বিদ্যুৎ বিল বেশি হওয়ার অভিযোগে নরসিংদীতেও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শহরের চৌয়ালাস্থ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি নরসিংদী-২ কার্যালয়ের সামনে বৃহস্পতিবার সকালে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির স্থাপন করা মিটারে গ্রাহকদের আগের চেয়ে বেশি বিদ্যুৎ বিল দিতে হচ্ছে। কারও বিল যদি আগে ৫০০ টাকা আসতো, এখন প্রি-পেইড মিটারে তা আসছে ১১০০ থেকে ১২০০ টাকা। মিটারের ভাড়াও আগের চেয়ে বেশি। এছাড়া মিটার হঠাৎ লক হয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়।
পল্লী বিদ্যুতের লোক ছাড়া কাজ করা নিষেধ, তবে পল্লী বিদ্যুতের লোকদের থেকেও তাৎক্ষণিক সাড়া পাওয়া যায় না। তাছাড়া রিচার্জে কত টাকা কেটে নেওয়া হলো, মেয়াদ কতদিন, কত ইউনিট খরচ হলো মিটারের ডিসপ্লেতে এসব তথ্যের উল্লেখ নেই।

স্থানীয় একটি সংবাদসংস্থার সূত্রে জানা যায়, মানববন্ধনে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি নরসিংদী-২ এর আওতাধীন সকল প্রি-পেইড মিটার অবিলম্বে তুলে নেওয়া, গ্রাহকদের কাছ থেকে গ্রহণ করা অতিরিক্ত টাকা ফেরত দেওয়া এবং নতুন কোনো সেবা দেওয়ার আগে গ্রাহকদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দাবি জানান জনসাধারণ।

প্রি-পেইড মিটারের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকেই এর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে জনসমাজে। কিন্তু, জনগণের কথায় কর্ণপাত করছে না দেশের সরকার। উদরপূর্তির নীতি মেনে তারা জনগণের কাছ থেকে শোষণ করতে পারাকেই যেন নিজেদের স্বার্থকতা হিসেবে নিয়েছে।

এ ব্যাপারে *তারেক আকন্দ* নামে একজনের মন্তব্য হলো,‘এটাকে সেবা বলেনা, এটাকে বলে সেবার নামে বিড়ম্বনার ঢেঁকি,আরো সহজ করে বললে হবে বাঁশ। পল্লী বিদ্যুৎ সেবার নামে প্রতিনিয়ত জনগনকে বাঁশ দিচ্ছে।’

গতকাল বৃহস্পতিবার ২০ জুন আফগানিস্তানের ১৯টি প্রদেশে ক্রুসেডার আমেরিকা ও তাদের গোলাম আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় ৩৩টি অভিযান পরিচালনা করেছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদগণ।

আলহামদুলিল্লাহ, আফগানিস্তানের ১৯টি প্রদেশে তালেবান মুজাহিদদের পরিচালিত ৩৩টি অভিযানে কমপক্ষে ৯২ কুফ্ফার সেনা হতাহতের শিকার হয়।

হতাহত সেনাদের মাঝে নিহত সেনা সংখ্যা হচ্ছে ৩ ক্রুসেডার মার্কিন সেনাসহ ৪৮ আফগান মুরতাদ সেনা। এসময় মুজাহিদদের হামলায় আহত হয় আরো ৪৪ এরও অধিক ক্রুসেডার ও আফগান মুরতাদ সেনা।

বিপরীতে কুফ্ফার বাহিনীর হামলায় ৩ জন মুজাহিদ শাহাদাতবরণ করেন এবং আহত হন আরো ৩ জন মুজাহিদ। অন্যদিকে, মুজাহিদদের নিকট আত্মসমর্পণ করে ১১ আফগান সেনা।

তালেবান মুজাহিদগণ তাদের পরিচালিত এসকল সফল অভিযান হতে গণিমত লাভ করেন প্রায় ১১টি ট্যাংক, হাম্বি ও রেঞ্জার গাড়িসহ সামরিক বাহিনীর অনেক যুদ্ধাস্ত্র।

২০শে জুন,২০১৯

ভারতের প্রেসিডেন্ট রামনাথ কোবিন্দ বলেছে, নারীদের সমানাধিকার দেওয়ার জন্য 'তিন তালাক' ও 'নিকাহ হালালা'র মতো বিষয়কে নিষিদ্ধ করা দরকার। বৃহস্পতিবার সেন্ট্রাল হলে সংসদের দুই কক্ষের যুগ্ম অধিবেশনে দেয়া ভাষণে সে এই মন্তব্য করে।

ভারতের সপ্তদশ লোকসভার প্রথম অধিবেশন সোমবার শুরু হয়েছে। নবনির্বাচিত সাংসদরা শপথগ্রহণ করেছে ও স্পিকার নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতির বক্তৃতার পরে রাজ্যসভার কার্যধারা শুরু হয়। ২৬ জুলাই পর্যন্ত সংসদের এই অধিবেশন চলবে। অর্থনৈতিক সমীক্ষা সংসদে পেশ করা হবে ৪ জুলাই। পরের দিন ৫ জুলাই কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করা হবে।

সে বলে আমি আনন্দের সঙ্গে আপনাদের জানাচ্ছি যে, মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ উত্থান হয়েছে। ভোটার কিংবা জয়ী প্রার্থী- দুই দিক দিয়েই এটা লক্ষ করা যাচ্ছে। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে যত সংখ্যক মহিলারা ভোট দিয়েছে, তা প্রায় পুরুষদের সমান। এমনকী, কোনও কোনও অঞ্চলে মহিলা ভোটারের সংখ্যা পুরুষ ভোটারের থেকে বেশি ছিল।'

সে নারীদের অধিকারের নামে ইসলাম বিদ্বেষী মন্তব্য করায় মুসলিমদের মধ্যে তীব্র সমালোচনার ঝড় উঠেছে বলে জানা যায়।
সূত্র: এনডিটিভি

গুজরাট দাঙ্গায় রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। এটাই তার অপরাধ। ১৯৯০ সালে মুসলমানদের উপর পরিচালিত পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের মূল হোতা ছিল মোদী।

মুসলিমদের উপর যাবতীয় আক্রোশ যাতে হিন্দুরা মিটিয়ে নিতে পারে, দাঁড়িয়ে থেকে মোদী নিজে নির্দেশ দিয়েছিল বলে অভিযোগ করেছিল এই আইপিএস অফিসার সঞ্জীব ভট্ট ।

তাই এখন তিন দশক পুরনো একটি মামলায় সেই আইপিএস অফিসার সঞ্জীব ভট্টকে এবার যাবজ্জীবন সাজা শোনাল সুপ্রিম কোর্ট।

জামনগর থানায় পুলিশি হেফাজতে থাকাকালীন এক বন্দির মৃত্যুতে সঞ্জীব ভট্টের বিরুদ্ধে খুনের মামলা চলছিল। সেই মামলায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করে বৃহস্পতিবার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে শীর্ষ আদালত। ১৯৯০ সালের ঘটনা। গুজরাটের জামনগর জেলায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসাবে মোতায়েন ছিল সঞ্জীব ভট্ট। সেইসময় লালকৃষ্ণ আডবাণী এবং তার সমর্থকদের রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে জামজোধপুর এলাকায়। সেই ঘটনায় প্রায় ১৫০ জনকে আটক করে সঞ্জীব ভট্ট। তাদের মধ্যে প্রভুদাস বৈষ্ণণী নামের এক ব্যক্তিও ছিল। ছাড়া পাওয়ার পর গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে । হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত্যু হয়। হেফাজতে থাকাকালীন পুলিশি নির্যাতনেই প্রভুদাসের মৃত্যু হয়েছে বলে সেইসময় দাবি করে তার পরিবার। পরবর্তীকালে এ নিয়ে থানায় এফআইআরও দায়ের করে প্রভুদাসের ভাই। তাতে সঞ্জীব ভট্ট এবং আরও বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ তোলা হয়।
তবে মনে করা হয়, আইপিএস অফিসারকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার আসল কারণ হল গুজরাট দাঙ্গায় মোদীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা।

আজ ২০শে জুন বৃহস্পতিবার সকালবেলায় দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার কাজিগোন্দের ওজোর এলাকায় ৪বছর বয়সী এক বাচ্চাকে আহত করে দখলদার হিন্দুত্ববাদী সেনাবাহিনীর এক গাড়ি। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভের সূচনা হয় এলাকাটিতে।

আহত হওয়া বাচ্চাটির নাম মুজামিল আহমদ ওয়াগে, সে গোলাম হাসসান ওয়াগে এর ছেলে। তারা ওজোর কাজিগোন্দের বাসিন্দা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হিন্দুত্ববাদী সেনাবাহিনীর একটি বহরের অংশ ঐ গাড়িটি শ্রীনগর-জম্মু জাতীয় মহাসড়কে বাচ্চাটিকে আঘাত করে পালিয়ে যায়। এরপর, বিক্ষুব্ধ জনতা অন্যান্য গাড়িগুলো আটকিয়ে বিচার দাবি করেন। বিক্ষোভের কারণে ঐ ব্যস্ত মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে জানা যায়।

ভারতে মুসলিমদের উপর চলমান নির্যাতনের অংশ হিসেবে তেলেঙ্গানায় এক মুসলিম ট্যাক্সিচালককে পিটিয়ে আহত করা হয়। কেবল মুসলিম হওয়ার অপরাধে(!) তিন হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী ঐ ট্যাক্সিচালককে বেধড়ক প্রহার করেছে এবং তার গাড়ী ভাঙচুর করেছে।

দেখুন *তেলেঙ্গানা স্টারস চ্যানেল’* এর রিপোর্ট-

https://alfirdaws.org/2019/06/20/23950/

ভারত যেন মুসলিমদের জন্য কঠিনতর স্থানে পরিণত হতে চলেছে। দিন দিন মুসলিমদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। তুচ্ছ অভিযোগে অথবা বিনা অজুহাতে মুসলিমদের উপর চলছে নির্যাতন।

সম্প্রতি ভারতের মধ্যপ্রদেশের ঝাড় শহরের মদিনা মসজিদের ইমামকে নির্মমভাবে আঘাত করে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী পুলিশ।

জানা যায়, মসজিদটির ইমাম মাওলানা সাইফুদ্দিনকে প্রথমে গভীর রাতে তুলে নিয়ে যায় হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী। তারপর তাকে খুব খারাপভাবে মারধর করে। এমনকি তাঁকে জোরপূর্বক জয় শ্রীরাম ধ্বনি দেওয়ায়। বেধড়ক মারে ইমাম সাহেবের শরীরে ক্ষতের সৃষ্টি হয়।

সিরিয়ায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে চলছে কুফফারগোষ্ঠীর সম্মিলিত আক্রমণ, চলছে গণহত্যা অভিযান। সেই ধারাবাহিকতায় গতকাল ১৯শে জুন, ২০১৯ ঈসায়ীতে ইদলিব, হামা এবং আলেপ্পোতে বিমান হামলা চালিয়েছে রাশিয়া ও আসাদ বাহিনী।

গতকাল কুফফার গোষ্ঠীর চালানো গণহত্যা অভিযানে ৩ শিশুসহ ২০জন সাধারণ মুসলিম নিহত হয়েছেন। সর্বশেষ রিপোর্ট থেকে পাওয়া সংবাদ অনুযায়ী জানা যায়, কুফফার বাহিনীর বর্বরোচিত ঐ হামলায় ৩৮জনের অধিক সাধারণ মুসলিম আহতও হয়েছেন।

১৯শে জুন,২০১৯

সিরিয়ার লাতাকিয়ার কিবানাহ গ্রাম দখল করার লক্ষ্যে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অপারেশণ শুরু করেছে নুসাইরী মুরতাদ/শিয়া সন্ত্রাসী জোট বাহিনী।

আলহামদুলিল্লাহ, আল-কায়দা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাসুদ-দ্বীন এর পরিচালিত "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন" অপারেশণ রুমের জানবায মুজাহিদদের তীব্র প্রতিরোধ যুদ্ধের ফলে নুসাইরী মুরতাদ বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য

হয়। এসময় মুজাহিদদের তীব্র হামলায় নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর কম্পক্ষে ১০ সন্ত্রাসী সেনা নিহত হয়, আহত হয় আরো অনেক মুরতাদ সেনা।

প্রবিত্র রমাদ্বান মাসের পূর্ব থেকে এখন পর্যন্ত দীর্ঘ ৫৫ দিন যাবত লাতাকিয়ার কাবিনাহ গ্রাম দখল করার জন্য অভিযান পরিচালনা করে আসছে নুসাইরী মুরতাদ ও রাশিয়ান কুফ্ফার বাহিনী। এসময় নুসাইরী বাহিনীর সাথে লড়াইরত অবস্থায় প্রায় ৭ জন
আল-কায়দার জানবায মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন এবং আহত হন আরো ৩ জন মুজাহিদ।

অন্যদিকে মুজাহিদদের সম্মিলিত অভিযানে ২০০ এরও অধিক নুসাইরী মুরতাদ সেনা নিহত হয়, আহত হয় আরো অনেক।

আল-কায়দার অন্যতম আরব উপদ্বীপ শাখা আনসারুশ শরিয়াহ্ এর জানবায মুজাহিদগণ গত এক সপ্তাহে আইএস সন্ত্রাসীদের বিভিন্ন গোপন ঘাঁটিতে হামলা চালিয়ে কম্পক্ষে ৭ আইএস খারেজী সন্ত্রাসীকে হত্যা করেছেন।

অন্যদিকে গত ১৮ জুন আনসারুশ শরিয়াহ্ মুজাহিদদের বোমা হামলায় ২ আইএস সন্ত্রাসী নিহত হওয়াসহ আরো ১ সন্ত্রাসী গুরুতর আহত হয়।

এদিকে গত কিছুদিন পূর্বে আইএস তাদের অফিসিয়াল এক বার্তায় ইয়েমেনের হামিদাহ্ অঞ্চলে হামলা চালিয়ে কয়েকজন মুজাহিদকে শহিদ করার দায় স্বীকার করে। পরে আল-কায়দার পক্ষহতে জানানো হয় যে, সেখানা আমাদের একজন মুজাহিদ আহত হওয়া ছাড়া সকল মুজাহিদগণই নিরাপদ আছেন বরং উক্ত অঞ্চলে মুজাহিদদের পাল্টা হামলার ফলে ময়দান ছেড়ে পলায়ন করে আইএস সন্ত্রাসী বাহিনী। যার ফলে সেখানে বেশ কিছু আইএস সদস্য হতাহতের শিকার হয়।

গত ১৮ জুন মঙ্গলবার সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদীন।

সোমালিয়ার রাজধানীর বারিরী শহরে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত সফল ও বরকতময়ী হামলায় কম্পক্ষে ৫ সোমালিয়ান মুরতাদ সেনা নিহত এবং আরো ৩ মুরতাদ সেনা আহত হয়।

আবারও মুসলিম নাগরিকের ওপর হামলা। অপরাধ তিনি মুসলিম। নাম প্রকাশ করতেই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিরা তাঁর ওপর হামলা চালায়। *টিডিএন বাংলা নিউজ সূত্রে জানা গেছে* ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের হায়দ্রাবাদে ।

গত মঙ্গলবার সকালে গোলকুন্ডা কামান এলাকায় এই হামলার ঘটনা ঘটে। কিষানবাগ এলাকার বাসিন্দা নওয়াজ মঙ্গলঘাট থেকে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। মাঝপথে তাঁর ওপর চড়াও হয় ৩ ব্যক্তি। হামলাকারীরা তাঁর নাম জানতে চায়। নাম জানার পর তাঁকে নির্মমভাবে মারা হয়। তাঁর গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ঘটনা সামনে আসতেই তুমুল হইচই শুরু হয়। একটি ভিডিওতে নওয়াজ ঘটনার বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, পালানোর চেষ্টা করেও রেহাই পাননি। আক্রমণকারীরা তাঁকে ধরে ফেলে। এলাকার লোকজন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। নওয়াজ জানান, কেউ তাঁকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেনি। অবশেষে গুরুতর আহত অবস্থায় পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। নওয়াজ বলেন, পুলিশ সময় মতো না এলে তিনি প্রাণে বাঁচতেন না।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের ডোমকলে রাজনৈতিক সংঘর্ষে ৩ তৃণমূল সমর্থক নিহত হয়েছে। গত (শনিবার) ডোমকলের কুচিয়ামোড়া গ্রামে ব্যাপক বোমাবাজি ও গুলিবর্ষণের মধ্যে সোহেল রানা (১৯), খাইরুদ্দিন শেখ (৫৫) ও রহিদুল শেখ (২৭) নিহত হয়। সোহেল রানা ও খাইরুদ্দিন একই পরিবারের সদস্য। অন্যজন তাদের প্রতিবেশি। সকলেই গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছে।

এর আগে লোকসভা নির্বাচনের আগে দুর্বৃত্তদের হামলায় খুন হয়েছিল সোহেল রানার বাবা ও ডোমকল পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ আলতাফ শেখ। এবার তার ভাই ও ছেলে নিহত হল।

গত শনিবার ভোর ৫ টা নাগাদ ডোমকলের কুচিয়ামোড়া গ্রামে দুর্বৃত্তরা বোমা নিক্ষেপের পাশাপাশি তিনজনকে ঘিরে ধরে গুলিবর্ষণ করলে ঘটনাস্থলেই তারা নিহত হয়।

সূত্র: পার্স্টুডে

আগের মতই আরও একবার আলোচনার কেন্দ্রে যোগী রাজ্য। গত সোমবার এক ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষী থাকল উত্তরপ্রদেশের প্রতাপগড়। পাত্তিথানা এলাকায় এক দলিত ব্যক্তিকে পুড়িয়ে মারা হল।

ঘটনাটির কথা প্রকাশ্যে আসে যখন বেলারামপুর গ্রামের বাসিন্দারা সকালে ক্ষেতে কাজ করতে গিয়ে দেখেন মাঠের মধ্যে পড়ে রয়েছে বিনয় প্রকাশ সরোজের পোড়া দেহ। মৃতের বয়স ৩৩ বলে জানা গিয়েছে। গ্রামবাসীরাই সরোজের পরিবারকে ঘটনার কথা জানান।

প্রতাপগড়ের অবিনাশ মিশ্র টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছে ‘রবিবার রাতে ধান পাহাড়া দেওয়ার জন্যে মাঠে ঘুমোতে গিয়েছিল বিনয় প্রকাশ সরোজ।

ফটো রিপোর্ট।। ১৫ই শাওয়াল, ১৪৪০হিজরী ।। তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের মুজাহিদগণের শারীরিক ও সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ!

https://alfirdaws.org/2019/06/19/23900/

ফটো রিপোর্ট।। ১৫ই শাওয়াল, ১৪৪০ হিজরী।। লাতাকিয়ার কুর্দ পাহাড়ে(জাবালুল আকরাদ) আল-হিজবুল ইসলামী আত-তুর্কিস্তানী'র রিবাতের দায়িত্বপালন!

https://alfirdaws.org/2019/06/19/23897/

১৮ই জুন,২০১৯

গত ১৭জুন পাকিস্তানের বাজুর এজেন্সিতে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন হিজবুল আহরারের জানবায মুজাহিদগণ। হিজবুল আহরারের উক্ত হামলার সমর্থনসূচক বিবৃতি প্রদান করেন তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের মুখপাত্রও।

হিজবুল আহরার ও তেহরিকে তালেবান সংবাদসূত্রে জানা যায়, ১৭ই জুন বেলা ১১:০০টার সময় পাকিস্তানের বাজুর এজেন্সিতে হিজবুল আহরার এর মাইন মাস্টার মুজাহিদগণ "মৌলভী গালদাদ খান" নামক এক উলামায়ে সূ'কে টার্গেট করে মাইন হামলা চালান। যার ফলে সে ও তার এক সাথী গুরুতর আহত হয়।

এই দরবারী উলামায়ে সূ বেশ কিছু বছর যাবত মুজাহিদদের হামলার লক্ষ্যবস্তুতে থাকায় নাপাক মুরতাদ বাহিনী তাকে সবধরণের নিরাপত্তা দিয়ে রাখতো। এই দরবারী আলেম মুজাহিদদের বিরুদ্ধে পাক মুরতাদ বাহিনীকে বিভিন্ন ধরণের সহায়তা করত। যার মধ্যে আছে- মুজাহিদদের তথ্যসংগ্রহ করা, সাধারণ মানুষদের মনে মুজাহিদদের ব্যাপারে সংশয় তৈরী করা, জিহাদের অপব্যাখ্যা করা এবং মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে নাপাক মুরতাদ বাহিনীকে গাজওয়ায়ে হিন্দের সৈনিক বলে উৎসাহিত করা ইত্যাদি।

এসকল অপরাধের ফলে কথিত *শান্তি কমিটি*'র প্রধান এই দরবারী আলেমকে হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছেন মুজাহিদগণ।

গত ১৭ জুন সোমবার, পাকিস্তানের করাচির আওরাঙ্গী শহরে হিজবুল আহরারের একদল জানবায মুজাহিদ মোটরসাইকেল আরোহী নাপাক পাকিস্তানী সেনাদের টার্গেট করে গুলিবর্ষণ করেন।

মুজাহিদদের উক্ত টার্গেটকৃত হামলায় ২ পুলিশ সদস্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয় এবং আরেক সদস্য আহত হওয়ার কিছুক্ষণ পর নিহত হয়।

আল্লাহু আকবার কাবীরা...
আল-কায়দা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাসুদ-দ্বীনের নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের মুজাহিদগণ লাতাকিয়ার "আইনুল-আশরাহ" অঞ্চলে অবস্থিত কুখ্যাত নুসাইরী সন্ত্রাসী বাহিনীর একটি অবস্থানে সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। গতকাল ১৭ই জুন সোমবারে এ হামলাটি চালানো হয়।

আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদদের উক্ত সফল অভিযানে নুসাইরী বাহিনীর এক অফিসারসহ কমপক্ষে ৭ নুসাইরী মিলিশিয়া নিহত হয়েছে এবং বহু মিলিশিয়া আহত হয়েছে।

এটা হচ্ছে সেই লাতাকিয়া ফ্রন্ট, যেই ফ্রন্টে না পাঠানোর অনুরোধ করে আসাদ সেনারা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মোটা অংকের ঘুষ প্রদান করে থাকে বলে জানা যায়।

উগান্ডার দুই সেনা নিহত হবার কথা স্বীকার করলো দেশটির সামরিক বাহিনী। এখন দুই সেনার মৃতদেহসহ আরো অনেক সেনার লাশ নিয়েই দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছে দেশটির সামরিক বাহিনীর একটি বিমান।

অনেক বছর যাবত কুফ্ফার আফ্রিকান ইউনিয়নের হয়ে সোমালিয়ায় সাধারণ মুসলিম এবং আল-কায়দার মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছে উগান্ডার সন্ত্রাসী বাহিনী।

উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন পূর্বে সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে অবস্থিত আফ্রিকান ইউনিয়নের "হালনায়ী" ঘাঁটিতে হামলা চালান আল-কায়দার জানবায মুজাহিদগণ। যার ফলে অনেক কুফ্ফার সেনা হতাহত হয়, যাদের মাঝে ছিল উগান্ডার কুফ্ফার বাহিনীর সদস্যরাও।

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় এক উগান্ডান সেনা অফিসার আত্মহত্যা করেছে। আত্মহত্যা করার পূর্বে সে তার এক সহকর্মীকে গুলি করে হত্যা করেছে বলে জানায় পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক একটি সংবাদসংস্থা।

এর আগে ইউপিডিএফের ৪ সেনা সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে একে অপরকে হত্যা করেছিল।

উল্লেখ্য, সোমালিয়াসহ পূর্ব আফ্রিকার বেশ কয়েকটি দেশে ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। সোমালিয়ার অধিকাংশ এলাকায় ইসলামী শরীয়াহ প্রতিষ্ঠিত করেছেন তারা। বিভিন্ন সময়ে হারাকাতুশ শাবাবের মুজাহিদিনের ভয়ে শত্রুসেনাদের বাহিনী ত্যাগ করার সংবাদ পাওয়া যেত।

শ্রীনগরের নওগাম এলাকায় আজ ১৮ই জুন মঙ্গলবার হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় সেনারা কাশ্মীরের শ্রীনগর শহরের নওগাম এলাকায় এক ট্রাফিক পুলিশকে নির্মমভাবে মারধর করে।

ঐ পুলিশ কর্মকর্তার নাম মুদাসির আহমদ। সে বালহামা নামক এলাকার বাসিন্দা। হিন্দুত্ববাদী সেনাদের হাতে মার খাওয়ার পর তাকে দ্রুত হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নেওয়া হয় জানিয়েছে কাশ্মীর ভিত্তিক সংবাদসংস্থাগুলো।

প্রত্যক্ষদর্শীগণ বলেন, মুদাসির সাধারণ মানুষের একটি গাড়িকে নওগাম চকের কাছে অবস্থিত চাসপারের নিকটবর্তী হওয়ার অনুমতি দিলে হিন্দুত্ববাদী সেনাবাহিনীর ২২ রাষ্ট্রীয় রাইফেলস্ এর সদস্যরা তাকে আঘাত করে।

এ ঘটনা থেকে বুঝা যায়, হিন্দুত্ববাদী সেনারা তাদের অধীনে কর্মরত কাশ্মীরীদের পর্যন্ত সামান্য অজুহাতে আঘাত করতে দ্বিধাবোধ করে না।

ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য আসামে চূড়ান্ত জাতীয় নাগরিক তালিকা (এনআরসি) প্রকাশের সময় ঘনিয়ে আসার প্রেক্ষাপটে অবৈধ বিদেশীদের আটক রাখার জন্য সেখানকার রাজ্য সরকার আরো ১০টি আটক কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে।

কেন্দ্রগুলোর জন্য স্থানও ঠিক করা হয়ে গেছে। এখন শুধু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি পাওয়ার অপেক্ষা।

রাজ্যের চূড়ান্ত এনআরসিতে যাদের নাম থাকবে না তাদেরকে বিদেশী বা অবৈধ হিসেবে গণ্য করা হবে। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর এ ধরনের লোকের সংখ্যা বাড়বে ধরে নিয়ে আরো আটক কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়।

বর্তমানে রাজ্যটিতে ছয়টি আটককেন্দ্র রয়েছে। তাছাড়া গোয়ালপাড়ায় ৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ে আরেকটি আটককেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে। এখানে ৩০০০ লোক আটক রাখা যাবে।

গত কয়েক মাসে এই রাজ্যের বহু মানুষকে বিদেশী হিসেবে ঘোষণা করেছে ফরেনার্স ট্রাইবুনাল।

গত ২৮ মে ফরেনার্স ট্রাইবুনাল সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্য মোহাম্মদ সানাউল্লাহকেও বিদেশী হিসেবে ঘোষণা করে এবং তাকে গোয়ালপাড়া আটক কেন্দ্রে পাঠায়।
সূত্র: সাউথ এশিয়ান মনিটর

ফটো রিপোর্ট ।। ১৩ শাওয়াল ১৪৪০ হিজরি ।। হালাব, লাতাকিয়া ও হামার পল্লী অঞ্চলে তানজিম হুররাস আদ-দ্বীনের মুজাহিদদের রিবাতের দায়িত্ব পালন!

https://alfirdaws.org/2019/06/18/23856/

ফটো রিপোর্ট ।। ১২ শাওয়াল ১৪৪০ হিজরি ।। ইদলিবের পল্লী অঞ্চলে সাধারণ মানুষের মাঝে তানজিম হুররাস আদ-দ্বীনের উলামা ও দাঈদের দাওয়াতি ক্যাম্পেইন

https://alfirdaws.org/2019/06/18/23844/

ফটো রিপোর্ট ।। ১৩ শাওয়াল ১৪৪০ হিজরি / ১৭ জুন ২০১৯ ইংরেজি ।। মুজাহিদিন পরিচালিত 'মাদরাসাতুর রুজ আস-সাইফিয়্যাহ'। সাহল আর-রুজ, ইদলিব।

https://alfirdaws.org/2019/06/18/23833/

গত ১৬ই জুন ২০১৯ ঈসায়ীতে আগ্রাসী আমেরিকা ও তাদের গোলাম আফগানের কাপুরুষ পুতুলসেনারা হেলমান্দ, ফারাহ, নিমরোজ ও যাবুল প্রদেশসমূহে নিরীহ সাধারণ মুসলিমদেরকে হত্যা করাসহ ব্যাপক সম্পদের ক্ষতি সাধন করেছে।

তালেবানদের অফিসিয়াল সাইট 'আল-ইমারাহ্' বার্তা সংস্থার বরাতে জানা যায়, গত শনি ও রবিবারের মাঝামাঝি রাতে হেলমান্দ প্রদেশের গেরিশক জেলার কেল্লাগিজ এলাকায় সন্ত্রাসী আমেরিকা ও তাদের ভাড়াটে খুনি সন্ত্রাসী পুতুল সেনাদের যৌথ হামলায় ৫জন সাধারণ নাগরিক শাহাদাতবরণ করেছেন এবং এসময় ৩জন নিরীহ মুসলিমকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় সন্ত্রাসীরা।

এদিকে, গত শুক্রবার ও শনিবারের মাঝামাঝি রাতে ক্রুসেডার ও পুতুল বাহিনীদের একটি সন্ত্রাসী দল ফারাহ প্রদেশের একটি গ্রাম থেকে মসজিদের ইমামসহ তিনজন নিরপরাধ মুসলিমকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় অজানা গন্তব্যের দিকে। পরে শনিবার বিকাল বেলায় গ্রেফতারকৃত ৩ ব্যাক্তির বিকৃত মৃতদেহ পাওয়া যায়।

এমনিভাবে, নিমরোজ প্রদেশের দিলারাম জেলার একটি এলাকায় নৃশংস হামলা চালায় সন্ত্রাসী পুতুল বাহিনীরা। যার ফলে, একজন নারী ও ২জন পুরুষ আহত হয়। এছাড়াও, কয়েকটি দোকান ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়।

রিপোর্টটিতে আরো জানা যায়, ক্রুসেডার ও পুতুল বাহিনীদের আরেকটি বর্বরোচিত হামলায় যাবুল প্রদেশের মিজান জেলায় ১২ জন নিরপরাধ সাধারণ মুসলিম শাহাদাতবরণ করেছেন।
ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন......

১৭ই জুন,২০১৯

ভারতে মুসলিমদের উপর উগ্র হিন্দুদের সন্ত্রাসী কার্যক্রম চলছে। সুযোগ পেলেই মুসলিমদের উপর আঘাত হানছে উগ্র হিন্দুরা।

আজ ১৭ই জুন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের একটি মসজিদে বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে।

ডকুমেন্টিং অপ্রেশন এগেইনস্ট মুসলিমস্ নামক একটি সংস্থা ভিডিও তথ্যসূত্রের বরাতে জানিয়েছে, উগ্রবাদী হিন্দু সন্ত্রাসীরা ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কানকিনারা'র একটি মসজিদে বোমা নিক্ষেপ করেছে। এসময় তারা মুসলিম বিরোধী স্লোগানও দিচ্ছিল।

সংস্থাটি আরো জানায়, এই বর্বরোচিত হামলার সময় মুসলিমরা সালাত আদায়রত ছিলেন। বোমার আঘাতে কয়েকজন মুসল্লি আহত হয়েছেন বলেও জানানো হয়েছে।

মিসরের মুরতাদ প্রসিডেন্ট সিসির আদালতে বিচার চলাকালীন অবস্থায় আজ ১৭ জুন ইনতিকাল করেন মিসরের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও ইখওয়ানুল মুসলিমীনের প্রধান ড. মুহাম্মদ মুরসি! মিসরের জাতীয় টিভি ড. মুরসির মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে।

২০১৩ সালে সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মুহাম্মদ মুরসিকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করে মুরতাদ সিসি বাহিনী। এরপর মুরসিকে কারারুদ্ধ করা হয় এবং নির্যাতনের কবলে কারাগারে দীর্ঘ ৭ বছর কাটান তিনি। এ সময় বিভিন্ন অসুস্থতায় ভুগেছেন এই নেতা। তারপর, আজ ১৭ই জুন আদালতেই ইন্তেকাল করেন তিনি।

সোমালিয়ার কান্সহাদিরী শহরে ১৭ জুন একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ।

সোমালিয়ার বাইবুকুল প্রদেশের "কান্সহাদিরী" শহরে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের দুটি সফল বোমা হামলায় ৪ মুরতাদ সেনা নিহত এবং আরো ৪ সেনা গুরুতর আহত হয়।

আল-কায়দা সোমালিয়ান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পৃথক দুটি হামলায় দেশটির হাওলুদাক ও জালকাইয়ু অঞ্চলে দুই উচ্চপদস্থ সোমালিয়ান সেনা কমান্ডার নিহত হয়, আহত হয় তাদের কয়েকজন দেহরক্ষী।

অন্যদিকে কেনিয়ার "শাইখ বুরু এলাকায়" মুজাহিদদের হামলায় ধ্বংস হয়ে যায় কুফফার কেনিয়ান সন্ত্রাসী বাহিনীর একটি সামরিকযান। এসময় সামরিকযানে থাকা সকল কেনিয়ান কুফফার সেনা হতাহত হয়।

আল-কায়দা শাখা "তানযিম হুররাসুদ-দ্বীন" এর নেতৃত্বে পরিচালিত অপারেশন "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন" রুমের মুজাহিদদের স্নাইপার হামলায় আজ ১৭ জুন সিরিয়ার সাহলুল-ঘাব অঞ্চলের আল-হাকুরাহ এলাকায় ১ নুসাইরী কাফের-মুরতাদ সেনা নিহত হয়।

আল-কায়দা সিরিয়ান শাখা "তানযিম হুররাসুদ-দ্বীন" এর নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের অসাধারণ কয়েকটি সফল অভিযানে ৮০ এরও অধিক কুফফার নুসাইরী সেনা নিহত ও আহত হয়।

গত ৫জুন সিরিয়ার আল-কিরকাত ও মায়াদিন আল-গাজাল অঞ্চলে মুজাহিদদের একটি সফল ও বরকতময়ী হামলায় হতাহত হয় ৩০ নুসাইরী মুরতাদ/ শিয়া সন্ত্রাসী। এসময় আহত হয় আরো বেশ কিছু মুরতাদ সেনা।

এরপর গত ৭জুন সিরিয়ার লাতাকিয়ায় তুর্কমান পর্বতে মুজাহিদদের অন্য আরেকটি সফল ও বরকতময়ী হামলায় ৫০ এরও অধিক মুরতাদ/শিয়া জোট বাহিনীর সন্ত্রাসী সেনা হতাহত হয়।

আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদগণ উভয় অভিযানে কুফফার বাহিনী হতে বেশ কিছু যুদ্ধাস্ত্র গণিমত লাভ করেন।

উত্তপ্ত হয়ে উঠছে কাশ্মীর রণাঙ্গন। আজ ১৭ই জুন সন্ধ্যার দিকে, দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার আরিহা গ্রামে দখলদার হিন্দুত্ববাদী সেনাদের উপর আইইডি হামলা চালিয়েছেন একদল মুক্তিকামী।

পুলিশের এক সূত্রের বরাত দিয়ে কাশ্মীরভিত্তিক সংবাদসংস্থা *গ্রেইটার কাশ্মীর* জানিয়েছে, সন্ধ্যা ৬টার দিকে আরিহা এলাকায় 'আইইডি' দ্বারা ৪৪ আরআর বাহিনীর একটি বাহনকে টার্গেটে পরিণত করেছেন মুক্তিকামীরা। এতে, বাহনটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে কমপক্ষে ৯সেনা আহত হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানায় সংবাদসংস্থাটি।

কারা এ হামলাটি চালিয়েছেন তা এখনো জানা যায়নি। তবে, আইইডি হামলার পর ঐ এলাকায় দখলদার সেনাদের সাথে মুক্তিকামীদের লড়াই চলেছে বলে জানা যায়।

বি.দ্র: এ হামলাটির কয়েকবার তথ্য পরিবর্তন করেছে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী সেনারা। সর্বশেষ কী তথ্য প্রকাশিত হয় তা দেখার অপেক্ষায়..!

আল-কায়দার অন্যতম আরব উপদ্বীপ শাখা আনসারুশ শরীয়াহ এর জানবায মুজাহিদদের দুটি পৃথক হামলায় সৌদি সমর্থিত মুরতাদ হাদী বাহিনীর ৮ সেনা হতাহত হয়।

আনসারুশ শরিয়াহ এর পক্ষহতে জানানো হয় যে, গত ৪ ও ৮ শাউয়াল আনসারুশ শরিয়াহ এর জানবায মুজাহিদগণ ইয়েমেনের আবয়ান প্রদেশের আল-মাহফাদ অঞ্চলে দুটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন। যার ফলে মুরতাদ হাদী বাহিনীর ৩ সেনা নিহত ও ৫ সেনা গুরুতর আহত হয়।

দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার আছাবল এলাকার বিদোরা গ্রামে একদল মুক্তিকামী কাশ্মীরী মুসলিমদের বিরুদ্ধে হামলা চালায় দখলদার ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী সেনারা।

এতে, দখলদার হিন্দুত্ববাদী সেনাদের সাথে মুক্তিকামী মুসলিমদের লড়াইয়ের সূত্রপাত ঘটে। ঐ লড়াইয়ে এক সেনা অফিসারসহ আরো ২ হিন্দুত্ববাদী দখলদার সেনা আহত হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানায় কাশ্মীরভিত্তিক সংবাদসংস্থাগুলো।

পরবর্তীতে পাওয়া সংবাদে জানা যায়, আহত হওয়া হিন্দুত্ববাদী অফিসার খতম হয়েছে। এছাড়া, সংবাদ সংস্থাগুলো ধারণা করে বলছে, একজন মুক্তিকামী কাশ্মীরী মুসলিমও ঐ ঘটনায় নিহত হয়েছেন।

সিরিয়ায় চলমান যুদ্ধে মুজাহিদদের সম্মিলিত অপারেশন রুমের যোদ্ধারা গত ১৫ জুন তিল-মালাহ ও জাবিন অঞ্চলে কুখ্যত নুসাইরী মুরতাদ/ শিয়া জোট বাহিনীর অগ্রযাত্রাকে রুখে দিয়েছেন।

এসময় মুজাহিদদের সাথে তীব্র লাড়াইয়ে ৫০ এরও অধিক কুফ্ফার সেনা নিহত ও আহত হয়। মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয় আরো ৩ কুফ্ফার সেনা।

৩টি ট্যাংক ও একটি ১৪.৫ যুদ্ধাস্ত্র ধ্বংস করেন মুজাহিদগণ। এছাড়াও মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেন একটি ট্যাংক ও বেশ কিছু যুদ্ধাস্ত্র

আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত সোমালিয়ার "শাও" শহরের ইসলামি আদালত গত ১৫ জুন এক ব্যাক্তির উপর কিসাসের বিধার কার্যকর করেন।

হারাকাতুশ শাবাব জানায় যে, "ওসমান নাওহ হাসান" নামক এক ব্যাক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে "মুহাম্মাদ আহমাদ" নামক এক ব্যাক্তিকে দেশটির হাইরান প্রদেশে হত্যা করে। পরে হারাকাতুশ শাবিবের নিরাপত্তা বিভাগের সদস্যরা উক্ত হত্যাকারীকে বন্দী করে ইসলামি আদলতে অর্পন করেন, এরপর গত ১৫ জুন সকল স্বাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে হত্যাকারীর উপর কিসাসের (হত্যা) বিধান কার্যকর করেন দেশটির ইসলামী আদালত।

ভারতের আসাম রাজ্যে বর্তমান বিজেপি সরকার ‘অনুপ্রবেশকারী’ নয়– বরং ভারতীয় নাগরিকদেরই উচ্ছেদ করতে শুরু করেছে। আর এক্ষেত্রেও উচ্ছেদ অভিযানের টার্গেট হচ্ছে আসামের সংখ্যালঘু মুসলিমরা। একেক সময় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই উচ্ছেদ অভিযান চলছে। বর্তমানে উচ্ছেদ অভিযানের নিশানায় রয়েছে বরাক উপত্যকা।

অবশ্য এই উচ্ছেদ অভিযানের জন্য আসাম সরকার একটি যুক্তি খাড়া করেছে। আর তা হলো- বনাঞ্চলের জমিতে এই নাগরিকরা ঘরবাড়ি তৈরি করে বসবাস করছে। বনাঞ্চলের খালি জমিতেও বসবাস অবৈধ। এর আগে ওড়িশা– উত্তরপ্রদেশ– মধ্যপ্রদেশ– গুজরাত প্রভৃতি এলাকার বনাঞ্চল থেকে ভূমিপুত্র আদিবাসী এবং উপজাতিদের একেবারে আইনগতভাবে উচ্ছেদের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদিও মানবাধিকার কর্মী ও আদিবাসী সংগঠনগুলির আন্দোলনের ফলে বনভূমির থেকে উচ্ছেদের কাজ বর্তমানে খানিকটা মন্থর গতি নিয়েছে।

আসামে এই উচ্ছেদের কাজে সাধারণত প্রশিক্ষিত হাতি ব্যবহার করা হয়। কারণ– অনেক ক্ষেত্রেই পথ-দূর্গমতার জন্য বুলডোজার ব্যবহার করা সম্ভবপর হয় না।
এই উচ্ছেদ অভিযানের সময় সম্প্রতি একটি অবাক করা ঘটনা ঘটেছে কাছাড় জেলার ধলাই-রজনীখালে। কয়েক দিন ধরে চলা ওই এলাকায় এই উচ্ছেদ অভিযানে প্রায় ১০০টি পরিবারের বাড়িঘর ভেঙে দেয় হাতি– বনবিভাগের কর্মী ও পুলিশ। এই অভিযানে ১০টি হাতি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু যখন হাতি দিয়ে ওই এলাকায় স্থাপিত একটি মসজিদ ভাঙ্গার চেষ্টা করা হয়– দেখা যায় হাতিগুলো তাতে রাজি হচ্ছে না।

গত ৭ জুন বনবিভাগের কয়েকটি হাতি নির্দেশমতো ঘরবাড়িগুলি উচ্ছেদ করে। কিন্তু ওই গ্রামের মসজিদের সামনে এসে হাতিগুলি দাঁড়িয়ে পড়ে এবং পরে তারা বসে যায়। উল্লেখ্য, এই উচ্ছেদ অভিযানের পরিচালক জেলা বনবিভাগের আধিকারিক সানিদেও চৌধুরি এবং পুলিশ অধিকর্তারা বহু চেষ্টা করেও হাতিগুলির দ্বারা মসজিদটিকে ভাঙতে সক্ষম হয়নি।

ধলাই-রজনীখালের বনাঞ্চলের এক পাশে খালি জমিতে উচ্ছেদকৃত পরিবারগুলোর বসতি ছিল। দীর্ঘ ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে তারা ওই স্থানে বসবাস করছিল। এই পরিবারগুলোর বেশিরভাগই ছিল কাছাড়ের স্থানীয় মুসলিম। তারা বার বার আবেদন করা সত্ত্বেও তাদেরকে সরকার জমির পাট্টা দেয়নি। তবে– বিদ্যুৎসহ ওই গ্রামে সাধারণ নাগরিক পরিষেবা দেয়া হয়েছিল। এই পরিবারের সদস্যদের রেশন কার্ড– আধার কার্ড– স্কুল সার্টিফিকেটসহ অন্যান্য নথিপত্রও রয়েছে। পরিবারগুলো এখন আসামের ঘোর বর্ষার মধ্যে এক অনিশ্চিত গন্তব্যের পথে রয়ানা হয়েছে।
[সূত্র- ই-টিভি ভারত (আসাম) / কলম]

ফিলিস্তিনী জাতিমুক্তির লড়াইয়ের প্রতি ভারতের ঐতিহাসিক অঙ্গীকার থেকে বের হয়ে এসে ইসরাইলের পক্ষে প্রকাশ্য অবস্থান নিয়েছে ভারতের নরেন্দ্র মোদি। জাতিসংঘে ফিলিস্তিনী সংগঠনের বিপক্ষে ভোট দিয়ে ইসরাইলের ধন্যবাদও পেয়েছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী। উল্লেখ্য, মোদির গত সরকারের সময় জাতিসংঘে ইসরাইলের বিরুদ্ধে ভোটাভুটিতে অংশ নেয়া থেকে বিরত ছিল ভারত। তবে এবারই প্রথম ফিলিস্তিনের বিপক্ষে ভোট দিল দেশটি।

মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ায় ভারতের অবস্থান খুবই স্পষ্ট এবং ধারবাহিক। দ্বিরাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানই তাদের বৈদেশিক নীতি। এছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ফিলিস্তিনের সমর্থন আদায়ে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে ভারত। মোদির শাসনামলে এসে ২০১৫ সালে প্রথমবারের মতো গাজার সহিংসতা প্রশ্নে ইসরাইলবিরোধী এক ভোটাভুটিতে অংশ নেয়া থেকে বিরত ছিল ভারত।

আর এবার প্রথমবারের মতো এক ফিলিস্তিনী সংগঠনের পর্যবেক্ষক মর্যাদা কেড়ে নেয়ার ইসরাইলী দাবির পক্ষে ভোট দিয়েছে নরেন্দ্র মোদির দেশ। ৬ জুন জাতিসংঘ ফোরামে লেবাননভিত্তিক ফিলিস্তিনী সংগঠন 'শাহেদ' এর পর্যবেক্ষক স্ট্যাটাসের কেড়ে নেয়া প্রস্তাব দেয় ইসরাইল।
শাহেদ' মানবাধিকার নিয়ে কাজ করলেও ইসরাইলের দাবি এটি একটি সন্ত্রাসী সংগঠন। ওই ভোটাভুটিতে ভারত ছাড়াও ইসরাইলকে সমর্থন দেয় যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি ও আয়ারল্যান্ডসহ ২৮টি দেশ। জাতিসংঘের ফোরামের ভোটাভুটিতে ইসরাইলের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় চীন, রাশিয়া, ইরান, তুরস্ক, পাকিস্তান, সুদান, আজারবাইজান, ইয়েমেন, সৌদি আরব, মিসর, বেলারুস, এ্যাঙ্গোলা, মরক্কো এবং ভেনিজুয়েলা।

বিলটি পাস হয় ২৮-১৪ ভোটে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে উত্থাপিত প্রস্তাবে সমর্থন দেয়ায় মোদিকে ধন্যবাদ জানিয়েছে ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু।

এক টুইট বার্তায় সে বলেছে, জাতিসংঘে ইসরাইলকে সমর্থন দেয়ায় আপনাকে ধন্যবাদ নরেন্দ্র মোদি। ধন্যবাদ ভারতকে। এছাড়া ভারতে নিযুক্ত ইসরাইলী রাষ্ট্রদূত মায়া কাদোস এক টুইটে বলে, উগ্র সংগঠন শাহেদের অনুরোধ উপেক্ষা করে জাতিসংঘে ইসরাইলের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ভারতকে ধন্যবাদ। সূত্র: উম্মাহ ডট কম

আজ পাকিস্তানের ইসলামাবাদে একজন সংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে। মুহাম্মদ বিলাল খান নামের ঐ সাংবাদিককে অজ্ঞাত পরিচয়ের বন্দুকধারী হত্যা করেছে বলে জানা যায়। এখনো পর্যন্ত হত্যাকারীর ব্যাপারে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

জানা যায়, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীদের নিয়ে কটুক্তিকারীদের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার ছিলেন। তাছাড়া, যেকোন অপরাধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠে ভূমিকা রাখতেন। অনেকে তার শেষ *টুইট* এর উপর ভিত্তি করে পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা *আইএসআই* এর উপর তাকে হত্যা করার অভিযোগ তুলেছেন।

পাকিস্তানে ইসলামপন্থীদের উপর এরূপ অজ্ঞাত পরিচয়ের হামলাকারীদের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু, খোঁজ মিলছে না হত্যাকারীর!

কিছুদিন পূর্বে উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম মুফতি তাকি উসমানী দাঃবাঃ এর উপরও হামলা চালিয়েছিল একদল অজ্ঞাত পরিচয়ের বন্দুকধারী। এর আগে গুপ্ত হামলা চালিয়ে শহীদ করে দেওয়া হয়েছিল ‘তালেবানদের পিতা’ নামে পরিচিত মাওলানা সামিউল হক্বকে, রহিমাহুল্লাহ। তিনি ছিলেন আফগানিস্তানে ইসলামী ইমারত প্রতিষ্ঠাকারী অনেক তালেবান মুজাহিদগণের শিক্ষক। কিন্তু, পাকিস্তান সরকারকে এসকল ইসলামী ব্যক্তিত্বদের উপর হামলাকারীদের বিরুদ্ধে তেমন কোন ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি! এখনো অবধি কোন হামলাকারীকে গ্রেফতারের খবরও পাওয়া যায়নি।

অনেকে বরং পাকিস্তান সরকারকেই ইসলামী ব্যক্তিত্বদের উপর হামলা করার জন্য দায়ী করছেন।

গত ১৬ই জুন শাম আল-রিবাত মিডিয়া থেকে প্রকাশিত হামা, আলেপ্পো এবং লাতাকিয়া শহরে সিরিয়ার আল-কায়েদা শাখা হুররাস আদ-দ্বীনের রিবাতরত মুজাহিদিনের ফটো গ্যালারি!

দেখুন-

https://alfirdaws.org/2019/06/17/23757/

১৬ই জুন,২০১৯

গতকাল(১৫ই জুন, ২০১৯) বিকেল পর্যন্ত সিরিয়া যুদ্ধের সর্বশেষ পরিস্থিতির আপডেট সংবাদ:

হামা:

মুজাহিদরা কমপক্ষে ১০ আসাদ সেনাকে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

উত্তর হামার জাবীন ফ্রন্টে থাকা উক্ত সেনারা নিজেদেরকে মুজাহিদিনের কাছে সোপর্দ করেছে। উক্ত অঞ্চলে এখনও যুদ্ধ চলছে।

জাবীন ও মেলহ ফ্রন্টে নুসাইরী বাহিনী সামনে অগ্রসরের এক বৃথা চেষ্টা করেছে। ঐ অভিযানে মুজাহিদদের হাতে কয়েক ডজন নুসাইরী কুকুর সেনা প্রাণ হারিয়েছে।

জাবীন ফ্রন্টে আসাদ বাহিনীর একটি ইগচ সামরিক যান ধ্বংস করা হয়েছে।

বিদ্রোহী যোদ্ধারা শাইখ হাদীদ ও জিমলাহ অঞ্চলে অবস্থিত আসাদ বাহিনীর অবস্থানে হামলা চালিয়েছেন।

ইদলিব:

জাবাল আল-জাওইয়্যাতে নুসাইরী কুকুরদের বোমা হামলায় একজন মুসলিমা নিহত হয়েছেন।

আলেপ্পো:

নুসাইরী কুকুররা উত্তর আলেপ্পোর রাইতানে আর্টিলারী শেল নিক্ষেপ করছে।

ঘখখ যোদ্ধারা আমেরিকার গোলাম কুর্দি ঝউঋ এর একটি ড্রোন ভূপাতিত করতে সক্ষম হয়েছে।

ধর্মপ্রাণ মুসলিম নারীদের বাইরে চলাচলের সময় হাতে-পায়ে মোজা পরা ও চেহারা ঢাকা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক ইসলাম অবমাননাকর একটি বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন হেফাজতে ইসলামের সাবেক সিনিয়র নায়েবে আমির ,চট্রগ্রাম ফটিকছড়িস্থ জামিয়া বাবুনগরের মহা পরিচালক আল্লামা মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী দাঃবাঃ।

বিবৃতিতে মুহিব্বুল্লাহ্ বাবুনগরী বলেন ,হিজাব বা পর্দা ইসলামের অন্য দশটি ফরজ বিধানের মত একটি অতিব জরুরি ও কল্যাণময় বিধান । যা পবিত্র ক্বুরআনের সাতটি সুস্পষ্ট আয়াত ও অর্ধশত পবিত্র হাদিস দ্বারা প্রমাণিত । নামাজ আদায় না করা কবিরা গুনাহ। কিন্তু এ নামাজ অস্বীকারকারী কাফের। অনুরূপ পর্দা বা হিজাব কারো ইচ্ছা না হলে সে পরবে না । তাতে সে গুনাহগার হবে। কিন্তু মুসলিম হয়ে পর্দার অস্বীকৃতি জানালে সে আর মুসলিম থাকতে পারে না। সে কাফের হয়ে যায়।

পর্দা নারীর রক্ষাকবচ। পর্দার মাধ্যমে নারী জাতি সুরক্ষিত থাকে। পর্দার বিধান মেনে চলার মাধ্যমে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারী ধর্ষণ ও ইভটিজিং বন্ধ হবে। পর্দা নারীর সম্মান বৃদ্ধি করে। পর্দা নারীর সম্ভ্রম রক্ষা করে। পর্দার বিরুদ্ধে যেকোনো বক্তব্য নারীর নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি।

উল্লেখ্য যে, গত ৯ই জুন রোজ রবিবার গণভবনে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনের একপর্যায়ে ধর্মপ্রাণ মুসলিম নারীদের পর্দার প্রতি ইঙ্গিত করে শেখ হাসিনা বলেছে, "হাত মোজা পা মোজা নাক-চোখ ঢাইকা একেবারে এটা কি? জীবন্ত ট্যান্ট (তাঁবু) হয়ে ঘুরে বেড়ানো, এর তো কোনো মানে হয় না"! পর্দা করা ইসলামের আদেশ, হাত-পা মোজা ও নেকাব মুসলিম পর্দানশীন নারীদের পোশাক। তাই, শেখ হাসিনার এই বক্তব্য ইসলাম ও মুসলিমদের নিয়ে কটাক্ষ করার শামিল।

এই বক্তব্যে ইসলামের অপরিহার্য বিধান পর্দাকে বাজেভাবে কটাক্ষ করা হয়েছে, পবিত্র কুরআনের পর্দা সম্পর্কিত ৭টি সুস্পষ্ট আয়াত ও বহু হাদীসকে অবমাননা করা হয়েছে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আক্বিদা হলো, পবিত্র কুরআনুল কারীমের ক্ষুদ্রতম অংশও অস্বীকার করা ইমান ভঙ্গের কারণ।

আল্লামা বাবুনগরী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের কারণে ইসলামের পক্ষে ইতোপূর্বে প্রদত্ত তার সকল বক্তব্য ও কাজগুলো এমনকি পবিত্র রমাদ্বানে উমরাহকালে তার বোরকা ও হিজাব পরিধান জাতির কাছে এখন প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আল্লাহ্‌ভীরু ধর্মপ্রাণ পর্দাশীল নারীদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যমূলক ও মুসলিম সেন্টিমেন্ট বিরোধী এই বক্তব্য প্রত্যাহার করে প্রকাশ্য তাওবা করা প্রধানমন্ত্রীর জন্য উচিৎ বলে মন্তব্য করেন আল্লামা মুহিব্বুল্লাহ্ বাবুনগরী দাঃবাঃ।

অবিলম্বে প্রধানমন্ত্রী তার এ বক্তব্য প্রত্যাহার না করলে দেশ ও জাতির কল্যাণকামী শান্তি প্রিয় ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনগণের ক্ষোভের কারণে দেশে যেকোনো রকমের কঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে এবং তার জন্য প্রধানমন্ত্রী একক দায়ী থাকবে বলেও কঠিন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের সাবেক সিনিয়র এই নায়েবে আমীর।

---

২০ লক্ষাধিক উইঘুর মুসলিমকে বন্দী করে রেখেছে কমিউনিস্ট চীন সরকার। সংখ্যালঘু মুসলিমদের উপর জাতিগত নিধন চালাচ্ছে রাষ্ট্রটি। এরূপ বর্বরতার বিরুদ্ধে মুখ খুলেনি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রগুলোর শাসকগোষ্ঠী, বরং চীনের সাথে তাদের দহরম-মহরম যেন নষ্ট না হয় সেজন্য উইঘুর মুসলিমদের উপর নির্যাতনের পক্ষেও কথা বলেছে মুসলিম নামধারী এসকল শাসকগোষ্ঠী। কথিত মানবতার ধ্বজাধারী

পশ্চিমারাও উইঘুরদের পক্ষে কথা বলে না, বরং মানবাধিকারের দাবিদার বেলজিয়াম সম্প্রতি এক উইঘুর নারীকে তার ৪সন্তানসহ চীনের হিংস্র কমিউনিস্টদের হাতে তুলে দিয়েছে।

আবলিমিত তুরসুন নামে একজন উইঘুর, ব্যবসায়িক কাজে বিদেশে ছিলেন। দেশে ফিরে আসতে চাইলে উরুমকিতে বসবাসরত তার পরিবার সতর্ক করে দেয়। সেখানে (চীনে) গেলে গ্রেফতার হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল! তাই, কমিউনিস্ট চীন সরকারের বর্বরতার কবল থেকে বাঁচতে তিনি বেলজিয়ামে চলে যান। তাৎক্ষণিকভাবেই তিনি তার স্ত্রী ও চার সন্তানের জন্য ভিসা পেতে বেলজিয়াম দূতাবাসে আবেদন করেন। অনেকবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও পরিবারটিকে সাহায্য করেনি বেলজিয়াম। বরং দুইদিনের জন্য চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে যেতে বলে পরিবারটিকে বিপদে ফেলে তারা। চীনে উইঘুর মুসলিমদের চলাফেলার উপরও যথেষ্ট নজরদারি করা হয়। তাই, এ কাজটি খুবই কঠিন ছিল তাদের জন্য।

তবুও গত ২৬শে মে, তুরসুনের স্ত্রী ইউরিয়ীতিগুলি অ্যাবোলা তাদের চার সন্তান (যাদের বয়স ৫,১০,১২ এবং ১৭ বছর) নিয়ে গোপনীয়ভাবে বেইজিংয়ে যান, যেন তাদের ভিসার আবেদন পত্রটির কাজ সম্পন্ন করা যায়। এসময় তারা গভীর রাতে বেইজিংয়ে পৌঁছান, যেন এয়ারপোর্ট পুলিশ ও কোন হোটেলে প্রবেশে চেকিং এর সম্মুখীন না হতে হয়। চীনে উইঘুরদেরকে হোটেলে জায়গা দেওয়া নিষেধ এবং তাদের উপস্থিতির সংবাদ পেলেই পুলিশকে জানানোর নির্দেশ আছে। তাই, আগেই তাদের এক বন্ধু একটি হোটেলে কক্ষ ভাড়া নিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু, এত গোপনীয়তা অবলম্বন সত্ত্বেও বেইজিংয়ে পৌঁছানোর এক ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যেই তাদের পরিচয়পত্র দেখাতে বাধ্য করা হয়। পরে বেইজিং পুলিশ তাদের দরজায় করাঘাত করে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। পরের দিন সন্ধ্যায়ও পুলিশ আসে, তাদেরকে উরুমকিতে ফিরে যেতে বলে।

তুরসুনের স্ত্রী অ্যাবোলা ভয় পাচ্ছিলেন। কেননা, যদি তাদেরকে উরুমকিতে ফেরত পাঠানো হয় তাহলে দ্বিতীয়বার আর উরুমকি থেকে বের হতে দিবে না এবং বন্দী করে ফেলবে। তার আতঙ্ক বাস্তবে রূপ নিতে শুরু করে, কেননা বেলজিয়াম রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধির পক্ষ থেকে জানানো হয়- ভিসা প্রক্রিয়া শেষ হতে তিনমাস সময় লাগবে! প্রকৃতপক্ষে, ভিসা কেবল দুইদিন পরেই প্রদান করা হয়। ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। পরিবারটি যতক্ষণ পর্যন্ত না ভিসা কার্যক্রম শেষ হচ্ছে দূতাবাস কার্যালয় ছেড়ে যেতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলো। আর, বেলজিয়াম দূতাবাস থেকে পরিবারটিকে তাড়িয়ে দিতে চাইনিজ পুলিশদেরকে ডেকে পাঠানো হলো। জোরপূর্বকভাবে পরিবারটিকে তুলে নিয়ে যাওয়া হলো। আর এভাবেই হয়রানি করে পরিবারটিকে বন্দী করা হলো। স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলো তার স্ত্রীকে! পিতা থেকে তার সন্তানদেরকে। কিছু নিষ্পাপ বাচ্চার জীবন ধ্বংস হলো মানবতার ধ্বজাধারীদের হাতে! এক নিরীহ নারী বলি বলেন নারী স্বাধীনতার বুলি আওড়ানোদের আঘাতে!

গত ১২ই জুন পর্যন্ত ১১দিন যাবৎ তুরসুন তার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করতে পারেননি বলে জানিয়েছেন। তিনি জানেন না তার স্ত্রী-সন্তান কোথায় আছে, কেমন আছে!

আল্লাহ তা'য়ালা ইসলামকে মানবজাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানরূপে নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ, মানবজীবনের এমন কোন দিক নেই যেখানে ইসলামের আদর্শ নেই! মানুষের প্রতিটা কাজ কীভাবে সে করবে তার দিকনির্দেশনা ইসলামে দেওয়া আছে। একজন মুসলিম যেভাবে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে ইসলাম মেনে চলবে, তেমনি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনেও ইসলামের অনুশাসন মেনে চলবে।

কিন্তু, কথিত সেক্যুলারিস্টরা ধর্মকে রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে আলাদা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যেন রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামের কোন বিধি-বিধান বাস্তবায়িত না হতে পারে, বিভিন্ন পদক্ষেপও সেজন্য গ্রহণ করেছে। আর, এক্ষেত্রে বাংলাদেশের দুটি বৃহত্তর রাজনৈতিকদল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি একই পথ অনুসরণ করেছে। আওয়ামী লীগ যেভাবে আল্লাহর বিধানগুলোকে বাদ দিয়ে নিজেরা সংবিধান রচনা করেছে, ঠিক তেমনি করেছে বিএনপিও! সামনে ক্ষমতায় যেতে পারলে ইসলামের বিধি-বিধানকে বাদ দিয়ে নতুন আইন রচনার চিন্তাও আছে বিএনপির! সম্প্রতি বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিএনপির সেই ইসলামবিরোধী রূপটিই আবারও প্রকাশ করেছে।

মির্জা ফখরুল বলেছে‘রাজনীতি মানে রাজনীতি, এর সাথে গিতা, বাইবেল, কুরআনের কোন সম্পর্ক নেই!’

মির্জা ফখরুলের এই বক্তব্যের মাঝে উদ্ভাসিত হয়েছে তার ও বিএনপির রাষ্ট্র থেকে ধর্ম তথা ইসলামকে দূরে রাখার চেতনা। অবশ্য এটাই প্রথমবার নয়, এর আগেও মির্জা ফখরুল বহুবার ইসলামবিরোধী মন্তব্য করেছে। কিছুদিন আগে ‘বিএনপি ইসলামী শরীয়াহ(আইন) চায় না’ বলে জানিয়েছিল মির্জা ফখরুল। এছাড়াও সে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলেছিল। এমনিভাবে বিএনপি তার আসল উদ্দেশ্য জনতার সামনে ঘোষণা করে ফেলেছে। আর তাদের আসল উদ্দেশ্য হলো ক্ষমতা লাভ, এতে কারো লাশ ফেলতে হলে তারা ফেলবে, কাউকে নিঃস্ব করতে হলে করবে, ইসলামকে অবমাননা করতে হলেও করবে, সর্বোপরি ক্ষমতার জন্য তারা যেকোনো কিছু করতেই পিছপা হবে না।

গত ১৪ই জুন সন্ধ্যা ৫ টায় তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের এম এস জি কমান্ডোরা নাপাক পাকি সেনাদের উপর হামলা চালিয়েছেন। তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ এ সংবাদটি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন, বাজোর এজেন্সির সীমান্ত সংলগ্ন পাচুকান্ডু ও জামীল পোস্তা এলাকার ঐ হামলায় হালকা ও ভারী অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে। এতে নাপাক সেনাদের জান ও মালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

১৫ই জুন,২০১৯

আল্লাহু আকবার কাবীরা

১৫ই জুন কেনিয়ার কয়েকটি অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে বড়ধরণের সফলতা পেয়েছেন আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ।

শনিবার কেনিয়ার ৪টি অঞ্চলে সফল ও বরকতময়ী অভিযান পরিচালনা করেন হারাকাতুশ শাবাব এর জানবায মুজাহিদগণ।

কেনিয়ার কুফ্ফার সন্ত্রাসী বাহিনীর সাথে তীব্র লড়াইয়ের পর ৪টি এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা। মুজাহিদদের বিজিত এলাকাগুলো হচ্ছে "বুজা-জার্স, ফালিম, ওয়াজির ও মান্দিরা। এছাড়াও আরো দুটি অঞ্চলের পুলিশ বাহিনীর একটি হেডকোয়াটারও দখল করতে সক্ষম হয়েছেন মুজাহিদগণ।

আলহামদুলিল্লাহ, এখন সেখানে কুফরের ঝান্ডার পরিবর্তে তাওহীদের ঝান্ডা উড়ছে।

আল্লাহু আকবার কাবীরা...

সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে ১৫জুন শনিবার মুরতাদ সোমালিয় বাহিনীর সামরিক বিমানঘাঁটির নিকট দুটি শক্তিশালী গাড়িবোমা হামলা চালিয়েছেন পূর্ব আফ্রিকায় অবস্থিত আল-কায়দার শক্তিশালী শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পক্ষ হতে জানানো হয় যে, মুজাহিদদের উক্ত সফল ও বরকতময়ী জোড় ফিদায়ী হামলায় ৩১ এরও অধিক সোমালিয়ান মুরতাদ সেনা, কমান্ডার ও কতক উচ্চপদস্থ অফিসার নিহত হয়। এছাড়াও আহত হয় আরো ১০ এরও অধিক মুরতাদ সদস্য।

গত রবিবার গণভবনে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে ‘হাত মোজা, পা মোজা, নাক-চোখ ঢেকে এটা কি? জীবন্ত টেন্ট (ঞঊঘঞ- তাঁবু) হয়ে ঘুরে বেড়ানো, এটারতো কোনো মানে হয় না’ নারীদের প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর দেয়া ইসলামের একটি ফরয বিধান নিয়ে কটুক্তিমূলক এ বক্তব্যের জবাবে গত ১৪ই জুন রোজ শুক্রবার গণমাধ্যমে এক বিবৃতি প্রদান করেন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের মহাসচিব আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী দাঃবাঃ।

গণমাধ্যমে প্রেরিত বিবৃতিতে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের মহাসচিব আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী বলেছেন, হিজাব (পর্দা) ইসলামের ফরয বিধান সমূহের মধ্য হতে অন্যতম একটি ফরয বিধান।

একজন নারীর ইজ্জত-আবরু রক্ষায় শরয়ী পর্দার বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই। একজন নারী শরয়ী পর্দা মেনে চললে সমাজ হবে অপরাধ, অরাজকতা ও অনৈতিকতা মুক্ত শান্ত,সুশৃঙ্খল সমাজ। সমাজে ইভটিজিং, নারী ধর্ষণ, নারী নির্যাতন ইত্যাদির ন্যায় অপরাধ,অনৈতিকতা ও অরাজকতা আর থাকবে না।

আল্লামা বাবুনগরী বলেন, একজন নারীর জন্য গায়রে মাহরাম তথা পরপুরুষের সামনে দুই হাত, দুই পা খোলা রাখার অবকাশ নেই। পরপুরুষের সামনে পা থেকে মাথা পর্যন্ত সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে রাখা শরয়ী হিজাবের মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ তা'আলার কালাম পবিত্র কুরআন কারীমের ৭ টি আয়াত এবং আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রায় ৭০ টি হাদীস দ্বারা পর্দার বিধানটি ফরয বলে প্রমাণিত।

এসকল আয়াত ও হাদীস দ্বারা পর্দার বিধান প্রমাণিত হওয়ার পাশাপাশি সর্ব প্রকারের বেপর্দা হারাম হওয়াও সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। সুতরাং শরয়ী পর্দা নিয়ে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত প্রধানমন্ত্রীর মুখে এমন আপত্তিকর ও কটুক্তিমূলক মন্তব্য অত্যন্ত দুঃখজনক। ৯০% মুসলমানের দেশের নারী প্রধানমন্ত্রী ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত ফরয বিধান পর্দা সম্পর্কে দেয়া অপমান ও কটুক্তিমূলক বক্তব্যে ক্ষুব্ধ, বাকরুদ্ধ কোটি কোটি মুসলমানদের হৃদয়ে সীমাহীন রক্তক্ষরণ হয়েছে, তাদের হৃদয়ে রক্তের বন্যা বয়েছে।

বাবুনগরী আরো বলেন, একজন মুসলমান ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কোনভাবেই শরীয়তের কোন বিধান নিয়েই বেফাস মন্তব্য করতে পারে না, তাই শরীয়তের অন্যতম ফরয বিধান পর্দা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর দেয়া কটুক্তিমূলক এ বক্তব্য প্রত্যাহার করে মহান আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তার জন্য তাওবা করা উচিত।

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে পর্দার বিধান মেনে তদানুযায়ী আমলের অভাবেই আজ নারী নির্যাতন চরম আকার ধারণ করেছে উল্লেখ করে আল্লামা বাবুনগরী বলেন, শিশু থেকে শুরু করে সত্তর বছরের বৃদ্ধাও সমাজে আজ নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, শুধু নির্যাতনই নয়; বরং নির্যাতনের পর নির্যাতিত ব্যক্তিকে নির্মমভাবে হত্যাও করা হচ্ছে। এর মূল কারণ হলো পর্দাহীনতা, নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা ও পর্দার বিধান মেনে তদানুযায়ী আমল না করে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা ।

একজন সতী নারীর ভূষণ হচ্ছে শরয়ী পর্দা, নারীর ইজ্জত আবরু রক্ষার অন্যতম মাধ্যমও হচ্ছে শরয়ী পর্দা; কিন্তু নারী সমাজ অন্ধের ন্যায় আজ পশ্চিমাদের তালে তাল মিলিয়ে চলাফেরা করে নিজের ইজ্জত আবরু বিনষ্ট করছে, মানবরূপী নরপশু লম্পটদের ইভটিজিং এর শিকার হচ্ছে। তাই পর্দা সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য নয় বরং শালিন পোষাক পরিধান, শরয়ী পর্দা ও ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে ইভটিজিং, নারী ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন মুক্ত সমাজ গড়তে সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের মহাসচিব আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী দাঃবাঃ।

আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ ১৫ জুন কেনিয়াতে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পক্ষ হতে জানানো হয় যে, কেনিয়ার "ওয়াজির" অঞ্চলে খোদাভীরু জানবায মুজাহিদদের উক্ত সফল ও বরকতময়ী হামলায় ১০ এরও অধিক কেনিয়ান কুফফার সন্ত্রাসী সেনা নিহত হয়।

এছাড়াও হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ উক্ত অভিযানে কুফফার বাহিনী হতে বিভিন্ন ধরণের ৯টি যুদ্ধাস্ত্র গণিমত লাভ করেছেন।

গত ১৪ই জুন রোজ শুক্রবার দিবাগত রাতে চট্টগ্রাম নগরীর ডবলমুরিং থানার আগ্রাবাদ সিজিএস কলোনি এলাকা থেকে এ.টি.এস.আই সিদ্দিকুর রহমান নামে এক পুলিশকে এক অভিযানে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এ সময় গ্রেফতারকৃত পুলিশের কাছ থেকে দশ হাজার পিস ইয়াবাও জব্দ করেছে পুলিশ ও র‍্যাব। এ.টি.এস.আই সিদ্দিকুর রহমান চট্টগ্রাম নগর পুলিশের বন্দর জোনে টাউন সাব ইন্সপেক্টর (এটিএসআই) হিসেবে কর্মরত ছিল।

-বিএন- 'এসপিপি' বার্তা সংস্থা সূত্রে জানা গেছে, পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের উপ-কমিশনার মো. শহীদুল্লাহ গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানিয়েছে, পুলিশের এ.টি.এস.আই সিদ্দিকুর রহমান মোটর সাইকেলে করে ইয়াবাগুলো নিয়ে নগরের আগ্রবাদ সিজিএস কলোনির তার বাসায় নিয়ে যাওয়ার পথে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট এবং র‍্যাব যৌথ অভিযান চালিয়ে তাকে ইয়াবাসহ গ্রেফতার করে।

পুলিশ কর্তৃক মাদকব্যবসা নতুন কোন ঘটনা নয়। বহুবার এসকল মাদকব্যবসায়ী পুলিশকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু, কখনো তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চোখে পড়েনি। হয়তো 'আইনের চোখে সবাই সমান' কথাটি পুলিশ সদস্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়! প্রযোজ্য নয় সকল অপরাধের মূলহোতা দেশের শাসকগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও!

১৪ই জুন,২০১৯

আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ গত রমাদ্বান মাসে সোমালিয়ার ৯টি অঞ্চলে কুফ্ফার ও সন্ত্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় ১৪৮টি অপারেশন পরিচালনা করেছেন এবং ৩টি ফিদায়ী হামলা চালিয়েছেন। এসময় হারাকাতুশ শাবাব সবচেয়ে বেশি অপারেশন চালিয়েছেন দেশটির রাজধানী মোগাদিশুতে।

আলহামদুলিল্লাহ, হারাকাতুশ শাবাব এর জানবায মুজাহিদদের পরিচালিত এসকল হামলায় কুফ্ফার আফ্রিকান জোট ও সোমালিয়ান মুরতাদ বাহিনীর ২৩২ এরও অধিক সেনা হতাহত হয়।

হতাহত সেনাদের মাঝে ৪৩ সেনা-ই হচ্ছে কুফ্ফার আফ্রিকান জোট বাহিনীর, যাদের মধ্যে নিহত সেনা সংখ্যা হচ্ছে ২৩ এবং আহত সেনা সংখ্যা ২০।

অন্যদিকে মুজাহিদদের বরকতময়ী এসকল অভিযানগুলোতে সবচেয়ে বেশি হতাহত সেনা সংখ্যা হচ্ছে মুরতাদ সোমালিয়ান বাহিনীর, যাদের সংখ্যা ১৮৯ এরও অধিক। যাদের মাঝে নিহত সেনা সংখ্যা হচ্ছে ১১৭ এবং আহত সেনা সংখ্যা ৭২ এরও অধিক।

আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ আজ ১৪জুন কেনিয়ার কুফ্ফার বাহিনীর বিরুদ্ধে এক সফল ও বরকতময়ী অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ মহান আল্লাহ তা'আলার অনুগ্র ও সাহায্যের ফলে কেনিয়ার "কান্তন" অঞ্চল বিজয় করতে সক্ষম হয়েছেন। এসময় মুজাহিদদের হামলায় অনেক কুফ্ফার সেনা হতাহত হওয়ার পাশাপাশি কেনিয়ার আরো ৩ কুফ্ফার সেনা মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয়।

আজ ১৪ই জুন শুক্রবারে কাশ্মীরের পুলওয়ামার আওয়ান্তিপুরা এলাকার বানদোনা গ্রামে দখলদার ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী সেনাদের সাথে এক লড়াইয়ে নিহত হন দুইজন মুক্তিকামী কাশ্মীরী।

এক দখলদার সূত্রের বরাত দিয়ে কাশ্মীর ভিত্তিক সংবাদসংস্থাগুলো জানিয়েছে, দখলদার হিন্দুত্ববাদী সেনাদের সাথে গুলি বিনিময়ের এক পর্যায়ে লশকরে তৈয়্যবার দুইজন মুক্তিকামী নিহত হয়েছেন।

প্রাথমিক তথ্যানুযায়ী, নিহত মুক্তিকামীদের পরিচয় হলো- নাইনা বাটপুরা পুলওয়ামার ইরফান আহমদ দিগু এবং পামপুরী এর তাসাদোক আহমদ। উভয়েই লশকরে তৈয়্যবা নামক কাশ্মীরী মুক্তিকামী দলের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন বলে মনে করা হয়।

এদিকে, ঘটনাস্থলে দায়িত্বরত দুইজন ফটো সাংবাদিককে মারধর করেছে দখলদার হিন্দুত্ববাদী খুনী বাহিনী। সাংবাদিক দুজন হলেন- কাইসার মীর এবং কামরান ইউসুফ।

মিয়ানমারের উত্তর মংডুতে একদল মিয়ানমার বর্ডার পুলিশ (বিজিপি) ১১ বছর বয়সী একজন রোহিঙ্গা মুসলিম মেয়েকে গণধর্ষণের পর নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। সামিরা নামের ঐ মেয়েটির মৃতদেহ তার বাড়ি থেকে প্রায় ৫০০ ফুট দূরে নগান চাং গ্রামের উত্তর পল্লীতে পাহাড়ের পাদদেশের একটি ঝোপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

নগান চাং গ্রামের এক মুরুব্বি বলেন,৩ একটি ছোট নদী পেরিয়ে ‘নখাখা৬’ এর বিজিপিদের অবস্থান এবং ধর্ষিতা মেয়েটির পল্লী থেকে বিজিপিদের অবস্থান ২০০মিটার দূরে হবে। মনে হয় বিজিপিরা মেয়েটিকে সারারাত ধরে গণধর্ষণ করেছে এবং শেষে তাকে হত্যা করে ফেলেছে। তারপর তার মৃতদেহ পাশের ঝোপে ফেলে রেখেছে। লাশটি উদ্ধারের পর দেখা যায় তার নাক ও মুখ থেকে রক্ত ঝরছে।’’

১৩ই জুন,২০১৯

গত ১১ই জুন বেলা ১১ টায় তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের কয়েকজন জানবায মুজাহিদ উত্তর ওয়াজিরিস্তানের লাদ্ধায় রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে এফ সি এর একটি গাড়ি উড়িয়ে দিয়েছেন। এতে প্রাথমিকভাবে তেহরিকে তালেবানের মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ জানান, গাড়িতে থাকা এফ সি এর চার কর্মকর্তার দুইজন নিহত ও অপর দুইজন আহত হয়েছে।

আপডেট তথ্য মতে, ঐ হামলায় মৌলভী আসলামের ভাই কমান্ডার জাভেদ মেহসুদ নিহত হয়।

তেহরিকে তালেবানের পক্ষ থেকে জানানো হয়, যে সকল নামধারী মুসলিম পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে হাত মিলিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি করছে তাদেরকে নির্মূল করার বিষয়টিকে তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান সবসময়ই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। কারণ এরা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে সেনাদের কাছে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করে, পাশাপাশি এদের কারণে সাধারণ মানুষ চরম বিড়ম্বনার শিকার হয়।

ঐদিনই অর্থাৎ ১১ই জুন দুপুর ২টার দিকে বাজোর এজেন্সির সীমান্ত এলাকায় তেহরিকে তালেবানের বিশেষ গ্রুপের মুজাহিদগণ নাপাক পাকিস্তানী সেনাদের একটি ঘাঁটিতে বড় ধরণের হামলা চালান। হামলায় হালকা ও ভারী অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানা যায়। ঐ হামলায় শত্রুশিবিরে জান-মালের ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেছে।

একইভাবে, ১১ই জুন মঙ্গলবার দিনই তেহরিকে তালেবানের একদল মাইন বিশেষজ্ঞ মুজাহিদ উত্তর ওয়াজিরিস্তানের সরাওগায় এফ সি এর কর্মকর্তাদের কর্মস্থলে একটি আইইডি মাইনের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন। এতে সেখানে থাকা দুই কর্মকর্তা খতম হয়েছে বলে জানান তেহরিকে তালেবানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন প্রতিনিয়ত কুফফার জোট বাহিনীর উপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছেন।

আজ ১৩ই জুন রোজ বৃহস্পতিবার সোমালিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমের বাইবুকুল শহরের প্রাণকেন্দ্রে সরকারপন্থী একদল মিলিশিয়াদের সামরিক চেকপয়েন্টের উপর হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে, ইসলামের দুশমন সেনাদের কিছুসংখ্যক সেনা হতাহত হয়।

এর আগে কেনিয়ার উত্তর-পূর্বের প্রদেশ জারেসার আমুমি এলাকার নিকটে হারাকাতুশ শাবাবের একদল জানবায মুজাহিদ শত্রুবাহিনীর উপর হামলা চালান। মুজাহিদিনের পুঁতে রাখা আইইডি বিস্ফোরণে কেনিয়ার সামরিক বাহিনীর বাহন ধ্বংস হয়ে যায়। পূর্ব আফ্রিকান একটি বার্তাসংস্থার সূত্রে জানা গেছে, ঐ হামলায় অন্তত ১৫ সেনা নিহত হয়েছে।

গতকাল ১২ই জুন, উত্তর জেরুজালেমের কালানদিয়া শরণার্থী শিবিরে ফিলিস্তিনীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিরুদ্ধে বড় পরিসরে ধ্বংসাত্মক অভিযান চালিয়েছে দখলদার ইজরায়েলী ইহুদীরা। *কুদস প্রেস* এর বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে মিডল ইস্ট মনিটর নামক বার্তাসংস্থা।

রিপোর্ট অনুযায়ী, ক্যাম্পটির প্রবেশপথে দখলদার ইহুদীদের অবৈধ চেকপয়েন্টের কাছে ইহুদীরা ফিলিস্তিনী মুসলিমদের ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছে এবং বাণিজ্যিক দোকানগুলো ধ্বংস করে দিয়েছে ।

গত ১০ই জুন দক্ষিণ ইয়েমেনের তায়িজ শহরের উত্তরাঞ্চলের আল-জাশাশ বসতিতে আঘাত হেনেছিল শিয়া হুতি সন্ত্রাসীরা। এসময় তারা আব্দুল কাদির আহমদ আব্দুর রহমান নামে একজন মুসলিমের বাড়িতে মর্টার নিক্ষেপ করে। হুতি সন্ত্রাসীদের ঐ হামলায় একজন নারী এবং তার ৪ শিশু সন্তান আহত হয়েছে।

আফগানিস্তানের কান্দাহার প্রদেশে আমেরিকান ট্যাংক এবং পুতুল সেনাদের লক্ষ্য করে বোমা হামলা চালান ইমারতে ইসলামিয়াহ আফগানিস্তানের সৎসাহসী তালেবান মুজাহিদগণ।

আল-ইমারাহ্ সংবাদ সংস্থার বরাতে জানা যায় যে, গত মঙ্গলবার দিন বিকালে কান্দাহার প্রদেশের দামান জেলার মারগানকিচাহ গ্রামের নিকটবর্তী এক স্থানে জানবায তালেবান মুজাহিদদের বোমা হামলায় আমেরিকান সাঁজোয়া ট্যাংক ধ্বংস হয়ে তাতে আরোহী সকল সন্ত্রাসী শত্রুসেনা হতাহত হয়।

অপরদিকে, একই দিন রাতে ইমারতে ইসলামিয়ার আল্লাহভীরু মুজাহিদগণ কান্দাহার প্রদেশের রিগরিযান এলাকায় বিশেষ বাহিনীর সদস্য মুরতাদ মুহিব্বুল্লাহ্-কে হত্যা করেন। এসময় মেওয়ান্দ জেলার কালানকিচাহ এলাকায় মুজাহিদদের বোমা হামলায় নিহত হয় মুরতাদ বাহিনীর আরো ৩ সদস্য।

এদিকে, আফগানিস্তানের ফারইয়াব প্রদেশ থেকে সংবাদ জানানো হয়েছে যে, আফগানিস্তানের গিরযীওয়ান জেলার নৌখুর এলাকায় অবস্থিত শত্রুদের চৌকিতে হামলা করেন মুজাহিদগণ।

যার ফলে, আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্যে মুজাহিদগণ সম্পূর্ণরূপে চৌকিটি বিজয় করে নেন। এবং সেখানে অবস্থানরত সৈন্যদের মধ্য হতে ৬ শত্রুসেনা নিহত হয়, আহত আরো ৪ জন। এসময় মুজাহিদগণ গণিমত হিসেবে একটি শক্ত মেশিনগান, দু'টি ক্লাশিনকোভসহ অন্যান্য যুদ্ধ সামগ্রী লাভ করেন।

অপরদিকে সংবাদ সূত্র মতে জানা যায়, দুশমনদের পালটা আক্রমণে দু'জন সৎসাহসী মুজাহিদ সামান্য আহত হন এবং অপর একজন জানবায মুজাহিদ শহীদ হন। ইনশাআল্লাহ্।

১২ই জুন,২০১৯

গভীর রাতে বাড়ি থেকে ডেকে পাশের পাটক্ষেতে নিয়ে মাদারীপুর জেলার অন্তর্গত কালকিনিতে এক স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। গত ৯ই জুন ২০১৯ ঈসায়ী রোজ রবিবার দিবাগত গভীর রাতে কালকিনি উপজেলাধীন লক্ষ্মীপুর নামক গ্রামে ধর্ষণের এ ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটেছে।

ঘটনার পর স্থানীয় থানা পুলিশ প্রথমে মামলা না নিয়ে ধর্ষিতা ঐ কিশোরী ও তার স্বজনদের লাঞ্ছিত করেছে বলে বিএন- 'বিএস' বার্তা সংস্থাকে এমন অভিযোগ জানিয়েছে কিশোরীর পরিবার।

বার্তা সংস্থা সূত্রে জানা গেছে, এ ঘটনায় গত সোমবার সকালে কালকিনি থানায় মামলা করতে গেলে থানা পুলিশ মামলা না নিয়ে মীমাংসার কথা বলে ধর্ষিতা স্কুলছাত্রী ও তার স্বজনদের সারাদিন থানায় আটকে রেখে রাতে মামলা নেয়।

এদিকে, সোমবার রাতে ঐ স্কুলছাত্রীকে মাদারীপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও পুলিশের হুমকিতে রাতেই তাকে হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলেও দাবি করে ধর্ষিতা ছাত্রীর পরিবার।

পুলিশের এহেন মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ড ও আইনের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ আচরণের প্রেক্ষিতে আইন বিশেষজ্ঞ ও সমাজ বিশ্লেষকগণ বলেন, জনগণের কথিত বন্ধু নামের মানবতার চরম শত্রু এই সকল পুলিশের কর্মকাণ্ডই তাদের আসল চেহারা সমাজ ও রাষ্ট্রের মানুষের সামনে সূর্যের আলোকরশির ন্যায় পরিষ্কার করে দিচ্ছে। সমাজের মানুষ যেন তাদের বন্ধুকে কর্ম ও তার দ্বীন-দারিতার ভিত্তিতেই চিহ্নিত করে নেন সেই আহবানও করেছেন সমাজ বিশ্লেষকগণ।

বার্তা সংস্থা সূত্রে আরো জানা গেছে, ধর্ষিতা ছাত্রীর পরিবারের দাবি, এ ঘটনায় অভিযুক্ত আসামিকে এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করেনি পুলিশ। এছাড়া অভিযুক্ত পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধেও কোনো আইনী ব্যবস্থা নেয়নি রাষ্ট্রীয় আইনযন্ত্র।

তবে বরাবরের ন্যায় জনগণের কথিত বন্ধু বলে বুলির ধারক-বাহক পুলিশ বাহিনীর সদস্য মাদারীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বদরুল আলম মোল্লা আসামিকে গ্রেফতারের অভিযোগের বিষয়ে কোন মন্তব্য না করলেও স্কুলছাত্রী ও তার স্বজনদের লাঞ্ছিত করার অভিযোগ সত্য নয় বলে দাবি করেছে।

১০ই জুন,২০১৯

ছবিতে ছোট যে বাচ্চাটিকে দেখছেন তার নাম হলো কাজান হুসাম আল-জুহানি। সে সৌদি আরবের কারাগারে জন্মগ্রহণ করেছে! কারাকক্ষের জীবন ব্যতীত অন্য কোন জীবন সম্পর্কে তার জানা নেই!

তার মা ফাতিমা রমজান বালুশিকে গর্ভকালীন সময়ে গ্রেফতার করা হয়। অতঃপর, গত এক বছর আগে তিনি সৌদি আরবের *যাহবান* রাজনৈতিক কারাগারে বন্দী থাকাবস্থায় তার উপর অত্যাচার চালিয়ে একটি সামরিক হাসপাতালে সন্তান প্রসব করতে বাধ্য করা হয়।

শিশুটির বাবা হুসাম আল-জুহানি সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের *হায়ির* রাজনৈতিক কারাগারে বন্দী। তিনি ২বছর ৫ মাস আগে গ্রেফতার হওয়ার সময় থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত নির্জন কারাবাস করছেন।

কাজান এবং তার মা সৌদি আরবের যাহবান জেলখানায় বন্দিত্বের জীবনযাপন করছেন। জীবনে পিতার উপস্থিতি থেকে এই শিশুকে জোরপূর্বক বঞ্চিত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক শিশু স্বাধীনতার যে মৌলিক অধিকার পায় তা থেকেও এই শিশুকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

এই সকল অপরাধকর্ম করে যাচ্ছে সৌদি আরবের শাসকগোষ্ঠী। সম্প্রতি *নিউজ ব্যুরো* নামক একটি সংবাদসংস্থা জানিয়েছে, এরকম অন্তত ৬ শিশু তাদের পিতা-মাতার সাথে সৌদি আরবের রাজনৈতিক কারাগারে বন্দী জীবন কাটাচ্ছে।

তারা হলো-

১। ম্যা আল-তালাকের ৯মাস বয়সী কন্যা।

২ ও ৩। নূরাহ এবং ইবতিসাম, গাআলিয়াহ আল-খুওয়াইতিরের দুই কন্যা।

৪। কাজান, ফাতিমা বালুশির কন্যা।

৫। মু'আজ, তাজিকিস্তানের এক বন্দীর ছেলে।

সিরিয়ায় মুসলিম জাতির উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে আসাদ বাহিনী, তার মিত্র রাশিয়া, ইরানসহ শিয়া-নুসাইরী গোষ্ঠীগুলো। ২০১১সাল থেকে শুরু হওয়া এই যুদ্ধে লাখ লাখ মুসলিমকে হত্যা করেছে সম্মিলিত কুফফার জোট। সম্প্রতি সিরিয়ায় মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা একটি সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১১সাল থেকে ২০১৯সাল পর্যন্ত কেবল রমজান মাস ও ঈদুল ফিতরের দিন মসজিদসমূহে হামলায় নিহত সাধারণ মানুষের সংখ্যা ১৮,৯৭৪জন। গতকাল ৯ই জুন ২০১৯ *সিরিয়ান নেটওয়ার্ক ফর হিউম্যান রাইটস্* নামক সংস্থার রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়।

সিরিয়ান নেটওয়ার্ক ফর হিউম্যান রাইটস্ নামক সংস্থাটির দেওয়া তথ্য মতে, সিরিয়া যুদ্ধের শুরু থেকেই মুসলিমবিরোধী দলগুলো মুসলিমদের ইবাদতের স্থানগুলোতে ব্যাপক হারে হামলা চালিয়েছে। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে নিয়ে ২০১৯ সাল পর্যন্ত কেবল রমজান মাস ও ঈদুল ফিতরের দিন মুসলিমদের ইবাদতের স্থানসমূহে কুফফার জোটের হামলায় কমপক্ষে ১৮,৯৭৪জন সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছেন।রিপোর্ট অনুযায়ী, নিহতদের মধ্যে ২৬৭৫জন হলো শিশু এবং ২৩৩৯জন নারী।

০৬ই জুন,২০১৯

কেনিয়ার মান্দিরা অঞ্চলে গত ৪জুন কেনিয়ার সন্ত্রাসী কুফ্ফার বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ।

আলহামদুলিল্লাহ, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় ২৫ এরও অধিক কেনিয়ার কুফ্ফার সন্ত্রাসী সেনা হতাহত হয়।

আল-কায়েদার শাখা কাশ্মীরের সবচাইতে জনপ্রিয় জিহাদী জামা'আত আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের সম্মানীত শহীদ আমীর "কমান্ডার জাকির মুসা রহিমাহুল্লাহ" গত ২৪শে মে সকালে শাহাদাতবরণ করেন।

আমীরের শাহাদাতের পর গতকাল অর্থাৎ পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিন শুরা সদস্যদের পরামর্শে নিজেদের নতুন আমীর, ডিপুটি ও মুখপাত্রের নাম প্রকাশ করলো আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ।

আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের নতুন আমীর নিযুক্ত হয়েছেন- আব্দুল হামীদ লেলহারী হাফিজাহুল্লাহ। ডিপুটি নিযুক্ত হয়েছেন- গাজী ইব্রাহীম হাফিজাহুল্লাহ। আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের সম্মানিত মুখপাত্র আবু উবায়দা হাফিজাহুল্লাহ-এর একটি বার্তায় এ বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

৩রা জুন, ২০১৯

আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাবের মুজাহিদগণ ৩রা জুন সোমালিয় বিশেষ ফোর্স (বানক্রুফত)-এর উপর একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ তাদের অফিসিয়াল সংবাদ মাধ্যম 'ওয়াকালাতুশ শাহাদাহ'তে জানান যে, সোমালিয়ার শাবেলি সুফলা প্রদেশ হতে প্রায় ৫০ কি.মি. দূরে সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর বিশেষ ফোর্সকে টার্গেট করে তারা একটি সফল হামলা চালিয়েছেন। যার ফলে সোমালিয় বিশেষ ফোর্সের ৬ মুরতাদ সদস্য নিহত হয়। নিহত মুরতাদ সদস্যদের মাঝে ৩ কমান্ডারও রয়েছে বলে জানিয়েছে সংবাদ মাধ্যমটি।

এছাড়া বোমা হামলার মাধ্যমে মুরতাদ বাহিনীর একাধিক সামরিকযানও ধ্বংস করেছেন মুজাহিদগণ।

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদীন তাদের নিয়ন্ত্রিত ইসলামী রাজ্যগুলোর অভাবী পরিবারগুলোর মাঝে প্রয়োজনীয় খাদ্য বিতরণ করছেন।

এক পরিসংখ্যান হতে জানা যায় যে, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ তাদের নিয়ন্ত্রিত শুধু শাবেলি সুফলা প্রদেশের তিনটি শহরেই প্রায় ২২০০টি পরিবারের মাঝে প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ এভাবে মুজাহিদগণ তাদের নিয়ন্ত্রিত প্রতিটি শহরেই অভাবী পরিবারগুলোর মাঝে খাদ্য বিতরণ করছেন।

২রা জুন, ২০১৯

দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলায় ২রা জুন রাতে অভিযান চালিয়ে একজন মুসলিমকে তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করেছে দখলদার ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী সেনারা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কুলগাম জেলার আশমুজি গ্রামের একটি বাড়িতে হিন্দুত্ববাদী সেনারা জোরপূর্বক প্রবেশ করে গোলাম মুহদ দার নামে বাড়িওয়ালাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। ঐ ব্যক্তির ৫ কন্যা সন্তান রয়েছে।

গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তির পরিবার বলেছে„ কোন রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক সংগঠনের সাথে আমাদের সম্পৃক্ততা নেই। তাকে মুক্তি দিতে আমরা বাহিনীর কাছে আবেদন জানায়, যেহেতু তার পাঁচজন মেয়ে রয়েছে।”

২রা জুন রোজ রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত টেকনাফ থানাধীন মেরিন ড্রাইভ সড়কের উখিয়ার রেজুখাল ব্রিজ নামক এলাকা থেকে ৩ হাজার ২০০ পিস ইয়াবাসহ নিজামুল হক নামে পুলিশের এক উপ-পরিদর্শককে গ্রেফতার করেছে বিজিবি। এ সময় তার কথিত বান্ধবী পরিচয়ে এক নারীকেও গ্রেফতার করা হয়। তাৎক্ষণিকভাবে ঐ নারীর নাম ও পরিচয় জানাতে পারেনি বিজিবি। গ্রেফতারকৃত নিজামুল হক চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটনে উপ-পরিদর্শক পদে কর্মরত রয়েছে।

বার্তা সংস্থা –বিএন- 'টিডিইউএন' সূত্রে বিষয়টি নিশ্চিত করে কক্সবাজারের অতিরিক্ত (বিজিবি) পুলিশ সুপার মোহা. ইকবাল হোসেন জানায়, একটি মোটরসাইকেলে করে টেকনাফ থেকে ছেড়ে এসে পুলিশের উপ-পরিদর্শক নিজামুল হক মেরিন ড্রাইভ সড়কের রেজুখাল ব্রিজ সংলগ্ন বিজিবির চেকপোস্ট অতিক্রম করার সময় তল্লাশির উদ্দেশ্যে মোটরসাইকেলটি থামায় বিজিবি।

পরে মোটরসাইকেলে বসা উপ-পরিদর্শক নিজামুল হক ও তার কথিত বান্ধবীর শরীর তল্লাশি করে ৩ হাজার ২শ' পিস ইয়াবা পেয়ে তাকে গ্রেফতার করে চেকপোস্টে দায়িত্বরত বিজিবি সদস্যরা।

এদিকে, এ সকল ঘটনার পরি-প্রেক্ষিতে সমাজ বিশ্লেষকগণ রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থাকে দায়ী করার পাশাপাশি দেশের শিক্ষানীতিও এসকল কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী বলে উল্লেখ করেন।

বিশ্লেষকগণ বলেন, যাদের মাধ্যমে দেশের মানুষ উপকৃত হবে। যারা সমাজ ও রাষ্ট্রের মানুষকে স্বদেশীয় গাদ্দারদের পাশাপাশি বিদেশি শত্রুর মনস্তাত্তিক ও সামরিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে। যাদের ভরণ-পোষণ গ্রহণ করা হয় সরকারি তথা সাধারণ খেটে খাওয়া শ্রমিক থেকে শুরু করে দেশের সর্বস্তরের উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের ঘাম জড়ানো আয়-রোজগারের ট্যাক্সের টাকায়।

যাদের উপর নির্ভর করে কোটি মানুষের সামাজিক-পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় সুশৃঙ্খলতা ও উন্নতির উৎকর্ষ সাধন। তাদের মাধ্যমে যখন দেশ ও জাতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিক্ষেপ করার বড় উপকরণ সমূহ হতে একটি উপকরণ মাদক সেবন, মাদক ক্রয়-বিক্রয়ের ন্যায় এরকম জঘন্য অপরাধমূলক কর্ম সঙ্ঘঠিত হয়, তখন সে দেশে অবস্থানরত কোটি মানুষের প্রাপ্তি আফসোস আর পরিতাপ বৈ আর কিছুই হতে পারে না। এর জন্য এদেশের প্রচলিত শাসন ব্যবস্থা থেকে শুরু করে শিক্ষা ব্যবস্থাসহ সকল অঙ্গন দায়ী।

বিশ্লেষকগণ মনে করেন, এর থেকে মুক্তির একটি পথ ও মতই অবশিষ্ট থাকে। সেটা হলো, দেশের প্রতিটি মানুষ পারিবারিক অঙ্গন থেকে শুরু করে দেশের সর্বোচ্চ শাসন ব্যবস্থা কুরআন ও সুন্নাহ্ তথা ইসলামী আইন ও অনুশাসন অনুযায়ী পরিচালনা করার জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া।

১লা জুন, ২০১৯

জাকির মূসা রাহিমাহুল্লাহু শুধু ভারতের জন্যই নয় বরং পাকিস্তানের জন্যেও মাথা ব্যাথার কারণ ছিলেন। এমনটাই মন্তব্য করছেন কাশ্মীরীরা।

আব্দুল্লাহ কাশ্মীরী বলেন, কেননা পাকিস্তান শুরু থেকেই কাশ্মীরকে নিজেদের আওতাভুক্ত করার চেষ্টারত ছিল। আর এটাকে বাস্তবায়ন করতে পাকিস্তান সরকার নিজেদের মত করে কিছু জিহাদি দলকে সাজায় যেই দলগুলোকে বিভিন্ন ধরণের সহায়তা করতো পাকিস্তান। যেমন জামাতুত দাওয়াহ, জাঈশে মুহাম্মদ, হরকাতুল মুজাহিদিন, হিজবুল মুজাহিদিন, আল বদর ইত্যাদি।

সংগঠন গুলোকে সরকারিভাবেই উদ্ধুদ্ধ করা হতো, তারা যখনই পকিস্তান সরকারের অনুমতি পেত তখনই কেবল হামলা পরিচালনা করতো, যখন অনুমতি হতনা তখন হামলাও করা হতনা। মোটকথা পাকিস্তান সরকার নিজ সার্থের জন্যই এই দলগুলোকে ব্যববহার করতো এবং এই দলগুলোর মাধ্যমেই "কাশ্মীর বনেগা পাকিস্তান" স্লোগান দিতে উদ্ধুদ্ধ করা হত সাধারণ কাশ্মীরীদেরকে।

শহিদ বুরহান ওয়ানী রহ. ছিলেন হিজবুল মুজাহিদীন এর প্রধান, তিনি চেয়েছিলেন কাশ্মীরকে প্রকৃত জিহাদ চালু করতে, চেয়েছিলেন পাকিস্তানের অধিনে জিহাদ পরিত্যাগ করে আল্লাহর অধীনে ও আল্লাহর জন্যই জিহাদ করতে, কিন্তু তিনি এটাও ভালো করে জানতেন যে, তিনি ও তার কয়েকজন সাথী ছাড়া বাকি অধিকাংশ কমান্ডারই মডারেট, তাই তিনি কৌশলে কাজ করতে শুরু করেন। কিন্তু তিনি বেশিদেন এই লক্ষ্যে আর কাজ করতে পারননি। ভারতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইরত অবস্থাতেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তার শাহাদাতের পর হিজবুল মুজাহিদীন এর দায়িত্বে আসেন জাকির মুসা। প্রায় একবছর তিনিও কৌশলে কাজ করতে থাকেন, এরপর একদিন এক অডিও বার্তায় তিনি ঘোষণা করলেন কাশ্মীর বনেগা দারুল ইসলাম। এই ঘোষণা ছিল পাকিস্তান এবং তাদের অনুগত সকল দল ও ব্যাক্তির গালে সরাসরি চপেটাঘাত। যা সহ্য করতে পারেনি তারা। শুরু হয় জাকির মুসার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরণের ষড়যন্ত্র। হিজবুল মুজাহিদীনের দায়িত্বে তিনি বেশি দিন আর থাকতে পারেননি, কারণ এখানে তিনি ও বুরহান ওয়ানির কয়েকজন সাথী ছাড়া অধিকাংশ কমান্ডাররাই ছিল পাকিস্তান/ মডারেট পন্থি। এমতাবস্থায় তিনি হিজবুল মুজাহিদীনের আমিরত্ব ছেড়ে দিয়ে মাত্র ২০ জন মুজাহিদ সাথীকে নিয়ে নতুন দল ঘোষণা করলেন।

জাকির মূসা রাহিমাহুল্লাহু হিজবুল মুজাহিদীন ছেড়ে দিয়ে যখন ময়দানে সাহসী ভূমিকা পালন করতে শুরু করলেন, তখন থেকে গোটা কাশ্মীরের সাধারণ জনগণ জাকির মূসা রাহিমাহুল্লাহু এর নেতৃত্বে আসতে লাগলেন, আর তিনি আনসার গাযওয়াতুল হিন্দ নামে একটি নতুন তাঞ্জিম গঠন করলেন এবং ঘোষণা দিলেন,

এই তাঞ্জিমের লক্ষ্য হচ্ছে কাশ্মীরকে দারুল ইসলাম বানানো এবং তাগুতের অধিনে জিহাদ ত্যাগ করে আল্লাহর অধিনে জিহাদ করা। কাশ্মীরকে পাকিস্তান কিংবা ভারতের কোন অংশ বানানোর জন্য আমাদের এই যুদ্ধ না।।

তিনি নিজ অডিও বার্তায় আরো বললেন, আমরা যেই গনতান্ত্রিক তাগুতি সিস্টেম থেকে স্বাধীনতা চাচ্ছি, সেই সিস্টেম তো পাকিস্তানে বিদ্যমান, তাহলে কাশ্মীরকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যেই বা কী হল!!
জিহাদের ভিত্তি জাতীয়তাবাদ নয়, বরং আল্লাহর শরিয়তের প্রতিষ্টা হওয়া চাই, আমরা কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অংশ নয় বরং ইসলামী রাষ্ট বানাতে চাই, কেননা এটাই শহিদ আফজাল গুরু ও শহিদ বুরহান ওয়ানী রাহিমাহুল্লাহু এর স্বপ্ন ছিল।
বাস্তবতা হচ্ছে এটাই যে শহিদ আফজাল গুরু ও বুরহান রাহিমাহুল্লাহু শরিয়ত প্রতিষ্টার আকাঙ্ক্ষা করতেন আর শুধু আমরাই নই বরং পুরো কাশ্মীর শরিয়ত চায়।

এই অডিও বার্তার মাধ্যমে প্রায় ৭০ বছর কাশ্মীর যুদ্ধে সর্বপ্রথম কোন দল কাশ্মীরকে দারুল ইসলাম বানানোর ঘোষণা করলো।

এই বার্তার পর জাকির মুসা রহ. কে বলা হল, আপনি আমাদের একতাকে নষ্ট করে দিয়েছেন।
এমন অভিযোগের জবাবে এই মহান বীর বলেছিলেন- যদি তোমাদের এই একতা আমাকে এবং কাশ্মীরীদেরকে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে বলে, তাহলে আমিই সর্বপ্রথম এই একতার বিরুদ্ধে অবস্থান করবো, আমি এমন একতাকে প্রত্যাখ্যান ও ছুড়ে ফেলবো। আর এজন্য যদি আমাকে একাও এই পথে চলতে হয় তবুও, আমি সত্যের অনুগামী হয়েই সামনে বাড়বো।

এরপর হিজবুল মুজাহিদীন ও জামাতুত দাওয়াহসহ বিভ্রান্তসৃষ্টকারীরা জামা'আত "আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ" কে বিভিন্ন অপবাদ দিতে শুরু করে। কেউ কেউ তাদেরকে ইন্ডিয়ার দালাল বলতেও দ্বিধা করেনি! আমির জাকির মূসা রাহিঃ এর প্রতিউত্তরে বলেছিলেন, ইনশাআল্লাহ্ আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ, আমি ও আমার সাথীরা আল্লাহর রাহে নিজেদের রক্ত দিয়েই এসব অপবাদের মোকাবেলা করবো।

কিন্তু ঐ লোকেরা নিজেদের আচলকে কিভাবে পবিত্র করবে, যারা জাতীয়তাবাদের কথা বলে, যারা তাগুত শাসকদেরকে খোদার আসনে বসিয়ে নিয়েছে ও মদ্যপ আর্মি জেনারেলদেরকে ফেরশতা মনে করে! তাদের ও সামেরির মাঝে কী পার্থক্য!!

আর আল্লাহ তার বান্দাকে তার দাবীর উপর সত্য (জাকির মুসা রহ এর শাহাদাতের মাধ্যমে) প্রমাণিত করেছেন, এছাড়া জাকির মূসা রাহিমাহুল্লাহু পাকিস্তান ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জিহাদরত জিহাদি তাঞ্জিমগুলো অর্থাৎ হিজবুল আহরার ও তাহরিকে তালেবান পাকিস্তানকে সসমর্থণ করতেন। জাকির মূসা রাহিমাহুল্লাহু তার এক বয়ানে পাকিস্তান জনসাধারণকে তাহরিকে তালেবান পাকিস্তান ও হিজবুল আহরারকে সমর্থন দেওয়ার আহবান করেন এবং টিটিপি ও হিজবুল আহরারকে পরস্পরের মাঝে ঐক্যের পরামর্শ দেন।

এছাড়াও আল-হুর মিডিয়া হতে প্রচারিত মহান এই বীর তাঁর সার্বশেষ বার্তাতে বলেছিলেন-
আমার প্রিয় ভাইয়েরা! এই বিষয়টি কি এখন পরিষ্কার নয় যে, যখন পাকিস্তান সরকারের উপর আঘাত লাগল,

তখন সে একদিনের মধ্যেই ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তত হয়েগেল!
আর যদি আমাদের অবস্থা দেখি, যখন কাশ্মীরে প্রতিমুহূর্তে আমাদের মায়েরা আঘাতপ্রপ্ত হচ্ছেন, আমাদের প্রিয় ও সম্মানীত বোনেরা আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে, যখন আমাদের ভাইদের শরীরে আঘাত প্রাপ্ত হচ্ছে, তখন এই দেশ (পাকিস্তান) ভারতের সাথে বন্ধুত্বতার সম্পর্ক করতে থাকে। এমন কোন বিষয়, যার কারণে পাকিস্তানের যুদ্ধবিমানগুলো ভারতের আকাশসীমায় প্রবেশ করেনা! যখন আমাদের কলিজার টুকরা আসিয়া ও নিলুফারদের রক্তে ভিজে গিয়েছিল এই জমিন!
পাকিস্তানকে কে বাধা দিলো ভারতে প্রবেশ করতে, যখন শোপিয়ান এবং কুলগামে মুজাহিদদের ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও আগুনে ঝলশে যাওয়া লাশ তাদের আপনদের কাছে এসেছিল!?
যখন ২০০৮,২০১০ ও ২০১৬ তে আমাদের শিশুরা পাথর নিয়ে আন্দোলন করছিল, তখন সেসময় তাদের শরিরগুলো হিন্দুদের গুলিতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়েছিল।
মনে রাখবেন! আপনাদের জন্য এদের কোন ভালোবাসা নেই, যেমনটা আমার প্রিয় সাথী ও সহযোগী শহিদ কমান্ডার রিহান খান রহ. বলেছেন যে, এদেশের (পাকিস্তান) সরকারের তো ইমান ও বিশ্বাস নেই, তারা শুধু তাদের ভুখন্ডের চিন্তায় চিন্তিত।
[আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে পাকিস্তানী হুকুমত ও হিন্দুস্তানী কাফেরদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করুন।]

সবশেষে জাকির মুসা রহ./আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের নিকট বায়াতবদ্ধ একটি জামা'আত হয়েই কাশ্মীরে কাজ করছেন।

আল-কায়দা সোমালিয়ান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদীন গত ১লা জুন সোমালিয়ার কয়েকটি স্থানে পৃথক ৫টি অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদদের পরিচালিত এসকল অভিযানের ৩টিতেই সোমালিয়ান মুরতাদ বাহিনীর উচ্চপদস্থ এক কমান্ডার নিহত হওয়াসহ আরো ৩ মুরতাদ সেনা হতাহত হয়। ধ্বংস করা হয় মুরতাদ বাহিনীর একটি গাড়ি।

এছাড়াও বাকি দুটি হামলায় অনেক সেনা হতাহত হলেও তার নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা জানা যায়নি, এই দুটি অভিযানের একটি অভিযান চালানো হয় কুফ্ফার ইথিউপিয়ার সামরিক ঘাঁটিতে। যার ফলে কুফ্ফার বাহিনীর জান-মালের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়

গত ১লা জুন, পাকিস্তানের ওয়াজিরিস্তান সীমান্ত এলাকা "বুয়াহ" তে হিজবুল আহরার মুজাহিদগণ প্রথমে মাইন বিস্ফোরণের মাধ্যমে না-পাক সেনাদের সামরিক কাফেলার পথরোধ করেন।

না-পাক সামরিক বাহিনীর কাফেলার পথরোধ করার পর মুজাহিদগণ ফায়ারিং শুরু করেন, যা বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ চলতে থাকে।

আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদদের এই হামলার ফলে এক না-পাক সেনা নিহত এবং আরো ৪ না-পাক সেনা গুরুতর আহত হয়।

এছাড়াও মুজাহিদদের বোমা হামলায় মুরতাদ বাহিনীর দুটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদগণ গত ৩১মে আফগানিস্তানের ১৯টি প্রদেশে ২৯টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে মুজাহিদগণ তাদের এই সফল অভিযানের মাধ্যমে মার্গাব জেলাসহ আফগান মুরতাদ বাহিনী হতে আরো ৫টি সামরিকপোস্ট বিজয় করেনেন।

এসময় মুজাহিদদের পরিচালিত অভিযানগুলোতে ৫২ ক্রুসেডার ও আফগান মুরতাদ সেনা নিহত হয়, যাদের মাঝে ক্রুসেডার সৈন্য রয়েছে ১০ এবং আহত হয় আরো ২১ আফগান মুরতাদ সেনা।

এছাড়াও মুজাহিদদের নিকট ৬ সেনা বন্দী হওয়াসহ আরো ৬৯ আফগান সেনা তালেবান মুজাহিদদের নিকট তাদের যুদ্ধাস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করে।

আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদগণ কুফ্ফার বাহিনীর ৬টি সামরিকযান ধ্বংস করার পাশাপাশি ৯৪টি বিভিন্ন ধরণের যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

গত ৩১মে সালাতুল জুমাআ আদায় করতে শ্রীনগর জামে' মসজিদে আসেন হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ কাশ্মীরী মুসলিম। এসময় জাকির মুসা ও কাশ্মীর বনেগা দারুল ইসলাম স্লোগান দিতে শুরু করেন কাশ্মীরী মুসলিমরা। যেখানে কাশ্মীরীরা ইতিপূর্বে স্লোগান দিত কাশ্মীর বনেগা পাকিস্তান, কিন্তু আজ সেখানে জাকির মুসা রহ. এর মেহনতে কাশ্মীরীরা তাদের স্লোগান পরিবর্তন করে বলতে শুরু করেছেন কাশ্মীর বনেগা দারুল ইসলাম। আল্লাহু আকবার।

এছাড়াও কাশ্মীরী মুসলিমরা আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের পতাকার পাশাপাশি ইসলামি ইমারতের তাওহিদী পতাকা উত্তলন করে "কাশ্মীর বনেগা দারুল ইসলাম" স্লোগান দিতে থাকেন। কেনানা আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ ইমারতে ইসলামিয়ার নিকট বায়াতবদ্ধ একটি জামাআ'ত।

কাশ্মীরী মুসলিমরা যখন এধরণের স্লোগান দিতে থাকে, তখন ভারতীয় সন্ত্রাসী বাহিনী বিষয়টি সহ্য করতে না পেরে শ্রীনগর জামে' মসজিদের দরজা বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করে। যার ফলে ভারতীয় সন্ত্রাসী মালাউন বাহিনীর সাথে তীব্র সংঘর্ষ শুরু হয় কাশ্মীরী মুসলিমদের। কাশ্মীর ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যমগুলো হতে জানা যায় যে, এসময় ভারতীয় বাহিনীর সন্ত্রাসী হামলায় আহত হন প্রায় ৩০ জন কাশ্মীরী মুসলিম।

এছাড়াও জাকির মুসা রহ. এর জন্মস্থান ট্রাল এলাকাতেও ভারতীয় বাহিনীর সাথে জাকির মুসা রহ. এর সমর্থক কাশ্মীরীদের ব্যাপকহারে সংঘর্ষ হয়। যার ফলে এখানেও অনেক কাশ্মীরী মুসলিম হতাহতের শিকার হন।

আফগানিস্তানে ইমারতে ইসলামিয়ার চলমান সফল "আল-ফাতাহ" অভিযানের মাধ্যমে গত ৩১ মে সকাল ৮.৪০ মিনিটের সময় ক্রুসেডার ন্যাটো বাহিনীর সিনিয়র সেনাদের একটি বহর কাবুল শহরের চউ৯ এর কাবিল-বে এরিয়া অতিক্রমকালে তালেবান মুজাহিদদের একটি শহিদী হামলার শিকার হয়।

শক্তিশালী গাড়িবোমা দ্বারা এই শহিদী হামলাটি পরিচালনা করেন খোস্ত প্রদেশের বাসিন্দা শাহাদাত প্রত্যাশী বীর মুজাহিদ সিদ্দীক।

উক্ত এরিয়া থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে যে, শক্তিশালী বিষ্ফোরণে ক্রুসেডার বাহিনীর ২টি ল্যান্ডক্রুজার এসইউভিএস গাড়ি ধ্বংস হয়ে ক্রুসেডার ন্যাটো বাহিনীর সিনিয়র অফিসার সহ ১০ দখলদার নিহত হয়েছে।

জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ
মুখপাত্র, ইমারতে ইসলামিয়্যাহ আফগানিস্তান।

২৬/০৯/১৪৪০ হিজরী
৩১/০৫/২০১৯ খ্রী:

গত ৩১মে শুক্রবার আফগানিস্তানের ঘৌর প্রদেশের একটি জেলা হতে ২ হাজার পরিবারের ২৩টি বড় গ্রামের সাধারণ আফগান জনতা তালেবান মুজাহিদদের নিকট প্রকাশ্যে বায়াত প্রধানের ঘোষণা করলেন ।

এছাড়াও আফগানের প্রশিদ্ধ গোত্রিয় বাহিনীর আরো ৪০ যুদ্ধা নিজেদের যুদ্ধাস্ত্রসহ তালেবান মুজাহিদদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন।

আল-কায়দা সোমালিয়ান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ গত ৩১মে সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশু ও জুবা প্রদেশে ৩টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

রাজধানী মোগাদিশুতেই মুজাহিদদের পরিচালিত ২টি হামলায় সোমালিয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত কমিটির ৩ সদস্য নিহত হয় এবং আরো এক সোমালিয়ান মুরতাদ সেনা গুরুতর আহত হয়।

এছাড়াও জুবা প্রদেশে মুজাহিদদের পরিচালিত অন্য একটি হামলায় কতক সেনা হতাহতের শিকার হয়।